উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

হরমুজ বন্ধে বিপাকে ভারত

এআইয়ের শিকার খামেনেই!

শিলিগুড়ি ২০ ফাল্গুন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 5 March 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 284

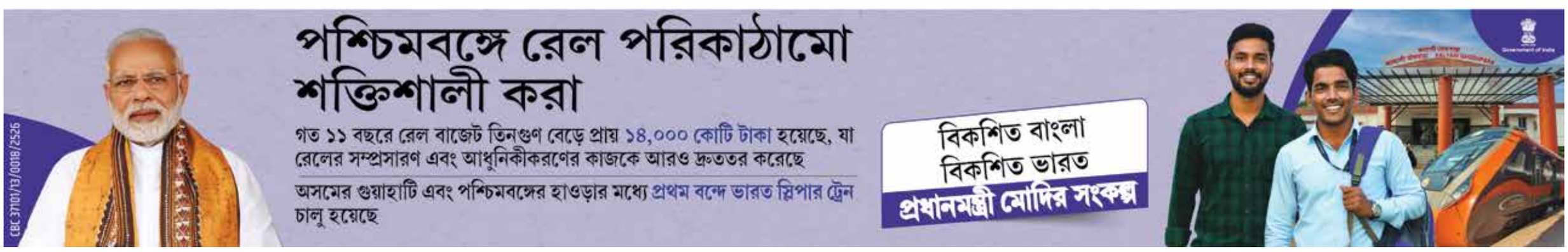

মধ্যপ্রাচ্যে রক্তের হোলি

মার্কিন টর্পেডোয় শেষ ইরানের যুদ্ধজাহাজ

তেহরান, ৪ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। ইরান ও তার মিত্রদের সঙ্গে আমেরিকা-ইজরায়েল জোটের সংঘাত চরমাকার নিয়েছে। কাতার ও দুবাইয়ে মার্কিন ঘাঁটি এবং সৌদি আরবের আরামকো তেল শোধনাগারে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা করেছে ইরান। আন্তর্জাতিক তেল বাণিজ্যের অন্যতম পথ হরমুজ প্রণালী কার্যত অবরুদ্ধ করে রেখেছে ইরান।

পালটা গত ২৪ ঘণ্টায় ইরানে ১০৪ বার হামলা করেছে আমেরিকা ও ইজরায়েল। গত ৭২ ঘণ্টায় ইরানের ১৭টি যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মার্কিন নৌসেনার দাবি। মানবাধিকার সংস্থা এইচআরএএনএ-র মতে, ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া এই যুদ্ধে ইরানে এখনও পর্যন্ত সহস্রাধিক সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে ১৮১ জন শিশু।

লড়াইয়ে ইজরায়েলের একটি এফ-৩৫ এবং ইরানের একটি ইয়াক-১৩০ ফাইটার জেট বিধ্বস্ত হয়েছে। পরিস্থিতি সামলাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হরমুজ প্রণালীতে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছেন। রওনা দিয়েছে মার্কিন রণতরী। ঘটনাচক্রে বুধবারই ভারত মহাসাগরে মার্কিন ডুবোজাহাজ থেকে ছোড়া টর্পেডোর আঘাতে ইরানের যুদ্ধজাহাজ 'আইআরআইএস ডেনা'-র সলিলসমাধি ঘটেছে।

ওই ঘটনায় অন্তত ৮০ জন ইরানি নৌসেনাকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। গত ১৮ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত 'মিলান ২০২৬' এবং 'ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ'-তে অংশ নিয়েছিল 'আইআরআইএস ডেনা'। ভারত থেকে দেশে ফেরার পথে জাহাজটি ধ্বংস হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বুধবার থেকে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুতে যে তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শেষকৃত্য হওয়ার কথা ছিল, অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে তেহরান।

ইরানে ৮৮ সদস্যের বিশেষজ্ঞ পরিষদ খামেনেইয়ের মেজো ছেলে ৫৬ বছর বয়সি মোজতবাকে পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে ইতিমধ্যে মনোনীত করেছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, এই মনোনয়নের নেপথ্যে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) সরাসরি প্রভাব রয়েছে। এই 'বংশানুক্রমিক' ক্ষমতা দখল কার্যত ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদকেই চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

ফলে একদিকে যেমন ইরানে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের আশঙ্কা প্রবল, অন্যদিকে নতুন বিপদ- ইজরায়েল নতুন নেতাকেও খতম করা হবে বলে হুমকি দিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

মার্কিন-ইজরায়েলি হানায় বিধ্বস্ত তেহরান। তার মধ্যেই চলছে নমাজ আদায়। বুধবার।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

টাকার দামে রেকর্ড পতন

মুম্বই, ৪ মার্চ : ইরান যুদ্ধের ছায়া ভারতের অর্থনীতিতে। টাকার দামে রেকর্ড পতন। কার্যত পুরোনো সব নজিরকে ভেঙে ডলারের নিরিখে ভারতীয় টাকার দাম দাঁড়িয়েছে ৯২.১৮। এই দাম দেশের টাকার মূল্যের ইতিহাসে সর্বনিম্ন। অন্যদিকে, ব্যাপক ধস নেমেছে শেয়ার বাজারে।

ইজরায়েল-আমেরিকার সঙ্গে ইরানের সংঘাতে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম আকাশছোঁয়া হওয়ার প্রভাব পড়েছে ভারতের মুদ্রা ও শেয়ার বাজারে। বুধবার শেয়ার বাজার খোলার পরপরই টাকার দাম একলাফে ৬৯ পয়সা পড়ে যায়। এর আগে গত জানুয়ারিতে ডলারের তুলনায় টাকার দাম ৯১.৯৮ টাকায় নেমেছিল। বুধবারের পতন আগের সব নজিরকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮২.৫ ডলারে পৌঁছে যাওয়ায় এই ধস অনিবার্য ছিল। ভারত তার প্রয়োজনীয় তেলের প্রায় ৮০ শতাংশ আমদানি করে। হিসাব বলছে, তেলের দাম প্রতি ১ ডলার বাড়লে ভারতের আমদানি খরচ প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা বেড়ে যায়।

এরপর দশের পাতায়

শীর্ষ নেতৃত্বে মোজতবা

ইরানের নিহত সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের দ্বিতীয় পুত্র তিনি শিয়া ধর্মগুরু (হুজ্জাতুল ইসলাম)। সরকারি পদে না থাকলেও এতদিন খামেনেইয়ের দপ্তরের (বায়েত) মূল চালিকাশক্তি এবং বাসিজ আধাসামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রক হিসেবে বিবেচনা করা হত। ২০০৯-এর নির্বাচন-পরবর্তী বিক্ষোভ দমনে তাঁর ভূমিকা ছিল।

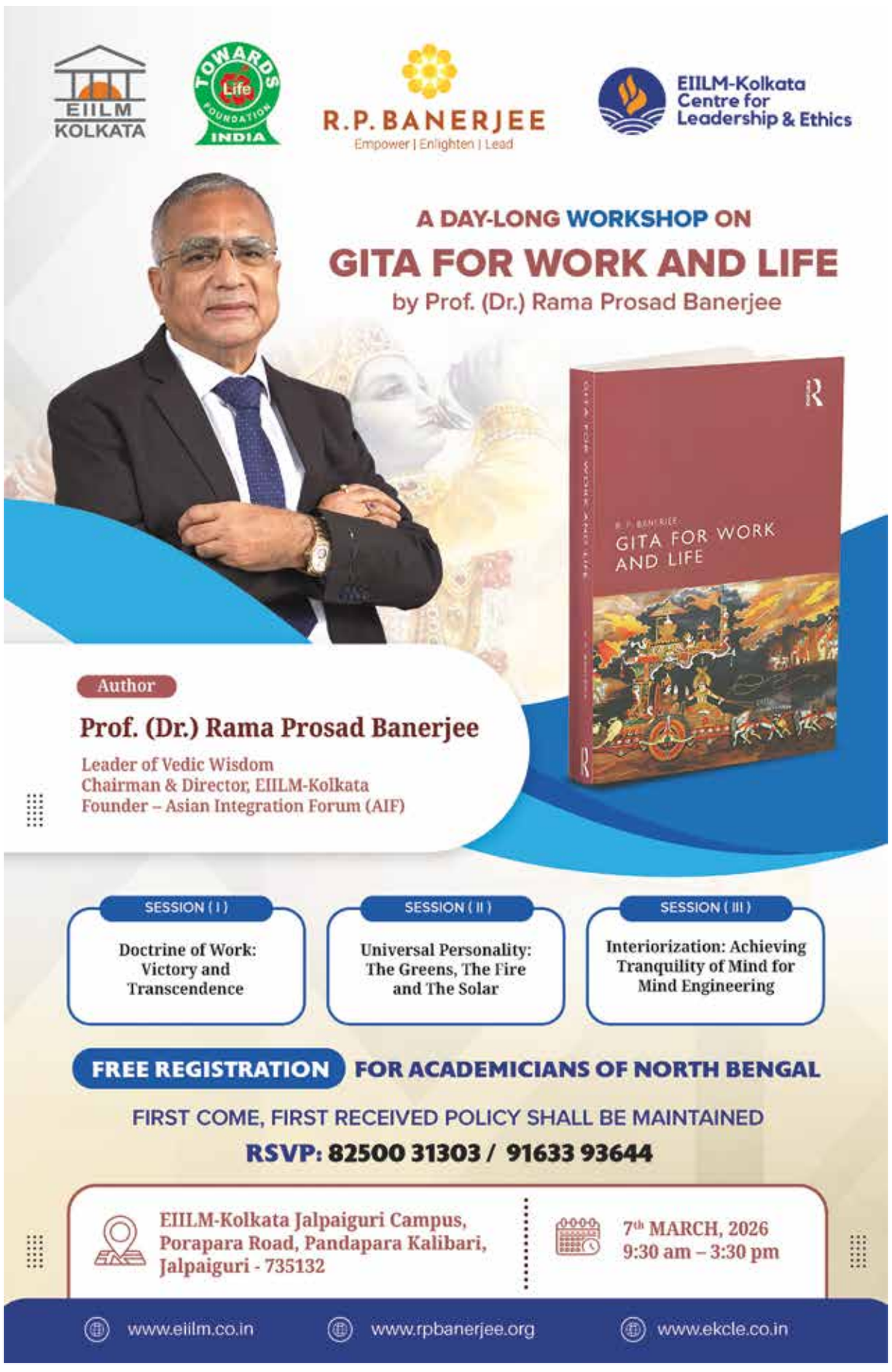

দুঃস্থদের জন্য নিখরচায় বাইক অ্যাম্বুল্যান্স

পদ্মশ্রী প্রাপক করিমুল হকের মতোই চিন্তাধারা তাঁরও। তাইতো একই কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা, বাইক অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে গরিবের অসহায়তায় পাশে দাঁড়ানো। রোগীকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে যখনতখন ডাক পড়ে। একাজেই সারা জীবন কাটিয়ে দিতে চান রাকেশ দত্ত।

আলোর সারথি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : দরিদ্র পরিবারে খুব কষ্টে বড় হয়েছেন। তবে জীবনের সঙ্গে অসম লড়াই করতে গিয়ে অনেকের সাহায্য পেয়েছেন। তাই বড় হয়ে দুঃস্থ, পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য কিছু করার তাগিদ ছিল ঘোগোমালির রাকেশ দত্তর। সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা রাকেশের মনে ২০১৯ সালের একটি ঘটনা দাগ কাটে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়ে দেখেন অসুস্থ ভ্যানচালক বাবাকে ভ্যানে শুইয়ে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এসেছে দুটি ছোট বাচ্চা। ভ্যানের মধ্যে শিশুদুটির মা অসুস্থ বাবার মাথা কোলে বসে রয়েছেন। তাদের সঙ্গে কথা বলে রাকেশ জানতে পেরেছিলেন অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করে হাসপাতালে আসার সামর্থ্য ছিল না পরিবারটির। এই দৃশ্য সেদিনই রাকেশকে ভাবিয়ে তুলেছিল। পদ্মশ্রী করিমুল হককে গুরুদেব মেনে চলা রাকেশ সেদিনই সিদ্ধান্ত নেন তিনিও বাইক অ্যাম্বুল্যান্স তৈরি করবেন। বিনা পয়সায় গরিব মানুষকে পরিষেবা দেবেন।

পথে রাকেশ দত্ত। শিলিগুড়িতে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। নিজের স্কুটার বিক্রি করে একটি বাইক কিনে ফেলেন রাকেশ। এরপর বাইকটিতে স্টিকার লাগিয়ে, ফার্স্ট এইড বক্স রেখে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দেওয়ার জন্য তৈরি করেন।

রাকেশের কথায়, 'সবার সামর্থ্য থাকে না অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করার। তাছাড়া পিছিয়ে পড়া জনবসতি এলাকার মানুষ অনেকেই অ্যাম্বুল্যান্স কীভাবে ভাড়া করতে হয় সেটাও জানেন না। তাই চেয়েছিলাম ওরা সবাই বিনা পয়সায় এই পরিষেবা পাক। যাঁদের কেউ নেই, যাঁদের সামর্থ্য নেই তাঁদের বিনা পয়সায় পরিষেবা দিই আর যাঁদের সামর্থ্য রয়েছে তাঁদের অনুরোধ করি তেলের খরচটা দিতে।'

রাকেশ জানালেন, বাইক অ্যাম্বুল্যান্স চালু করার পর প্রথম ফোন এসেছিল জলেশ্বরী এলাকা থেকে। এরপর হাতিয়াডাঙ্গা এলাকা থেকে এক বৃদ্ধ ফোন করেছিলেন। করোনার সময় রোগীদের পরিষেবা দেওয়া ছাড়াও অসুস্থ মানুষদের বাড়িতে বাইক অ্যাম্বুল্যান্সে করে ওষুধ, খাবার পৌঁছে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন রাকেশ।

রাকেশ বললেন, 'প্রথম যখন বাইক অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দেওয়া শুরু করি, তখন অনেকেই হাসাহাসি করত। বলত বাইকে করে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দেওয়া যায় না।' হাতিয়াডাঙ্গা বাজারে দোকান রয়েছে রাকেশের। পরিবারের সকলের সাহায্যেই দোকান সামলে এই কাজ করতে পারছেন তিনি। রাকেশ জানালেন, তাঁর জন্য কারও জীবন বাঁচছে, এটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। এভাবেই সারাজীবন কাটিয়ে দিতে চান বলেও জানিয়েছেন তিনি।

নাম বাদ নিয়ে রাজনীতি

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর পাহাড়ে একাধিক ব্যক্তির নাম বাদ পড়া এবং বিচারাধীন থাকা নিয়ে বিজেপিকে দুষছে বিরোধীরা। বিজেপির জন্য সাধারণ মানুষকে বিপাকে পড়তে হচ্ছে বলে তাদের অভিযোগ। এমনকি এর জন্য সাংসদ রাজু বিস্ট দায়ী বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের হয়রানির জন্য জেলা প্রশাসনকে পালটা দায়ী করেছেন সাংসদ।

রাজুর কথায়, 'দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক ও তাঁর কর্মীরা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন না করার জন্য এতজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার পাশাপাশি বিচারাধীন রয়েছে।' ১৫ দিনের মধ্যে বৈধ ভোটারদের নাম তালিকায় না উঠলে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি। তবে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক বলছেন, 'বিষয়টি বিচারাধীন। এই বিষয়ে আমরা কিছু বলতে পারব না।'

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, বয়স 40 এর মধ্যে, পুরুষ বা মহিলা Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No.- 9046081533. (C/120967)

Notice Inviting e-Tender

Invited by the Secretary Jalpaiguri Zilla R.M.C. for (1) NIT No.: WBJALZRMC/15-SEC/JAL/2025-26, Dated: 02/03/2026. Tender ID-2026_WBSMB_1017677_1. The Period of Downloading of Bidding document From 03.03.2026, 9.00 A.M. and last date of submission of BID is 13.03.2026, 2.00 P.M. Details may be seen from the website **www.wbtenders.gov.in** from 03/03/2026. For details may contact the Office of the Jalpaiguri Zilla Regulated Market Committee.

Sd/-
Secretary,
Jalpaiguri Zilla RMC

দেবাশিস পাল।

লেপচাখার সৌন্দর্য দেবাশিসের বাঁধা গানে

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৪ মার্চ : সেখানে আকাশ যেন হাতের নাগালে। সেখানে সারাদিন মেঘেদের খেলা। নিজের সৌন্দর্যের গুণেই 'ডুয়ার্সের রানি' খেতাব জিতেছে লেপচাখা। এবার সেই লেপচাখার মোহময়ী বর্ণনা উঠে এল বাংলা গানের মধ্যে দিয়ে। সৌজন্যে ফালাকাটার মাদারি রোডের এক ব্যক্তি, পেশায় ওষুধ ব্যবসায়ী দেবাশিস পাল। নেশায় তিনি সংগীতশিল্পী। ডুয়ার্সের জল, জঙ্গল, জনজাতির মানুষকে নিয়ে লেখা সেই গানের অডিও রিলিজ হয়েছে। এরপর অফিশিয়াল ভিডিও দেবাশিস নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করেছেন। গানের ভিডিও-র শুটিংয়ে নাচের সুযোগ পেয়েছে হান্টাপাড়া চা বাগানের ববিতা মিঞ্জ, লাভলি ওরাওঁদের মতো খুদে পড়ুয়ারা। লেপচাখার পাশাপাশি জলদাপাড়া, মূর্তি, তিতি, চিলাপাতা, গজলডোবার মতো জায়গার নামও রয়েছে গানে। পাশাপাশি আছে ডুয়ার্সের নদীনালা, পাহাড়, আদিবাসী, মেচ, বোড়ো সম্প্রদায়ের কথা।

কয়েক মাস ধরে ডুয়ার্সজুড়ে গানের শুটিং হয়েছে। বাংলা এই গানের নাম 'ডুয়ার্স হৃদয় জুড়ে'। গানের গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী দেবাশিস নিজেই। তাঁর কথায়, 'আমি পেশাদার সংগীতশিল্পী নই। ডুয়ার্সকে ভালোবাসি। এই ডুয়ার্সই আমার কাছে মিনি ইন্ডিয়া। তাই এনিয়ে গান করেছি। এই গানটি বিভিন্ন অডিও প্ল্যাটফর্মে শোনা যাবে।' এই গানটির মাধ্যমে শ্রোতারা ডুয়ার্সের প্রকৃতি, মানুষ ও সহাবস্থানের গল্পকে সুরের আকারে উপলব্ধি করতে পারবেন বলেও তিনি জানান। এছাড়া গানটি ডুয়ার্সে পর্যটক টানতেও সাহায্য করতে পারে বলে আশাবাদী দেবাশিস।

এদিকে, গানের ভিডিওতে শুটিং করার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত হান্টাপাড়া চা বাগানের পড়ুয়ারা। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ববিতা মিঞ্জের কথায়, 'আগে কখনও এভাবে শুটিং করিনি। নাচ কিছুটা পারি। তা দিয়েই ওই গানের শুটিং করেছি। ভালো লেগেছে।' তার মতোই প্রথমবার শুটিংয়ের সুযোগ পেয়ে লাভলি ওরাওঁ, শিমলি ওরাওঁ, মেরি টোপ্পোরাও দারুণ খুশি। শিমলির বাবা অজয় ওরাওঁয়ের কথায়, 'আমরা চা বাগানে মাঝেমধ্যে বাংলা গান শুনি। দেবাশিস এখানে এসে গানের কথা বললেন। শুটিংয়ে আমার মেয়েও নাচ করেছে।' এই গানের কিছুটা অংশ জলদাপাড়ার ট্যুরিস্ট লজে শুটিং হয়েছে। সেখানকার কর্মীরাও ভিডিওতে রয়েছেন।

বিজেপির ট্যাবলোয় হামলা

শিবশংকর সূত্রধর ও কৌশিক বর্মন

কোচবিহার ও পুণ্ডিবাড়ি, ৪ মার্চ : বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার ট্যাবলো ভাঙার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বুধবার রাতে দলের জেলা কার্যালয় থেকে মহিষবাথানে পার্কিং করতে যাওয়ার সময় ওই ট্যাবলোর ওপর আক্রমণ করা হয় বলে বিজেপির তরফে অভিযোগ করা হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে এদিন রাতেই বিজেপির বিধায়ক সুকুমার রায় এবং দলের সমর্থকরা পুণ্ডিবাড়িতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। আধঘণ্টা অবরোধ চলে। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে।

সুকুমার বলেন, 'তৃণমূল অতর্কিতে আমাদের ট্যাবলোর ওপর হামলা চালিয়েছে। এই ঘটনায় আমাদের দলের তিনজন কর্মী এবং গাড়ির চালক আহত হয়েছেন। তৃণমূলের যদি সাহস থাকে তাহলে কাপুরুষের মতো চুপিসারে আক্রমণ না করে কাল প্রকাশ্যে রাস্তায় এসে দাঁড়াক। এভাবে বিজেপিকে রোখা যাবে না।' এই ঘটনার জন্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়নদীপ গোস্বামী এবং তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

উত্তরে সায়নদীপ বলেন, 'বিজেপি তাদের দলীয় কর্মসূচিকে রথযাত্রা বলে প্রচার করছে। অথচ আমরা জানি কোচবিহারে শুধু মদনমোহনদেবের রথযাত্রা হয়। বিজেপির নেতারা রথে চাপেন তা আগে কখনও শুনিনি। এগুলো মানুষ পছন্দ করছেন না। সেটা বুঝতে পেরে এখন ভোটের আগে বাজার গরম করার জন্য বিজেপির নেতারা এসব মিথ্যে অভিযোগ করছেন।'

১ মার্চ কোচবিহার থেকেই দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন এই কর্মসূচির সূচনা করেন। একটি গাড়িকে রথের আদল দিয়ে

ট্যাবলো বানানো হয়েছে। সেটি বিভিন্ন বিধানসভা এলাকা পরিক্রমা করে ব্রিগেডে পৌঁছাবে। সেখানে জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিজেপির জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, 'বৃহস্পতিবার কোচবিহার থেকে ট্যাবলোটি রওনা দেবে। তার আগে তৃণমূল ট্যাবলোর ওপর হামলা চালিয়ে অশান্তি বাধাতে চাইছে।' বিজেপির দাবি, তৃণমূলের আক্রমণে দলের তিন কর্মী এবং গাড়িটির চালক আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

নেপাল সীমান্ত পরিদর্শনে নকশালবাড়ির এসডিপিএ। বুধবার। -সংবাদচিত্র

নেপালে আজ ভোট, সিল পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৪ মার্চ : বৃহস্পতিবার নেপালে সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনের জন্য মঙ্গলবার সকাল থেকেই সিল করে দেওয়া হয়েছে ভারত-নেপাল সীমান্ত। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে আবার সীমান্ত খুলবে। শুক্রবার সকাল থেকে আমদানি-রপ্তানি স্বাভাবিক হবে। বুধবার বিকেলে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন দার্জিলিং পুলিশের নকশালবাড়ি চক্রের এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন খড়িবাড়ি ও নাকশালবাড়ি থানার ওসিরা।

নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ২৬ ফেব্রুয়ারি সীমান্ত বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করে। ৩ মার্চ রাত ১২টা থেকে ৫ মার্চ রাত ১২টা পর্যন্ত সীমান্ত বন্ধ থাকবে বলে সীমান্তে মোতায়েন এসএসবি সূত্রে জানা যায়। এসএসবি-র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নির্বাচনের জন্য সীমান্ত সিল করা হলেও ভারত থেকে নেপালের নাগরিকদের নেপালে যেতে দেওয়া হচ্ছে। অপরদিকে নেপালে আটকে থাকা ভারতীয়রা দেশে ফিরতে পারছেন। এই সময় পানিট্যাঙ্কি-কাঁকরভিটা সড়কপথে সব রকমের আমদানি-রপ্তানি বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে জরুরি পরিষেবা চালু রয়েছে বলে এসএসবি জানিয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে নেপাল থেকে প্রচুর ভারতীয় পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে ভারতে ফেরেন। ভারতে থাকা নেপালের নাগরিকদের এদিন সকাল থেকে পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে নেপালে প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করতে দেখা যায়।

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, অন্যবার নেপালে ভোটের সময় ৪-৫ দিন সীমান্ত বন্ধ থাকে। কিন্তু এবার মাত্র একদিন সীমান্ত বন্ধ থাকায় পানিট্যাঙ্কি এলাকায় ব্যবসায় খুব একটা প্রভাব পড়েনি বলে জানিয়েছেন পানিট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক দীপক চক্রবর্তী। তিনি বলছেন, 'মঙ্গল ও বুধবার দোল এবং হোলির জন্য অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ। শুধু বৃহস্পতিবার নেপালের লোকজন কেনাকাটা করতে এপারে আসতে পারবেন না। তাই ক্ষতির পরিমাণ এবার অনেকটাই কম হবে।'

নেপালে নির্বাচনের আগে বুধবার বিকেলে দার্জিলিং পুলিশের একটি দল সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে আসে। তারা সীমান্তে মোতায়েন এসএসবি আধিকারিকদের সঙ্গে নজরদারি জোরদার করার লক্ষ্যে একটি বৈঠক করে। এ নিয়ে এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায় বলছেন, 'আগামীকাল নেপালে নির্বাচন। এসএসবি-র আধিকারিকদের সঙ্গে নজরদারি নিয়ে একটি বৈঠক হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে এপারে নজরদারি ও নিরাপত্তার জোরদার করা হয়েছে।'

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ক্যাশিয়ার চাই

শিলিগুড়ি অফিসে ক্যাশিয়ার নিয়োগ করা হবে

যোগ্যতা: বি.কম। ট্যালি, অনলাইন ব্যাংকিং, জিএসটি জানা প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। অ্যাকাউন্টস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও আবেদন করতে পারেন।

আবেদনপত্র মেল করুন এই ঠিকানায়:
jobs.uttarbanga@gmail.com

আবেদনের শেষ তারিখ ১৩ মার্চ, ২০২৬

সন্ধান মিলল বিষ্ণুমূর্তি, প্রাচীন সিঁড়ির

গৌতম দাস ও বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

গাজোল ও পতিরাম, ৪ মার্চ : রংয়ের উৎসবের মাঝে গাজোল এবং বালুরঘাটের দুই এলাকায় প্রাচীন ভাস্কর্যের সন্ধান মিলল। এক জায়গায় পুকুর সংস্কার করতে গিয়ে উঠে আসে পাথরের বিষ্ণুমূর্তি। অন্য ঘটনায় এক পুকুরেরই তলদেশে সন্ধান মিলেছে একটি প্রাচীন সিঁড়ির।

মঙ্গলবার গাজোলের মাঝরা গ্রাম পঞ্চায়েতের রুহিমারি গ্রামের এক পুকুরের সংস্কারে আর্থমুভার দিয়ে মাটি খোঁড়ার সময় বিষ্ণুমূর্তিটি উঠে আসে। এরপর গ্রামবাসীরা সেটি পরিষ্কার করে স্থানীয় একটি মন্দিরে স্থাপন করেন। শুরু হয়ে যায় পূজার্চনা। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, পুকুরে সংস্কার কাজ চলার সময় আর্থমুভারের ফলায় উঠে আসে পাথর জাতীয় একটা কিছু। ধুয়েমুছে পরিষ্কার করতেই দেখা যায় সেটি বিষ্ণুমূর্তি। উচ্চতায় প্রায় আড়াই ফুট এবং চওড়ায় প্রায় দুই ফুট। এরপরই

পুকুর থেকে উদ্ধার হওয়া বিষ্ণুমূর্তি। (ডানদিকে) প্রাচীন ইটের সিঁড়ি।

মূর্তিটিকে পরিষ্কার করে গ্রামের একটি মন্দিরে স্থাপন করা হয়। যেহেতু দোলপূর্ণিমার দিন মূর্তিটি উদ্ধার হয়েছে, তাই এর মাহাত্ম্য অনেক বলেই বক্তব্য গ্রামবাসীর। সেই কারণে পূজার্চনাও শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিকে, মূর্তি উদ্ধারের খবর পেয়ে গ্রামে আসে পুলিশবাহিনী। কিন্তু গ্রামবাসীরা মূর্তিটিকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে নারাজ। দীর্ঘক্ষণ ধরে বুঝিয়েও গ্রামবাসীদের রাজি করতে পারেনি পুলিশ। অবশেষে খালি হাতেই ফিরতে হয় তাদের। তবে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, দোলপূর্ণিমার দিন গ্রামের মানুষের ভাবাবেগে আঘাত দিতে চায়নি পুলিশ। বুধবার হোলি উৎসবের জন্য বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। মূর্তি উদ্ধারের জন্য বৃহস্পতিবার গ্রামে আবার অভিযান চালানো হবে।

অন্যদিকে, বালুরঘাট ব্লকের নাজিরপুর পঞ্চায়েতের কিসমত যশাহার এলাকায় একটি প্রাচীন বড় পুকুরকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার এই পুকুরটি স্থানীয়দের কাছে রহস্যময় বলেই পরিচিত। গরমকালে জল কিছুটা কমলেও পুকুরের অর্ধেক অংশ কোনওদিন সম্পূর্ণ শুকোয়নি। কিন্তু এবছর ব্যতিক্রম ঘটেছে। প্রথমবারের মতো পুকুরের অর্ধেকের বেশি জল শুকিয়ে যাওয়ায় দেখা মিলেছে ইটের তৈরি একটি প্রাচীন সিঁড়ির।

পুকুরের তলদেশে হঠাৎ এই সিঁড়ির অস্তিত্ব প্রকাশ্যে আসতেই কৌতূহল বেড়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। অনেকেই মনে করছেন, এটি কোনও প্রাচীন স্থাপত্যের অংশ হতে পারে। পুকুর পাড়েই রয়েছে একটি শিবলিঙ্গ এবং অর্ধেক কাটা পাথরের কালীমূর্তি, যেখানে নিয়মিত পুজো হয়। বহু বছর আগে দুষ্কৃতীরা কালীমূর্তির অর্ধেক অংশ কেটে নিয়ে যায় বলে স্থানীয়দের দাবি। বর্তমানে অবশিষ্ট অংশই পূজিত হয়ে আসছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, এটি কোনও প্রাচীন জমিদারবাড়ির মন্দির সংলগ্ন জলাধার বা কুয়োর অংশ হতে পারে। অনেকে আবার ছোটবেলা থেকে শুনে আসছেন, পুকুরের মাঝখানে একটি বড় কুয়ো রয়েছে। সেই কুয়োতে নাকি অতীতে মূল্যবান সামগ্রী লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

স্থানীয় বাসিন্দা সুমন মণ্ডল বলেন, 'এই প্রথম পুকুরের এতটা জল শুকিয়েছে। তখনই আমরা ইটের তৈরি সিঁড়ি দেখতে পাই। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি পুকুরের মাঝে বড় কুয়ো আছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার।'

এলাকাবাসীর দাবি, বিষয়টি প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে খতিয়ে দেখা হোক। প্রশাসনের তরফে যথাযথ অনুসন্ধান হলে হয়তো কিসমত যশাহারের এই পুকুর ঘিরে বহুদিনের রহস্যের সমাধান মিলতে পারে।

আজ টিভিতে

সজনে চিংড়ি যুগলবন্দি এবং রুই মাছের স্যুপ তৈরির পদ্ধতি শেখাবেন ডাঃ মঞ্জরী সরকার। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ সকাল সন্ধ্যা, দুপুর ১.৩০ লভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.৩০ কেলোর কীর্তি, সন্ধে ৭.৩০ মন মাঝি রে (বাংলা ভার্সন), রাত ১০.৩০ গোত্র
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ সিঁদুরের অধিকার, দুপুর ১.০০ খোকাবাবু, বিকেল ৪.০০ শুভদৃষ্টি, সন্ধে ৭.০০ প্রেমের কাহিনী, রাত ১০.১৫ বিদ্রোহ
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বন্দি, দুপুর ১২.০০ অমর প্রেম, ২.০০ বেদের মেয়ে জোসনা, বিকেল ৫.০০ গুরুদক্ষিণা, রাত ৮.০০ অগ্নিপথ, ১০.৩০ বাবা কেন চাকর
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ স্বর্গ মর্ত্য
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অগ্নিপরীক্ষা
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৪০ এমএস ধোনি, বিকেল ৩.৪০ জামাই রাজা, সন্ধে ৬.৫০ যশোবন্ত, রাত ৯.২০ গোলমাল-ফান আনলিমিটেড
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.১৮ দো অনজানে, দুপুর ১.৩২ ইয়ারানা, বিকেল ৪.২০ রাজতিলক, সন্ধে ৭.৫২ মিস্টার নটওরলাল, রাত ১১.১৬ রাম বলরাম
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০৬ মহাবীর নম্বর ওয়ান, দুপুর ১.৫২ সর্দার গব্বর সিং, বিকেল ৪.৫৩ হান্ড্রেড, সন্ধে ৭.৩০ হিটলিস্ট, রাত ৯.৫৭ পিতা
স্টার গোল্ড থ্রিলস : বেলা ১১.৪৩ হোম অ্যালোন-থ্রি, দুপুর ১.৫২ এলিমেন্টাল, বিকেল ৩.৫২ দ্য মারমেইড, ৫.৪৫ কিংডম অফ দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস, রাত ১১.০২ অ্যাভেঞ্জার্স এন্ডগেম

লভ এক্সপ্রেস দুপুর ১.৩০ জলসা মুভিজ

গোলমাল-ফান আনলিমিটেড রাত ৯.২০ কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

আ উলফ'স জার্নি রাত ৮.১১ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। সামান্য বিতর্কে বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট। বৃষ : পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। রাস্তাঘাটে চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন। মিথুন : সামান্য ভুলের কারণে কাজে বড় রকমের ক্ষতি হতে পারে। প্রেমে শুভ। কর্কট : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শারীরিক সমস্যা হতে পারে। সিংহ : দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ হবে। সন্তানের সাফল্যে গর্ববোধ। কন্যা : অতি ভোজনের কারণে শারীরিক সমস্যা। অভিনয় ও সংগীতশিল্পীদের শুভ। তুলা : কর্মক্ষেত্রে আপনার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে তৃপ্তি। বৃশ্চিক : সামান্য কারণে মেজাজ হারিয়ে সমস্যায়। সংসারের কোনও সদস্যের জন্য অর্থব্যয়। ধনু : আজ খুব শান্ত থাকুন। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। মকর : নতুন বাড়ি কেনায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ভ্রমণে আনন্দলাভ। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে আজ সুসংবাদ প্রাপ্তি। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। মীন : ব্যবসার কারণে ঋণগ্রহণ। কন্যার চাকরিপ্রাপ্তির সংবাদে খুশি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২০ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ১৪ ফাল্গুন, ৫ মার্চ ২০২৬, ২০ ফাগুন, সংবৎ ২ চৈত্র বদি, ১৫ রমজান। সূঃ উঃ ৬।১ অঃ ৫।৩৮। বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয়া অপরাহ্ণ ৪।৫৫। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ৮।২৬ শূলযোগ দিবা ৮।৫। গরকরণ অপরাহ্ণ ৪।৫৫ গতে বণিজকরণ শেষরাত্রি ৫।১৮ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৮।২৬ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ৮।২৬ গতে একপাদদোষ, অপরাহ্ণ ৪।৫৫ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, অপরাহ্ণ ৪।৫৫ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ২।৪৩ গতে ৫। ৩৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৯ গতে ১।২২ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১০।২৯ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১।১৯ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, অপরাহ্ণ ৪।৫৫ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, সন্ধ্যা ৫।৩৮ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, শেষরাত্রি ৫।১৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৮।৫ মধ্যে ধান্যনিষ্ক্রমণ, দিবা ৮।৫ মধ্যে পুনঃ দিবা ১০।২৯ গতে ২। ৪৩ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশষ্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ, দিবা ১০।২৯ গতে ২।৪৩ মধ্যে বীজসংগ্রহ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, শেষরাত্রি ৪।২৪ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।১২ মধ্যে ও ১০।২৭ গতে ১২।৫৩ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৫১ গতে ৩।১৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৯,১১৬.১৯ (-১১২২.৬৬)

নিফটি : ২৪,৪৮০.৫০ (-৩৮৫.২০)

বিচারাধীন ৬০ লক্ষের জটে সমস্যা ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৫° সর্বোচ্চ / ১৯° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ / ১৬° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ / ১৭° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ / ১৮° সর্বনিম্ন

পড়শি নেপালে আজ ভোট ৭

ফাইনালে নিউজিল্যান্ড ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে জয় ১২

শিলিগুড়ি ২০ ফাল্গুন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 5 March 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 284

গোর্খা তৃষ্ণার মেঘ কার্সিয়াংয়ে

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে কার্সিয়াং

ভোটের অঙ্ক

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কার্সিয়াং, ৪ মার্চ : ‘খেঁদ্র অনি বঙ্গাল কো সরখার লে ক্রুরো রুপিয়া দি রহিছো। তরহ বিকাশ চে ছইনা। ইও এওটা রহস্য যেসতো ছও’ (কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের উন্নয়ন হচ্ছে না। এটা একটা রহস্য)- বেশ উঁচু গলায় কথাগুলো বলছিলেন যাটোর্ধ্ব অজিত ছেত্রী। ধোঁয়া ওঠা মোমোয় কামড় দিতে দিতে ভাবলাম, এ তো মেঘ না চাইতেই জল। কার্সিয়াং বিধানসভার প্রাক নির্বাচনি রাজনৈতিক পরিস্থিতির আঁচ বুঝতে ডাওহিলের পাইন ঘেরা রাস্তার পাশের ছোট্ট মোমোর দোকানটি থেকে যে অনেক কথাই জানা যেতে পারে তা বুঝতে বাকি ছিল না।

রোহিণীর আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে কার্সিয়াংয়ের ভিউপয়েন্টে দাঁড়ালে নীচে সমতলের আলো দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু পাহাড়ের রাজনৈতিক মেঘ দেখে কখন বৃষ্টি হবে তা ঠাওর করা দায়। স্থানীয়দের আড্ডায় সুযোগ বুঝে নাক গলাতেই ক্ষোভের বিস্ফোরণ হল। হাজারো সমস্যার কথা শোনালেন দোকানদার মহিলা। অজিতের সঙ্গী বিক্রমের কথা, ‘যে যখন ক্ষমতা পায় সে-ই তখন রাজা হয়। আমরা প্রজা হয়েই থাকি। কার্সিয়াংয়ের মতো এত পুরোনো শহরের আজও কোনও পরিকল্পনামাফিক উন্নয়ন হল না।’ ঘুরে ঘুরে খোঁজ নিতেই বোঝা গেল ক্ষোভের ফল্গুধারা বিধানসভার সর্বত্র বইছে।

২০২১-এর নির্বাচনে সবাইকে অবাক করে দিয়ে কার্সিয়াং থেকে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপির অনামী প্রার্থী বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজতেই সেই কার্সিয়াংয়ের রাজনীতির চেনা ছবিটা ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করেছে। আপাতদৃষ্টিতে এই কেন্দ্রে সব থেকে শক্তিশালী অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) এবং শাসকদল তৃণমূলের কৌশলগত জোট। অন্যদিকে বিমল গুরুং ও জিএনএলএফ-এর সমর্থনে পাহাড় ধরে রাখার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি। সম্প্রতি বিষ্ণুপ্রসাদ বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। ফলে কার্সিয়াং এখন পদ্ম শিবিরের কাছে রাজনৈতিক আধিপত্যের এক অগ্নিপরীক্ষা।

অনীতের পার্টির সংগঠন শক্তিশালী ঠিকই, কিন্তু বিজেপির পেছনে যখন বিমল গুরুং আর জিএনএলএফ-এর মতো পুরোনো

এরপর দশের পাতায়

ত্রিকোণ প্রেমের জেরে ধস্তাধস্তি, হারাল নিয়ন্ত্রণ

পুকুরে গাড়ি, মৃত ৩ তরুণ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৪ মার্চ : উৎসবের আবহ নিমেষে পরিণত হল বিষাদে। সোমবার গভীর রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি চার চাকার গাড়ি পুকুরে পড়ে যাওয়ায় প্রাণ হারিয়েছেন তিনজন তরুণ। তাঁদের সকলেরই বয়স ১৮ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও চার তরুণ। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। ইসলামপুর বিহার-বাংলা সীমানার বিহারের অধীন ফাটিপুকুর এলাকায় এই দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে একজন ইসলামপুর, অপরজন দার্জিলিং জেলার বিধাননগরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। তৃতীয় তরুণকে শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। সূত্রের খবর, ত্রিকোণ প্রেমের জেরে গাড়ির মধ্যে ধস্তাধস্তি চলার সময় নিয়ন্ত্রণ হারায় গাড়িটি।

মৃতদের মধ্যে দুজন ইসলামপুর শহরের একটি গ্যারাজের কর্মী ছিলেন। এমনকি জখম চারজনও ওই গ্যারাজের কর্মী। গ্যারাজ মালিক সুবল কর্মকারের ছেলেও জখমদের মধ্যে রয়েছেন। সুবল জানিয়েছেন, ‘দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি আমাদের। বাড়িতে কীর্তনের আয়োজন ছিল সেদিন। আমার ছেলে গাড়ি নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়েছিল।’

দুর্ঘটনার পিছনে ত্রিকোণ প্রেমের তত্ত্ব সামনে এসেছে। বিষয়টি নিয়ে চলন্ত গাড়িতে বিবাদ ও ধস্তাধস্তির জেরেই এই মর্মান্তিক

- ইসলামপুর বিহার-বাংলা সীমানার বিহারের অধীন ফাটিপুকুর এলাকায় দুর্ঘটনা
- চলন্ত গাড়িতে বিবাদ ও ধস্তাধস্তির জেরেই এই মর্মান্তিক পরিণতি
- মৃতদের মধ্যে একজন ইসলামপুর, অপরজন দার্জিলিং জেলার বিধাননগরের বাসিন্দা
- তৃতীয় তরুণকে শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ

ঘটনা বলে জানা গিয়েছে। যদিও সুবলের বক্তব্য, ‘এমন কিছু আমার জানা নেই। তবে দক্ষিণবঙ্গের একটি ছেলে গাড়িতে ছিল শুনেছি।’ ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের অসীমা পাল তিন তরুণের মৃত্যু নিয়ে শোক প্রকাশ করলেও দুর্ঘটনার জন্য ত্রিকোণ প্রেম ও মাদককে দায়ী করেছেন। বিহারের কিশনগঞ্জ জেলার পোঠিয়া থানার পুলিশ ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করেছে। কিশনগঞ্জ হাসপাতালে মৃতদেহগুলির ময়নাতদন্ত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নদিয়ার রানাঘাটের বাসিন্দা অতনু শীল নামে এক তরুণ ইসলামপুর পৌঁছে একটি হোটেলে ওঠে। দুর্ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে অতনু বলেন, ‘ইসলামপুর শহরের নেতাজিপিল্লর বাসিন্দা এক তরুণীর সঙ্গে আমার প্রেম ছিল। ইতিপূর্বে ওই তরুণী আমার সঙ্গে নদিয়া চলে গিয়েও ফিরে আসে। দোল উপলক্ষ্যে তার সঙ্গে দেখা করতেই আমি এখানে এসেছিলাম।’ অতনুর সংযোজন, ‘এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্টেট ফার্ম কলোনির এক তরুণ আমাকে মারধর করে। গাড়িতে তুলে মারধর করার সময় গাড়িটি তীব্র গতিতে চলছিল। তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে। আমি গাড়ির জানলা দিয়ে বেরিয়ে জল থেকে উঠে প্রাণে বেঁচেছি।’

স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার রাতে গাড়িতে ঘোরার নাম করে তরুণের একটি দল ইসলামপুরের বিহার-বাংলা সীমানায় ফাটিপুকুর এলাকায় যায়। সেখানেই গাড়ির ভিতরে অতনুকে মারধর শুরু হয় এবং ব্যাপক ধস্তাধস্তি চলতে থাকে। এর ফলেই গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি পুকুরে পড়ে যায়। গাড়িতে মোট সাতজন ছিল। স্থানীয়দের তৎপরতায় সাতজনকে উদ্ধার করা হলেও ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিন তরুণের। মৃতদের নাম সুরজিৎ দাস, বনি দাস ও মুকুন্দ দাস। মুকুন্দর বাড়ি স্টেট ফার্ম কলোনি এলাকায়। বনির বাড়ি বিধাননগর এলাকায়।

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

ক্রিমিন্যাল পিছনে বসে, জানেনই না নেতা

আশিস ঘোষ

কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয়। এই বঙ্গদেশে দৃশ্যের কোনও অভাব নেই। রোজ নানারকম দৃশ্য আসে আমাদের সামনে। আবার মিলিয়ে যায়। ভুলে যাই। আবার নতুন দৃশ্যের জন্ম হয়। দৃশ্যগুলোকে পরপর মালার মতো গেঁথে ফেললে একটা সামগ্রিক চেহারা হাজির হয়। আমরা হয় হাততালি দিই। নয়তো দোরে আগল দিই ভয়ে।

এই যেমন ধরুন না, হাওড়ার একটা দৃশ্য। মাননীয় বিধায়ক স্কুটিতে বসে। তাঁর পিছনে গ্যাঁট হয়ে বসে এমন একজন, এখন যাঁকে নাকি হন্যে হয়ে খুঁজছে পুলিশ। এলাকায় কুখ্যাতি তাঁর বিস্তর। ভোররাতে একজনের মাথায় গুলি চালিয়ে মেরেছেন তিনি। পিলখানার সেই দৃশ্য সামনে আসতে বিধায়কমশাই নির্লিপ্ত মুখে জানালেন, তিনি ওই সমাজবিরোধীকে চেনেনই না।

ভাবুন তো, এলাকার এমএলএ-র স্কুটির পিছনে বসে আছে অচেনা একজন! সত্যি, কী অকপট সারল্য! তিনি তাঁকে চেনেন না। অথচ গোটা তল্লাট তাঁকে চেনে। নাম জানে, কাম জানে!

আরেকটা দৃশ্য। ক্লাবঘরে একজনকে বেদম মারা হচ্ছে। একটানা।

এরপর দশের পাতায়

রং বরসে

বসন্ত তার রঙিন বেশে... বুধবার শিলিগুড়িতে (উপরে)। রঙিন ধোঁয়ায় উৎসবের আমেজ পুষ্করে। ছবি : সূত্রধর ও পিটিআই

এডিশন স্পেশাল

এবার রাজ্যসভার পথে নীতীশ কুমার!

সাতের পাতায়

অনলাইন ক্লাসে জোর উচ্চমাধ্যমিকে

পাঁচের পাতায়

চোট পেলেন রোনাল্ডো

এগারোর পাতায়

উৎসবের মুম্বইয়ে আজ বদলার সেমিফাইনাল

চাপের চোরাস্রোত

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মুম্বই, ৪ মার্চ : একদিকে আরব সাগরের তীরে ক্রিকেটীয় মহারণের গনগনে আঁচ, অন্যদিকে মায়ানগরীতে সানাইয়ের সুর! উৎসব আর যুদ্ধের এমন অদ্ভুত যুগলবন্দি মুম্বইয়ে শেষ কবে দেখা গিয়েছে, তা মনে করতে পারছেন না অনেকেই। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের বাইশ গজে একদিকে যখন ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল যুদ্ধ, ঠিক তখনই বাণিজ্যনগরীতে জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করতে চলেছেন শচীন-পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকার!

ঈশ্বরই ভরসা। সিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরে মনস্কামনা অভিষেক শর্মার।

বুধবার অর্জুনের সংগীত অনুষ্ঠান হয়ে গেল, আর বৃহস্পতিবারই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেন মাস্টার ব্লাস্টারের ছেলে। যুবরাজ সিং, হরভজন সিং, ইরফান পাঠানদের মতো ভারতীয় ক্রিকেটের ‘হুজ হু’-রা ইতিমধ্যেই মুম্বইয়ে হাজির। এমনকি অমিত শা-ও আসতে পারেন বলে খবর। শচীন-পুত্রের এই হাইপ্রোফাইল বিয়ের উৎসব যেন ভারত-ইংল্যান্ড সেমিফাইনালের আবহেও এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে।

তবে মেরিন ড্রাইভের উত্তাল হাওয়া গায়ে মেখে ওয়াংখেড়ের ভিনু মানকড় গেট দিয়ে মাঠে ঢোকার মুখেই সেই ক্রিকেটীয় উন্মাদনাটা আছড়ে পড়ছে। ইতিউতি জটলা, টিকিটের সন্ধানে মরিয়া ক্রিকেটপ্রেমীদের হাহাকার। সন্ধে ছয়টা নাগাদ আইসিসি অনলাইনে কয়েকশো টিকিট ছাড়লেও, তা নিমেষে উধাও! টিকিটের এই লাগামছাড়া চাহিদার চোটে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার শীর্ষকর্তারা রীতিমতো মোবাইল ফোন বন্ধ করে বসে আছেন। সেলেব্রিটি থেকে সাধারণ মানুষ— সবার একটাই প্রশ্ন, একটা টিকিট হবে?

মাঠের বাইরের এই উৎসব আর উন্মাদনার মাঝেই ওয়াংখেড়ের সেন্টার পিচে লুকিয়ে আছে আসল টুইস্ট! দুপুরে ভারতীয় দলের ঐচ্ছিক অনুশীলনে গিয়ে দেখা গেল, যে পিচে সেমিফাইনাল হবে, সেখানে রীতিমতো সবুজ ঘাস। লাল মাটির ওয়াংখেড়েতে এমন ঘাস দেখে সূর্যকুমার যাদবদের কপালে যখন চিন্তার ভাঁজ, তখন হ্যারি ব্রুকের ইংরেজ শিবিরের অন্দরমহল মুম্বইয়ের গরমেও ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল!

ইতিহাস বলছে, টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে এই নিয়ে টানা তৃতীয়বার মুখোমুখি

এরপর দশের পাতায়

পুলিশের নজর সত্ত্বেও বেপরোয়া শিলিগুড়ি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : বুধবার দুপুরে পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গানগর ২ নম্বর রাস্তায় দু’পক্ষের মধ্যে চলল তুমুল মারপিট। এক মহিলা দু’পক্ষকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও কাজের কাজ সেভাবে হল না। বরং এক তরুণ বেল্ট দিয়ে মারার চেষ্টা করলেন অপর পক্ষকে। বিকেলের দিকে আবার সুভাষপল্লি মোড়েও দেখা গেল একই ধরনের দৃশ্য। শুধু এই দুই ঘটনা নয়, মঙ্গলবার ও বুধবার, হোলির দু’দিন শহরে আইনকানুনের তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্যেই চলল মারপিট। গঙ্গানগর ও সন্তোষীনগর থেকে শুরু করে ডাবগ্রাম মাঠ এলাকায় বারবারই ফুটে উঠল অরাজক পরিস্থিতি, যা সরাসরি প্রশ্ন তুলল পুলিশের নজরদারি নিয়েও।

বুধবার শহরের বিভিন্ন মোড়ে পুলিশের তরফে সচেতনতামূলক অভিযান চালানো হলেও দুর্ঘটনা রোখা গেল না। বুধবার দুপুরে আলো চৌধুরী মোড় এলাকায় একটি সরকারি গাড়ির পেছনে বাইক নিয়ে এক তরুণ ধাক্কা মারেন। ওই তরুণের পায়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে। পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস এলাকায়ও বেপরোয়া গতিতে চলা গাড়ি একটি গাছে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গাড়িতে থাকা তিনজন আহত হয়েছেন বলে ভক্তিনগর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে। বাড়িভাসা এলাকায়ও এক স্কুটারচালক গুরুতর জখম হয়েছেন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং অবশ্য জানিয়েছেন, ‘হোলির দু’দিনে অন্তত ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের তরফে সবদিকেই নজর রাখা হয়েছে।’

হোলিতে ডিজের তালে নাচার মধ্যে দু’পক্ষের ঝামেলাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি একেবারেই হাতের বাইরে চলে যায় বুধবার রাতে। পরিস্থিতি এমনই হয় যে একসময় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে পালটা পুলিশকেই বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন কয়েকজন তরুণ। ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্তোষীনগর এলাকায় দু’পক্ষের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই ঝামেলা ছিল।

শিলিগুড়ির বাইপাসে হেলমেটহীন স্কুটার চালককে সতর্ক করছে পুলিশ।

এরপর দশের পাতায়

‘মৃত চিঠি’-র অমর অতৃপ্তি

হিমালয়ের রানির কোমরবন্ধে কেবল পর্যটকদের পদচিহ্ন আর চায়ের সুগন্ধি মাদকতা নেই, এর প্রাচীন অট্টালিকার কার্নিশে চাপা পড়ে আছে হাজার হাজার এমন চিঠি, যাদের কোনও গন্তব্য ছিল না।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

দার্জিলিং, ৪ মার্চ : ম্যাল রোড থেকে যখন বিকেলের শেষ রোদটুকু কাঞ্চনজঙ্ঘার কপাল থেকে বিদায় নেয় এবং মেঘের দল পাইন বনের গহিন থেকে চুপিচুপি দার্জিলিংয়ের শহরের মায়াবী গলিতে ঢুকে পড়ে, তখন পাহাড়ের নির্জনতায় শোনা যায় দশকের পর দশক ধরে জমে থাকা অজস্র ঠিকানাহীন দীর্ঘশ্বাসের ফিশফিশানি। হিমালয়ের রানির কোমরবন্ধে কেবল পর্যটকদের পদচিহ্ন আর চায়ের সুগন্ধি মাদকতা নেই, এর প্রাচীন অট্টালিকার কার্নিশে আর শ্যাওলা ধরা পাথরের খাঁজে খাঁজে চাপা পড়ে আছে হাজার হাজার এমন চিঠি, যাদের কোনও গন্তব্য ছিল না। ডাকবিভাগের শুষ্ক নথিতে সেগুলো ‘ডেড ম্যানস লেটার্স’, কিন্তু পাহাড়ের কুয়াশাচ্ছন্ন জনশ্রুতির গভীরে ডুব দিলে বোঝা যায়, ওই চিঠিগুলো আসলে মৃত নয়, সেগুলো এক একটি অমর অতৃপ্তি, যা আজও ধুলোমাখা খামের ভেতর হৃৎপিণ্ডের মতো ধুকপুক করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই অগ্নিগর্ভ দিনগুলোতে দার্জিলিং ছিল ব্রিটিশ সেনাদের এক ক্ষণস্থায়ী শান্তির নীড়। যুদ্ধের বিভীষিকা আর মৃত্যুর

হিমেল স্পর্শ মুছতে জলা পাহাড়, লেবং বা টাইগার হিলের অস্থায়ী ক্যাম্পগুলোতে যখন তরুণরা আশ্রয় নিত, তখন তাদের পরমাত্মীয় ছিল চিঠি। সুদূর ল্যাঙ্কাশায়ারের কোনও এক মেঘলা দুপুরে অপেক্ষায় থাকা প্রেয়সী কিংবা লন্ডনের গলিতে প্রহর গোনা বৃদ্ধা মায়ের কাছে পাঠানো সেইসব আর্তিতে মেখে থাকত হিমালয়ের কনকনে শীত আর অনিশ্চয়তার তেতো স্বাদ। সেই সব অনেক খামই আজও পাহাড়ের পুরোনো কোনও বাড়ির অন্ধকার কোণে জরাজীর্ণ কাঠের আলমারির ড্রয়ারে নির্বাসিত হয়ে আছে। কোনওটির প্রাপক হয়তো ততদিনে যুদ্ধের লেলিহান শিখায় ছাই হয়ে গিয়েছিল, আবার কোনওটির প্রেরক আর কোনওদিন কাঞ্চনজঙ্ঘার ছায়া মাড়িয়ে স্বদেশে ফিরতে পারেননি। ওই চিঠিগুলো আসলে এক বিষণ্ণ টাইম ক্যাপসুল, যা সময়ের কাঁটাকে ১৯৪৫ সালের কোনও এক বরফপড়া রাতে স্তব্ধ করে রেখেছে। এতদিনে নীলচে কালিতে লেখা শব্দগুলো হয়তো ঝাপসা হয়েছে, কিন্তু তার ভেতরের হাহাকার আজও অমলিন।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নানা দিক নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চর্চা করছেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অনিরুদ্ধ সাহা।

এরপর দশের পাতায়

একসঙ্গে আবির খেললেন গৌতম-শংকর, জনসংযোগে অরুণ

বসন্ত উৎসবে ‘রং মিলান্তি’

নিতাই সাহা ও মহম্মদ হাসিম

শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়ি, ৪ মার্চ : শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। যদিও ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেনি নির্বাচন কমিশন। কোনও দলের তরফেই এখনও প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করা হয়নি। তবে শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে গৌতম দেব এবং বিজেপির শংকর ঘোষের মধ্যে যে লড়াই হতে চলেছে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। স্বাভাবিকভাবেই যুযুধান দু’পক্ষ নিজেদের মতো করে কৌশল নিয়ে জনসংযোগ শুরু করে দিয়েছে। নানা ইস্যুতে পরস্পরকে বিঁধছেন, সমালোচনায় সরব হচ্ছেন মেয়র ও বিধায়ক। এমন পরিস্থিতিতে পৃথক দুই মেরুর রাজনৈতিক নেতাকে দোল উৎসবের আবহে কুশলবিনিময় করতে দেখা গেল। শুধু আলাপচারিতাই নয়, একে অপরকে বসন্তের রংয়ে রাঙিয়ে তুলতে দ্বিধাবোধ করেননি কেউই। নির্বাচনি আবহে যা একপ্রকার নতুন নজির। যদিও অতীতেও এহেন সম্প্রীতির দৃশ্য দেখা গিয়েছে শহর শিলিগুড়িতে। ক’দিন আগেই এক মঞ্চে গৌতম দেব, অশোক ভট্টাচার্য এবং গঙ্গোত্রী দত্তকে দেখা গিয়েছে। তবে সামনে ভোট থাকায় গৌতম-শংকরের ‘রং মিলান্তি’ অন্যমাত্রা পেয়েছে।

একে অপরকে রাঙিয়ে দিচ্ছেন গৌতম-শংকর। -সূত্রধর

দোল উৎসবে মঙ্গলবার মেয়র গৌতম একাধিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। দুপুরে তিনি গিয়েছিলেন দাগাপুরের বসুন্ধরায় বসন্ত উৎসবে যোগ দিতে। বিধায়ক শংকরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একটা সময় দেখা যায় গৌতমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন শংকর। তারপর সকলকে অবাক করে আবিরের রংয়ে মেয়রকে রাঙিয়ে তোলেন। গৌতমও শংকরের গালে আবির লাগিয়ে দেন স্নেহভরা হাতে। চলে পরস্পরের মধ্যে কুশলবিনিময়। এখানেই শেষ নয়, সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির ইসকনে শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ৫৪০তম আবির্ভাব তিথি অনুষ্ঠানেও গৌতম ও শংকরকে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে। যা নিয়ে রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। তবে গৌতম বলছেন, ‘বসন্ত উৎসবে রাজনীতির রং না লাগাই ভালো। এর আগেও অশোকদার সঙ্গে দেখা হয়েছে। এবার শংকরের সঙ্গে দেখা হল। কথা হল, শুভেচ্ছা বিনিময় হল।’ অন্যদিকে শংকরের বক্তব্য, ‘আমাদের রাজনৈতিক মতের অমিল থাকতে পারে। কিন্তু মনের মধ্যে যেন এমন তীব্র বিভেদ তৈরি না হয়, যা সমাজে ছাপ ফেলতে পারে।’

অন্যদিকে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ পাড়ায় পাড়ায়, ক্লাবে গিয়ে কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে আবির খেলেন ও জনসংযোগ করেন। নকশালবাড়ির রায়পাড়া, বাবুপাড়া বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আবির খেলেন তিনি। অরুণ বলেন, ‘কিছুদিন আগে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে খেমচি পার্কে বসন্ত উৎসব পালন করেছি। যেখানে প্রচুর মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে আছি। কিছুদিন পরেই ইদ, রামনবমী পালন করা হবে। সকল উৎসব যাতে শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়, এই আশা আমরা রাখছি।’

খেলব হোলি রং দেব না...

ইসলামপুরে নিউটাউন মুক্তমঞ্চে বসন্ত উৎসব। ছবিটি তুলেছেন সুদীপ্ত ভৌমিক।

চার মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৪ মার্চ : ১৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ বুধবার সিংতাম থানার পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত রিনচেন শেরপা সিংতামের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, পূর্ব সিকিমের সিরওয়ানি এলাকা থেকে মাদক সহ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অন্যদিকে, ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে মাদক ও নগদ সহ সোমবার রাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ সোমবার রাতে পানিট্যাঙ্কি নিউ মার্কেট এলাকায় মাদক হাতবদলের সময় দুজনকে আটক করে। তল্লাশি চালাতেই তাঁদের কাছ থেকে ৯৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও নগদ ২১ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। ধৃতরা হলেন নিত্যগোপাল রায় ও শেখর পাসোয়ান। নিত্যগোপাল শেখরের কাছে মাদক বিক্রি করছিলেন। সেই সময় হাতেনাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মাদক পাচারে ব্যবহৃত বাইকটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এদিকে, গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে সোমবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে চোপড়া থানার পুলিশ বিলাতিবাড়ি এলাকা থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের দেশি-বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে। ঘটনায় শংকর হালদার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে মঙ্গলবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিন মঞ্জুর করেন।

নাবালিকাকে বিয়ের চেষ্টা, ধৃত ৪

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : গোপনে নাবালিকাকে বিয়ে করার চেষ্টার অভিযোগে পাত্র, পুরোহিত সহ পাত্রের দুই মামাকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোড়াবাড়ি ভালোবাসা মোড় এলাকার বাসিন্দা মনোজিৎ ঘোষ, সূর্য সেন কলোনির ডি ব্লকের বাসিন্দা ছোটন চক্রবর্তী, অসীম দাস ও চঞ্চল দাস। সোমবার রাতে ভালোবাসা মোড়ে বিয়ের মণ্ডপ থেকে পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করে। ওইদিন রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ থানায় ফোন করে কেউ নাবালিকার বিয়ের বিষয়টি পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে চারজনকে গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ, ভাগ্নে মনোজিতের সঙ্গে নাবালিকার বিয়ে দেওয়ার জন্য আয়োজন করেছিলেন মামা অসীম ও চঞ্চল। বিয়ে দেওয়ার জন্য পুরোহিত ছোটনকে ডেকে নিয়ে আসা হয়। বিয়ের আয়োজন গোপনে সারার চেষ্টা করা হয়েছিল, যাতে কেউ তা না জানতে পারেন। উদ্ধার হওয়া নাবালিকাকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এদিকে ধৃতদের মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ পাকড়াও

চোপড়া, ৪ মার্চ : একটি চার চাকা গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মঙ্গলবার একটি আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ঘটনায় গাড়ির চালক মহম্মদ গনিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের বাড়ি চোপড়া থানার মেরধাবস্তি এলাকায়। বুধবার অভিযুক্তকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৩ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

সাংগঠনিক খামতি পূরণে উদ্যোগ

বুথে মান্যগণ্যদের খুঁজছে পদ্ম নেতৃত্ব

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : অল্পকিছু হলেও যাঁদের কথা সমাজের মানুষ শোনেন এবং মানেন, সেইসব ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি শুরু করেছে বিজেপি। প্রত্যেক বুথে সেরকম ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি শুরু হয়েছে দলের তরফে। নাম দেওয়া হয়েছে ‘চাবি’ ভোটার। মানে, ভোটের চাবি যাঁদের হাতে থাকে, সেরকম ভোটারদের দলের প্রচারে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে বিজেপি নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে খবর, মঠ, মন্দিরের পূজারি থেকে শুরু করে শিক্ষক, কবিরাজ, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, জনপ্রিয় দোকানদারদের ‘চাবি’ ভোটার হিসাবে ধরা হচ্ছে। সমাজের সব ধরনের মানুষের কাছে পৌঁছাতে এমন ভোটারদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য বলে দাবি বিজেপি নেতাদের। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলছেন, ‘সমাজের সর্বস্তরের মানুষকেই আমাদের দরকার। যে চাবিতে মানুষের কাছে পৌঁছানো যাবে, সেই চাবিই আমরা তৈরি করছি।’

দলীয় সূত্রে খবর, এখনও কিছু বুথে বিজেপি’র শক্তি সেভাবে নেই। কিছু বুথে কমিটিই নেই। কোথাও আবার সমর্থক থাকলেও দলের দায়িত্ব নেওয়ার লোক নেই। ফলে ভোটের প্রচারে নানাভাবে সমস্যায় পড়ছে দল। সেই বুথগুলিতে কীভাবে দলের কথা পৌঁছাবে, তা নিয়ে দলের অন্দরে দুশ্চিন্তা রয়েছে। সেখানে এই ‘চাবি’ ভোটারদের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। তবে সব বুথেই জনসংযোগের দরজা খুলতে ‘চাবি’ বা ‘কি’ ভোটারদের কাজে লাগানোর কৌশল নিচ্ছে বিজেপি।

- ভোটের চাবি যাঁদের হাতে থাকে, সেরকম ভোটারদের দলের প্রচারে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে বিজেপি নেতৃত্ব
- মঠ, মন্দিরের পূজারি, শিক্ষক, কবিরাজ, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, জনপ্রিয় দোকানদারদের ‘চাবি’ ভোটার হিসাবে ধরা হচ্ছে
- শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলায় এমন পাঁচ শতাধিক বুথে ‘চাবি’ ভোটারের তালিকা তৈরি হয়েছে

দলীয় সূত্রে খবর, কোনও না কোনও ব্যক্তির হাতে বুথে জেতার চাবিকাঠি রয়েছে। সেরকম ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে দলের হয়ে প্রচারে লাগানোর চেষ্টা হবে। অনেক সময় মন্দিরের পূজারির কথা শোনেন অনেকে। তাই পূজারিকে সেই এলাকায় টার্গেট করবে বিজেপি। তবে সব জায়গায় সরাসরি বিজেপি নেতৃত্বের মাধ্যমেই ওই ব্যক্তিদের কাছে আনা যাবে, সেরকমটা নয়। যেমন পূজারির জায়গায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে দিয়ে পৌঁছাবে তারা। কোথাও চায়ের দোকানদারের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাতে সহজ হলে তাঁকেই ‘কি’ ভোটারের আওতায় আনা হবে। দলীয় সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলায় এমন পাঁচ শতাধিক বুথে কি ভোটারের তালিকা তৈরি হয়েছে। বাকি আরও ৫০ শতাংশ বুথে সেরকম ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছাতে চেষ্টা চালাচ্ছে দল।

মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলছেন, ‘প্রত্যেক বুথে গুরুত্বপূর্ণ ভোটার তালিকা তৈরি করে মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এই কাজে অনেকটাই এগিয়ে দল।’

কমল ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : সহায়কমূল্যে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা কমাল দার্জিলিং জেলা খাদ্য দপ্তর। প্রথমে চলতি মরশুমে জেলায় ১ লক্ষ ৫ হাজার মেট্রিক টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। তবে মাঝপথে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে ৮৫ হাজার মেট্রিক টন করা হয়েছে। অভিযোগ, এর ফলে আগামীদিনে জেলায় চালের জোগানে টান পড়তে পারে। যদিও এই সমস্যা মেটাতে প্রতিবেশী জেলা থেকে চাল কেনা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

জেলা খাদ্য নিয়ামক মানিক সরকারের কথায়, ‘আপাতত ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা কিছুটা কমানো

১ লক্ষ ৫ হাজার মেট্রিক টন থেকে কমে ৮৫ হাজার মেট্রিক টন

হয়েছে। তাতে সমস্যা হবে না। প্রয়োজন পড়লে প্রতিবেশী জেলা থেকে চাল কেনা হতে পারে।’

এখনও পর্যন্ত জেলায় ৬৩ হাজার মেট্রিক টন ধান কেনা হয়েছে। ২৮ হাজার চাষি সেই ধান দিয়েছেন। তবে চাষির ঘরে ধান শেষের পথে। অনেকে খাবারের জন্য ধান রেখেছেন। ফলে বর্তমান লক্ষ্যমাত্রার বাকি ধান কীভাবে কেনা হবে তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এই পরিমাণ কেনা ধান দিয়ে জেলায় প্রয়োজনীয় চালের জোগান মিটবে না বলে জানাচ্ছেন খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। সেজন্য প্রতিবেশী জেলা কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর কিংবা মালদা থেকে চাল কিনতে হতে পারে। শিলিগুড়ি মহকুমার একাংশে বোরো ধান চাষ হয়। ২০ হাজার মেট্রিক টন বোরো ধান কেনার কথা ভাবা হয়েছে বলে জানিয়েছেন এক আধিকারিক।

এদিকে, সহায়কমূল্যে ধান কেনার গতি কমের কারণ হিসাবে ফড়েদের দৌরাত্ম্যের বিষয়টি সামনে এসেছে। অভিযোগ, সরকারিভাবে ধান কেনা চালুর আগে অনেকেই খোলা বাজারে ধান বিক্রি করেছিলেন।

জরিমানা

চোপড়া, ৪ মার্চ : মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো রুখতে চোপড়া থানার ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে বুধবার একাধিক জায়গায় অভিযান করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মদ্যপ অবস্থায় বাইক চালানোর অভিযোগে সদর চোপড়া এলাকায় দুই তরুণকে মোটা অঙ্কের জরিমানা করা হয়েছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

লোফালুফি।। মালদায় ছবিটি তুলেছেন দুর্বার সান্যাল।

ধর্ষণে অভিযুক্ত বিজেপি কর্মী

ভোটের মুখে অস্বস্তিতে পদ্ম শিবির

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৪ মার্চ : মানসিক ভারসাম্যহীন এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে। সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দপল্লিতে। অভিযুক্ত বিজেপি কর্মী নিতাই রায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, নিতাই মানসিক ভারসাম্যহীন ভবঘুরে এক মহিলাকে বিবেকানন্দপল্লির বিজেপি পার্টি অফিসের ভিতরে ধর্ষণ করেছেন। এই ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোটের আগে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৌভনিক মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’ পুলিশ ওই মহিলার মেডিকেল টেস্ট করিয়েছে।

যদিও ঘটনার দায় অস্বীকার করেছে বিজেপি। তৃণমূল ওই এলাকায় নোংরা রাজনীতি করছে বলে পালটা অভিযোগ করেছে পদ্ম শিবির। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, ‘বিবেকানন্দপল্লি পার্টি অফিসে এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি। নিতাই অত্যন্ত ভালো মানুষ। উনি এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে কোনও অবস্থাতেই যুক্ত হতে পারেন না। ওই এলাকায় আমাদের ভালো সংগঠন রয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দলের বদনাম করার জন্য তৃণমূল এটা নোংরা রাজনীতি খেলছে। যদিও তাতে কোনও লাভ হবে না। কারণ এলাকার মানুষ তৃণমূলের এই নোংরা রাজনীতি অনেকদিন আগেই বুঝে গিয়েছে।’

তৃণমূলের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপের কথায়, ‘বিবেকানন্দপল্লিতে অত্যন্ত নিন্দনীয় একটি ঘটনা ঘটেছে। এই ধরনের নোংরা ঘটনা নিয়ে তৃণমূল কোনও রাজনীতি করে না। বিজেপির নেতা-কর্মীদের মনেই এই ধরনের নোংরা কাজকর্ম করার ভাবনা এসে থাকে। আমরা অভিযুক্তর কঠোর শাস্তি দাবি করছি।’

- মানসিক ভারসাম্যহীন ভবঘুরে এক মহিলাকে বিবেকানন্দপল্লির বিজেপি পার্টি অফিসের ভিতরে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ
- এই ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোটের আগে রাজনৈতিক তর্জা শুরু
- ঘটনার দায় অস্বীকার করেছে বিজেপি। তৃণমূল ওই এলাকায় নোংরা রাজনীতি করছে বলে পালটা অভিযোগ করেছে পদ্ম শিবির

ঘটনার সূত্রপাত সোমবার গভীর রাতে। বিবেকানন্দপল্লির স্থানীয় বাসিন্দা সুকুমার রায়ের দায়ের করা অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ওই দিন রাত ১টা নাগাদ এক মহিলার কান্নার শব্দ শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন এলাকার কিছু মানুষ। স্থানীয়রা মহিলাকে তাঁর কান্নার কারণ জানতে চাইলে তিনি ধর্ষণের শিকার বলে জানান। কে এই কাণ্ড করেছে স্থানীয়রা জানতে চাইলে ওই মহিলা নিতাইকে দেখিয়ে দেন। নিতাই ওই এলাকার বাসিন্দা হলেও রাতে তিনি ওই পার্টি অফিসেই থাকেন। মহিলার কাছ থেকে জানার পর স্থানীয়রা নিতাইকে আটক করেন। ওই রাতেই নিতাইকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা সুকুর বলেন, ‘ওই মহিলা একজন মানসিক ভারসাম্যহীন এবং ভবঘুরে। ঘটনার পর আতঙ্কিত হয়ে মহিলা কান্নাকাটি করছিলেন। তখনই আমরা বিষয়টি জানতে পারি। এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। যেহেতু মহিলা মানসিক ভারসাম্যহীন তাই ওর সঙ্গে কথা বলে আমি স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে বিষয়টি পুলিশকে লিখিতভাবে জানিয়েছি। আমরা অভিযুক্ত ব্যক্তির কঠোর শাস্তি চাই।’ এই খবর জানাজানি হতেই অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তির দাবি জানিয়ে বুধবার বিবেকানন্দপল্লিতে গিয়েছিলেন জলপাইগুড়ির প্রতিবাদী মঞ্চ নাগরিক সংসদের প্রতিনিধিরা। সংগঠনের সভাপতি ডাঃ পান্থ দাশগুপ্ত বলেন, ‘অভিযুক্ত ব্যক্তির কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি আমরা।’

পথ দুর্ঘটনায় মৃত নাবালক

খড়িবাড়ি, ৪ মার্চ : জাতীয় সড়কে বাইক ও টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল ১ জনের। মৃতের নাম প্রেম বর্মন (১৭)। আহত হয়েছেন ৩ জন। বুধবার বিকেলে পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন গৌরসিংজোতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এদিন বিকেলে নকশালবাড়ির দিকে যাচ্ছিল একটি টোটো। খড়িবাড়ির দিকে একটি বাইকে ৩ জন আসছিলেন। দ্রুতগতিতে আসা বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোকে ধাক্কা মারে। আহত হন টোটোচালক সহ ৪ জন। খবর পেয়ে খড়িবাড়ি ট্রাফিক গার্ড ও পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে ৪ জনকে নকশালবাড়ি হাসাপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ১ জনের মৃত্যু হয়।

কুয়োয় চিতাবাঘ, সাড়ে ৩ ঘণ্টার চেষ্টায় উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ৪ মার্চ : চা বাগানের উন্মুক্ত মাটির কুয়োতে চিতাবাঘ ঘিরে আতঙ্ক ছড়াল খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জে। খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জ এলাকার পাহাড়গুমিয়া চা বাগানের নন্দভিটা ডিভিশনে ৮৮ নম্বর সেকশনে একটি কুয়োয় চিতাবাঘটিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তবে মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত সাড়ে তিন ঘণ্টার চেষ্টায় চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

মঙ্গলবার দুপুরে চা বাগানের শ্রমিকরা কুয়োর ভিতরে চিতাবাঘটিকে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বিষয়টি বাগান কর্তৃপক্ষকে জানান। খবর পেয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ দ্রুত বন দপ্তরের ঘোষপুকুর রেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরপর বন দপ্তরের বিশেষ দল এবং কার্সিয়াং ডিভিশনের এডিএফও রাহুল দে মুখোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে পৌঁছান। দুপুর ৩টে থেকে উদ্ধারকাজ শুরু হয়। উদ্ধারকারীরা কুয়োর ভিতরে সিঁড়ি ও বিশেষ জাল নামিয়ে চিতাবাঘটিকে নিরাপদে তোলার চেষ্টা শুরু করে দেন। দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘণ্টার টানটান উত্তেজনার পর অবশেষে চিতাবাঘটিকে কুয়ো থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন বনকর্মীরা।

উদ্ধারকাজে ছিল বন দপ্তরের টুকরিয়াঝাড়, বাগডোগরা, ঘোষপুকুর রেঞ্জ এবং এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের বিশেষ দল। চা বাগানের মধ্যে কুয়োটি খোলা অবস্থায় থাকায় জল খুঁজতে এসে চিতাবাঘটি আচমকা তাতে পড়ে যেতে পারে বলে অনুমান বন দপ্তরের। দীর্ঘক্ষণ কুয়োর ভিতরে আটকে থাকায় প্রাণীটির শারীরিক অবস্থার কিছুটা অবনতি হয়েছে বলেও প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করছে বন দপ্তর।

এডিএফও রাহুল বলছেন, ‘কুয়ো থেকে চিতাবাঘটিকে নিরাপদে তোলার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে চেষ্টার পর তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। চিতাবাঘটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর তাকে আবার গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।’

এদিকে কুয়ো থেকে চিতাবাঘ উদ্ধারের সময়ে এলাকায় কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যায়। ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে বন দপ্তরের তরফে স্থানীয় বাসিন্দা ও বাগান কর্তৃপক্ষকে খোলা কুয়ো ঢেকে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

থামদাড়ার আকর্ষণ বাড়লেও বাধা রাস্তা

তমালিকা দে

থামদাড়া, ৪ মার্চ : পাইন বন ঘেরা শান্ত পরিবেশ। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে হাঁটলে পিটুনিয়া, অর্কিড, ম্যাগনোলিয়ার মতো রংবাহারি ফুল নজর কাড়বেই। এমন মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে সময় কাটাতে পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম থামদাড়ায়। গাড়ি করে শিলিগুড়ি থেকে মাত্র আড়াই ঘণ্টায় এখানে পৌঁছে যাওয়া যাবে। তবে রাস্তার হাল নিয়ে কিছুটা সমস্যা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের ভিড় দেখে প্রশাসনের কাছে রাস্তা মেরামত করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। ইতিমধ্যেই গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর তরফে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণ বাড়াতে কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে তা নিয়ে স্থানীয় হোমস্টে মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

বসন্তে রং বদলায় পাহাড়ের। বিভিন্ন রকমের ফুল ও এই ফুলের মধু খেতে আসে নানা প্রজাতির পাখি আকর্ষণ আরও বাড়ায়। কীভাবে এই পাহাড়ি ছোট গ্রামগুলোকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যাবে, সেজন্য জিটিএ’র তরফে প্রচার করা হচ্ছে। সিটিং-৩’এর আপার থামদাড়া এমনই একটি জায়গা। সিটিং হোমস্টে অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক উপদেশ রাই বলছেন, ‘দু’বছর আগেও পর্যটকদের কাছে এই জায়গাটির প্রচার সেভাবে ছিল না। হাতেগোনা কয়েকটি হোমস্টে ছিল। বর্তমানে ৬০-এর উপরে হোমস্টে রয়েছে। বেশিরভাগ হোমস্টের নিজস্ব চা বাগান রয়েছে। পর্যটকদের স্থানীয় খাবারের স্বাদ দেওয়ার জন্য এখানেই হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, স্কোয়াশ সহ বেশ কিছু সবজি চাষ করা হচ্ছে।’

আকাশ পরিষ্কার থাকলে

থামদাড়ার মনোরম পরিবেশ।

থামদাড়া থেকে দেখা যাবে কাঞ্চনজঙ্ঘার পুরো রেঞ্জ। হোমস্টে ব্যবসার সঙ্গে জড়িত শরং রাইয়ের কথায়, ‘প্রকৃতিপ্রেমী, পাখিপ্রেমী, ফুলপ্রেমীদের জন্য জায়গাটি আদর্শ। পর্যটকদের ভিড় বাড়ায় আমরা স্থানীয় প্রশাসনের কথা বলেছি, যাতে রাস্তাটা মেরামত করা হয়। লোয়ার থামদাড়া থেকে এটা অনেকটা উপরে। এখানে প্রায় দুই কিলোমিটারের মতো রাস্তা খারাপ রয়েছে।’

স্থানীয় অর্থনীতি চাঙ্গা করার জন্য জিটিএ’র তরফে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের ক্যান্ডেল, সাবান, পারফিউম তৈরি করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সেসব হোমস্টেগুলোতে থাকা পর্যটকদের দেওয়া হয়।

প্রকৃতির মাঝখানে দু’দিন কাটাতে এখানে এলে ঘুরে দেখা যাবে কাছে থাকা আরও বেশি কয়েকটি জায়গা। অহলদাড়া ভিউপয়েন্ট, সিটিং কমলা বাগান, নামথিং পোখড়ি, বাবা বিশ্বনাথ মন্দির সহ আরও কয়েকটি জায়গা। কার্সিয়াং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনু প্রধান ছেত্রী বলছেন, ‘এখানে পর্যটক গতবছরের তুলনায় অনেকটা বেড়েছে। পর্যটকদের আসার সুবিধার জন্য রাস্তা মেরামতির টেন্ডার হয়েছে। জলের যাতে অসুবিধা না হয়, সেদিকটাও দেখা হবে।’

দোলে ধৃত ৩৩০

দোলের দিন অভব্য আচরণ ও মত্ত অবস্থায় প্রকাশ্যে ঘোরাফেরার অভিযোগে ৩৩০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ। একইসঙ্গে ২৫ লিটার মদও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে লালবাজার জানিয়েছে।

কালোবাজারি

ইডেনে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে টিকিটের কালোবাজারি চক্রের তিনজনকে গ্রেপ্তার করল ময়দান থানার পুলিশ। আগেই চড়া দামে টিকিট বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল। তার পরই তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

ডুবে মৃত্যু

হোলি খেলে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল দ্বিতীয় বর্ষের দুই ছাত্রের। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের আমরাই গ্রামে। সাঁতার না জানার জন্য তাঁরা জলে ডুবে যান বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ মনে করছে।

পুরসভার নোটিশ

বকেয়া বিনোদন কর আদায়ে কলকাতা শহরের একাধিক অভিজাত ক্লাব, রেস্তোরাঁ, পানশালা, ব্যাঙ্কোয়েট ও খাদ্য প্রস্তুতকারক সংস্থার আউটলেটে নোটিশ পাঠানো শুরু করল কলকাতা পুরসভা।

বিচারাধীন ৬০ লক্ষের জটে তৃণমূলের সুরেই বামেরা

নিষ্পত্তি না হলে ভোট নয়, দাবি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ মার্চ : ভোটের আগে ৬০ লক্ষ বিচারাধীনের নিষ্পত্তি না হলে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হতে পারে। সে ব্যাপারে একমত কমিশন সহ সব রাজনৈতিক দলই। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই পরিস্থিতি তৈরি হলে তার সমাধানের উপায় কী তা নিয়ে ধন্দে রয়েছে। কোনও কোনও মহল থেকে রাষ্ট্রপতি শাসনের সম্ভাবনার কথা বলা হলেও ইতিমধ্যেই তাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সরাসরি রাষ্ট্রপতি শাসনের পক্ষে সওয়াল করেনি বাম-কংগ্রেস-বিজেপি।

৬০ লক্ষ বিচারাধীন নামের নিষ্পত্তি না হলে এবারের ভোটার তালিকা থেকে তাঁরা বাদ পড়বেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভিনরাজ্য থেকে জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়ে এর নিষ্পত্তির নির্দেশ দেওয়া হলেও নানা টালবাহানায় এখনও পর্যন্ত ৪ লক্ষের মতো নাম প্রায় নিষ্পত্তি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ১০ মার্চ বা তারপরই রাজ্যে আসতে পারে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। তারা দিল্লি ফিরে যাওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই ভোট ঘোষণা হতে পারে। সেক্ষেত্রে ১৫ মার্চের পর যে কোনও দিন রাজ্যে ভোট ঘোষণা হতে পারে বলে মনে করছে কমিশন।

ফুল বেঞ্চের রাজ্য সফরের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করতে ৮ মার্চ তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল সহ রাজ্যে আসছেন উপ নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। ভোটের প্রস্তুতি এবং এসআইআর পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের সিইও দপ্তরের আধিকারিক, জেলা পুলিশ প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করার কথা।

এরই মধ্যে রাজ্যের এসআইআর মামলার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ শুনানি রয়েছে ১০ মার্চ। কমিশনের ওপর চাপ বাড়াতে ৬ মার্চ থেকে ধর্মতলায় নিষ্পত্তির দাবিতে ধর্নায় বসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কর্মসূচি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

■ সমাধানের রাস্তা দুটি, প্রথম নিষ্পত্তি সম্পূর্ণ করতে কার্যত ভোট পিছোনো

■ সেক্ষেত্রে ভোট পিছোতে পারে, তার ফলে রাষ্ট্রপতি শাসনের সম্ভাবনা

■ দ্বিতীয় নিষ্পত্তি না হওয়াদের '২৬-এর ভোটে ভোটাধিকার দেওয়া

বলেছিলেন, কমিশন ও বিজেপির যোগসাজশে ৬০ লক্ষের ভোটাধিকার নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। বিচারাধীনদের নিষ্পত্তি না করে কোনওমতেই ভোট ঘোষণা করা যাবে না, তৃণমূলের এই দাবির সঙ্গে সহমত বাম-কংগ্রেসও। বুধবার এই দাবিতেই সিইও দপ্তর অভিযান করেছে বাম দলগুলি।

সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'নিষ্পত্তি করতে না পারার জন্য মানুষের ভোটাধিকার কাড়া যায় না। তার জন্য কী করা দরকার তা বিবেচনা করুক কমিশন এবং আদালত।' প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীও বিচারাধীনদের নিষ্পত্তি না করে ভোট ঘোষণা না করার জন্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিয়েছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা অপেক্ষা করছি বিচারাধীনদের নিষ্পত্তির জন্য। তবে নাম বাদ দিতে যে ফর্ম-৭ আমাদের দলের কর্মীরা জমা দিতে গেলে তৃণমূল ছিঁড়ে দিয়েছে, পুড়িয়ে দিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে তা জমা নিতে হবে এবং তার নিষ্পত্তি করতে হবে। তার আগে ভোট সম্ভব নয়।'

শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, ৬০ লক্ষ বিচারাধীনের অধিকাংশই অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি। নির্ধারিত সময়ে ভোটের কথা মাথায় রেখে কমিশনের উচিত দ্রুত ভোট ঘোষণা করে দেওয়া। সিইও দপ্তরের মতে, কোনওমতেই ভোট পিছোতে চাইবে না কমিশন। সেক্ষেত্রে আদালতের সামনে বিকল্প রাস্তা কার্যত দুটি। ১০ মার্চের শুনানিতে বিচারাধীনের নিষ্পত্তি যদি আশাব্যঞ্জক না হয়, সেক্ষেত্রে রাজ্যে ভোটের দিন পিছিয়ে তা সম্পূর্ণ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে আদালত। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি শাসনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশেষত এরাজ্যেই যখন '৬৮ থেকে '৭৭-এর মধ্যে ৪ বার রাষ্ট্রপতি শাসনের নজির রয়েছে। ভোটের দিন না পিছিয়ে মনোনয়ন শেষের আগে পর্যন্ত যা নিষ্পত্তি করা যাবে অবশিষ্টদের শর্তসাপেক্ষে '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য কমিশনকে নির্দেশ দিতে পারে আদালত। কারণ, কমিশনের ব্যর্থতার জন্য বিচারাধীনদের ভোট দেওয়া আটকানো যায় না।

আইনজ্ঞদের সঙ্গে শলা মুখ্যমন্ত্রীর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৪ মার্চ : বিচারাধীন ৬০ লক্ষের বেশি ভোটারের নাম আবার রাজ্যের ভোটার তালিকায় ফিরিয়ে আনাই এখন অন্যতম চ্যালেঞ্জ শাসকদল তৃণমূলের। আর এই লক্ষ্যে এগোতে আইনি পরামর্শ নেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে দলের। কপিল সিবাল, অভিষেক মনু সিংভির মতো আইনজ্ঞদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও হয়েছে এই নিয়ে। বুধবার তৃণমূলের অন্দরের খবর, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বলেছেন, বিচারাধীন ব্যক্তির যেমন কোনও অধিকার খর্ব করা যায় না, তেমনই 'অ্যাডজুডিকেটেড' ভোটার বলে তালিকায় নাম থাকা কারও ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না। এটা আইনবিরুদ্ধ। দেশের সুপ্রিম কোর্ট থেকে শুরু করে সর্বস্তরের আদালতে মাননীয় বিচারকরা এভাবেই বিভিন্ন মামলা পরিচালনা করে থাকেন। সেদিক থেকে রাজ্যের ভোটার তালিকায় অ্যাডজুডিকেটেড বলে ৬০ লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রসঙ্গ তোলে কী করে নির্বাচন কমিশন? এভাবেই প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আইনজীবী হিসেবে তাঁর সওয়াল ইতিমধ্যেই পরীক্ষিত সুপ্রিম কোর্টের দরবারে। প্রয়োজনে আবার তিনি রাজ্যের বঞ্চিত ভোটারদের অধিকার পাইয়ে দিতে দিল্লিতে ওই দরবারে সওয়াল করতেও যেতে পারেন।

জানা গিয়েছে, আরও নানা কারণে রাজ্যে যেসব ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় জায়গা হয়নি, তাঁদের সকলের জন্য শেষপর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী লড়ে যাবেন বলে দলের সংশ্লিষ্ট সব মহলকে জানিয়ে দিয়েছেন। এদিন দলের এক শীর্ষ প্রবীণ নেতা বলেন, 'দিদি ছোড়নেবালা নয়। অধিকার আদায় করেই ছাড়বেন। একদিকে আইনি লড়াই, অন্যদিকে ময়দানে নেমে অবস্থান বিক্ষোভ করবেন লাগাতারভাবে।' মুখ্যমন্ত্রীর এই মনোভাবের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর নির্দেশে দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সক্রিয় হয়েছেন। আগামী ১০ মার্চ এসআইআরের ওপর সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা আছে। রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের সদ্য প্রকাশিত ভোটার তালিকার ওপর সুপ্রিম কোর্টে আবার মামলা দায়ের করা নিয়ে অভিষেকও কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন। দলনেত্রীর সঙ্গে এসব নিয়ে মাঝেমধ্যেই শলাপরামর্শ চলছে।

অভিষেকের অফিস এখন এই নিয়ে অত্যন্ত সক্রিয় বলে জানা গিয়েছে। কোন জেলায় কোন বিধানসভা কেন্দ্রের বুথে বুথে কত ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, দলের লোকেদের সঙ্গে আইপ্যাকের লোকজনও সেই তথ্য-পরিংখ্যান হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। জরুরি ভিত্তিতে তা তাঁর অফিসে পাঠাতে হচ্ছে।

গুলাল... দক্ষিণ কলকাতায়। বুধবার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

মতুয়া গড়ে অস্বস্তিতে পদ্ম

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ মার্চ : জয়ের ব্যবধানের চেয়ে যখন বাদ পড়া আর ঝুলে থাকা ভোটারের সংখ্যা বহুগুণ বেশি হয়, তখন কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়াই স্বাভাবিক। মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ ও রানাঘাট লোকসভার ১৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের সমীকরণ এখন এমনই, যা রাতের ঘুম উড়িয়েছে গেরুয়া শিবিরের। খাতায়-কলমে এই ১৪টির মধ্যে ১১টি এখনও বিজেপির দখলে। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে সব কটিতেই তারা জিতেছিল। কিন্তু পরবর্তী উপনির্বাচনে শান্তিপুর, রানাঘাট দক্ষিণ এবং বাগদা ছিনিয়ে নিয়েছে তৃণমূল। তার ওপর, সাম্প্রতিক ভোটার তালিকা সংশোধনের পর বিপুল সংখ্যক মতুয়া ভোটারের নাম বাদ যাওয়া এবং 'বিবেচনাধীন' তালিকায় চলে যাওয়ায় বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ এখন চরমে। আর এই ক্ষোভকেই তুরুপের তাস করে ময়দানে নেমে পড়েছে ঘাসফুল শিবির।

পরিসংখ্যানের দিকে চোখ রাখলে বিজেপির অস্বস্তিটা স্পষ্ট হবে। একুশের ভোটে বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রে বিজেপি জিতেছিল মাত্র ২৪০০ ভোটে। অথচ বিশেষ নিবিড় সংশোধনে সেখানে নাম বাদ গিয়েছে ২৫,৪৬৪ জনের, আর বিবেচনাধীন ১৩,৪৪৭ জন! বাগদায় একুশে বিজেপির জয়ের ব্যবধান ছিল ৯,৭৯২ (যদিও উপনির্বাচনে তৃণমূলের মধুপর্ণা ঠাকুর এখানে ৪ হাজারের বেশি ভোটে জেতেন)। সেখানে ভোটার তালিকা থেকে মুছে গিয়েছে ৪০,২২৫ জনের নাম, ঝুলে আছেন ১৩ হাজারের বেশি ভোটার। রানাঘাট দক্ষিণের চিত্রটাও তথৈবচ। একুশে বিজেপির মার্জিন ছিল ১৬,৫১৫ (উপনির্বাচনে তৃণমূল জেতে ৩৯,০৪৮ ভোটে)। অথচ এখানে বাদ পড়েছেন ২৩,০৩১ জন, আর বিবেচনাধীন ১৯,৪৭৮। রানাঘাট উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমেও একুশের জয়ের ব্যবধানকে ছাপিয়ে গিয়েছে বাদ ও বিবেচনাধীন ভোটারের

ভোটার উধাও

সম্মিলিত সংখ্যা।

রাজনৈতিক মহলের মতে, নাগরিকত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট বৈতরণী পার করলেও, এখনও প্রায় ৯০ শতাংশ মতুয়া তা পাননি। তার ওপর নাম কাটার এই হিড়িক বিজেপির জন্য অশনিসংকেত। মতুয়াদের নিজেদের দিকে টানতে তৃণমূল ইতিমধ্যে ৬ নম্বর ফর্ম পূরণের বিশেষ শিবির খুলেছে। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসের চাঁচাছোলা আক্রমণ, 'মতুয়াদের নাম কাটাই বিজেপির আসল লক্ষ্য। ওরা কোনওদিন নাগরিকত্ব দেবে না। আমরা মানুষের দরজায় গিয়ে এই সত্যিটাই তুলে ধরছি।' তবে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। তাঁর পালটা দাবি, 'নাগরিকত্ব দিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কমিটি গড়েছে। সিএএ-তে যাঁরা আবেদন করেছেন, প্রত্যেকে নাগরিকত্ব পাবেন। বিবেচনাধীন ভোটারদের ভোটাধিকারও পুরোপুরি অক্ষুণ্ণ থাকবে।'

একমাত্র নির্ভরযোগ্য পঞ্জিকা

বেণীমাধব শীলের ফুল পঞ্জিকা
সর্বাধিক প্রচলিত

নাম বিবেচনাধীন, আত্মঘাতী তরুণ

কলকাতা, ৪ মার্চ : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় সমস্ত নথি জমা দেওয়ার পরও বিবেচনাধীন বলে দেখানো হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তির লথিক আলি গাজির নাম। আর সেই কারণে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গলায় দড়ি দিয়ে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন বলে পরিবারের দাবি। এই ইস্যুতে বিজেপিকে নিশানা করেছে তৃণমূল। দলের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের বিরুদ্ধে উস্তি থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন তাঁর স্ত্রী। এদিকে স্বাধীনতার পর থেকে প্রতি বছর ভোট দেওয়া ১০৪ বছরের বৃদ্ধ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের বাসিন্দা

শতায়ুর ভোটও অনিশ্চিত

শেখ ইব্রাহিমকে বিবেচনাধীন বলে দেখানো হয়েছে। এই নিয়েও নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ শানিয়েছে তৃণমূল।

তৃণমূল এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছে, 'পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মানো ১০৪ বছরের শেখ ইব্রাহিম এমন কোনও নির্বাচন নেই যেখানে তিনি ভোট দেননি। দেশের প্রথম নির্বাচন থেকে ভোটার তিনি। কিন্তু বিজেপির তৈরি করা এসআইআর নামক মারণযন্ত্রে আজ তাঁকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বিবেচনাধীন বলে তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে। তাঁকে শুনানিতেও ডাকা হয়েছিল। ভাবতে পারেন কতটা হেনস্তার শিকার তিনি? আর কত নীচে নামবে কমিশন? ভোটের আগে বৈধ ভোটারের নাম কেটে বিজেপিকে বাংলা উপহার দেবে ভাবছে? অতটাও সহজ নয়। বাংলা যেমন জবাব দিতে জানে, তেমনই লড়তেও জানে।'

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে ৬০ লক্ষ ভোটারের নামে বিবেচনাধীন বলে উল্লেখ রয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার প্রতিবাদে তৃণমূল রাস্তায় নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুক্রবারই কলকাতার ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ধর্নায় বসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার প্রচারও বুধবার থেকে পুরোদমে শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল। কলকাতা ও সংলগ্ন জেলার কর্মীদের ওই ধর্নামঞ্চে উপস্থিত হতে দলের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের বক্তব্য, 'বাংলার মানুষের অধিকার রক্ষার্থে আমাদের লড়াই জারি থাকছে। কমিশনের কাঁধে বন্দুক রেখে বিজেপির গণতন্ত্র হত্যার চেষ্টা ও সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার হরণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান বিক্ষোভে রেকর্ড মানুষ হাজির হবেন।'

দোলের আগেই মাধ্যমিকের অর্ধেক উত্তরপত্র জমা পর্ষদে

কলকাতা, ৪ মার্চ : নিয়ম মেনে মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষের ৯০ দিনের মধ্যে প্রকাশিত হয় ফলাফল। এবারেও অন্যথা হবে না বলে আশাবাদী মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছিলেন, নির্বাচনের জেরে ফলপ্রকাশে কোনওরকম বিলম্ব হবে না। সেই মতো পরীক্ষা শেষে তিন দিনের মাথায় উত্তরপত্র বিতরণ করা শুরু করে দেয় পর্ষদ। শিক্ষকদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তরপত্র সহ নম্বর জমা দিতেও বলা হয়। নির্দেশ মেনে দোলের আগেই প্রায় অর্ধেক খাতা জমা পড়ে গিয়েছে পর্ষদে।

পরীক্ষা শেষ হয়েছে ১২ ফেব্রুয়ারি। উত্তরপত্র বিতরণ শুরু করা হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে। তার প্রায় ১৬ দিনের মধ্যেই রাজ্যের প্রায় ৯৮ শতাংশ পরীক্ষক বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস ও ভূগোলের প্রায় ৫০ শতাংশ পরীক্ষার্থীর নম্বর জমা করে দিয়েছেন বলে পর্ষদ সূত্রে খবর। যদিও এবারের ফল প্রকাশ নিয়ে কোনওরকম তাড়াহুড়ো করতে চাইছেন না পর্ষদ কর্তারা। নম্বর জমা পড়ার পর আরও তিনবার সেই উত্তরপত্র যাচাই করা হবে। এমনিতেই এসআইআরের কাজে বহু শিক্ষক ব্যস্ত। ফলে পরীক্ষা পরিচালনা এবং ফলপ্রকাশ নিয়ে চিন্তার জট কাটছিল না। তার ওপর এবারে পরীক্ষায় স্বচ্ছতা আনতে 'কেজিং শিট'-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাতা পিছু এই 'কেজিং শিট' তৈরি করতে হচ্ছে পরীক্ষকদের। সেখানেই পরীক্ষার্থীদের নম্বর বসাচ্ছেন পরীক্ষকরা। এই নয়া ব্যবস্থার জেরে উত্তরপত্র দেখতে বিলম্ব হতে পারে বলে আশঙ্কা করছিলেন পর্ষদের আধিকারিকরা। তবে নজিরবিহীনভাবে অর্ধেক উত্তরপত্র চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পর্ষদের কার্যালয়ে জমা পড়ে যাওয়ায় কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছেন তাঁরা। পড়ুয়াদের মূল্যায়নে যাতে কোনওরকম বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে কড়া নজর রাখছে পর্ষদ।

অনলাইন ক্লাসে জোর উচ্চমাধ্যমিকে

কলকাতা, ৪ মার্চ : নতুন সিমেস্টার ব্যবস্থায় পাঠ্যক্রমে যাতে পড়ুয়ারা বিপদে না পড়েন, সেদিকে কড়া নজর রাখছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। চলতি বছরের পরীক্ষায় যে পরিমাণে অভিযোগ সংসদের কার্যালয়ে জমা পড়েছে, তাতে যথেষ্ট বিব্রত কর্তারা। তাছাড়া এবার থেকে 'কাউন্সিল অ্যাসিস্টেড কোর্স' এবং 'কাউন্সিল টট কোর্সেস' নামক দু'টি নতুন ব্যবস্থায় একগুচ্ছ নয়া বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। ফলে পড়ুয়াদের এই বিষয়গুলি বুঝতে যাতে অসুবিধা না হয়, তাই সংসদের নিজস্ব সমাজমাধ্যমের চ্যানেলে বিষয়ভিত্তিক টিউটোরিয়াল ভিডিও আপলোড করা হবে।

সেই উদ্দেশ্যে সংসদের কার্যালয়েই একটি রেকর্ডিং কক্ষ গড়ে তোলা হচ্ছে। সেখানে বসে পৃথক পৃথক শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়ের ওপর ক্লাস করাবেন। থাকবে স্মার্ট বোর্ডও। সম্পূর্ণ ক্লাস ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড করা হবে। বিভিন্ন জেলা থেকে শিক্ষকরা এসে এই রেকর্ডিং করবেন। সেই রেকর্ডিং সম্পাদনার

■ কাউন্সিল অ্যাসিস্টেড কোর্স এবং কাউন্সিল টট কোর্সেস নামক পাঠক্রম চালু

■ পড়ুয়াদের যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য বিষয়ভিত্তিক অনলাইন ক্লাস সাজানো হচ্ছে

■ শিক্ষকদের ক্লাসের ভিডিও রেকর্ড করতে নিজস্ব রেকর্ডিং রুম তৈরি করছে সংসদ

পর আপলোড করা হবে সংসদের নিজস্ব সমাজমাধ্যমের চ্যানেলে। তাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকবে এর লিংকও। যাতে পড়ুয়ারা খুব সহজেই ভিডিওগুলির সন্ধান পান। সংসদের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাচ্ছে প্রধানশিক্ষক মহল। তবে শিক্ষকদের একাংশের প্রশ্ন, মূল বিষয়গুলি পড়ানোর জন্য এমনিতেই শিক্ষকের অভাব। তার ওপর অতিরিক্ত সময় বের করে রেকর্ডিংয়ে গিয়ে শিক্ষকরা ক্লাস করাবেন কখন? করোনার সময় থেকেই এটা স্পষ্ট যে, অনলাইন ক্লাস পড়ুয়াদের জন্য খুব একটা ফলপ্রসূ নয়। তাই প্রি রেকর্ডেড ক্লাসের বদলে স্কুলে অতিরিক্ত সময় ক্লাস করানো অনেক সুবিধার।

তবে সংসদের নয়া সভাপতি পার্থ কর্মকার জানান, এই ব্যবস্থা চালু হলে বিভিন্ন জেলার পড়ুয়ারা উপকৃত হবেন। স্কুলের নিয়মিত পঠনপাঠনের পাশাপাশি বাড়িতে বসে এই ক্লাস করলে নিজেদের সময় মতো পড়ুয়ারা পাঠ্য বিষয়গুলি সহজে বুঝে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। যদিও পাঠ্যক্রমভিত্তিক ক্লাসের সূচি তৈরি করতে দীর্ঘ সময় লাগবে বলে মনে করছে সংসদ। তাই চলতি শিক্ষাবর্ষে একাদশ-দ্বাদশের প্রস্তুতির জন্য শীঘ্রই এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করতে চলেছে তারা।

রাজ্যসভায় বিজেপি প্রার্থী রাহুল

কলকাতা, ৪ মার্চ : শেষ মুহূর্তে কোনও বিপত্তি না হলে এরাজ্য থেকে এবার বিজেপির প্রার্থী হিসেবে রাজ্যসভায় যাচ্ছেন রাহুল সিনহা। মঙ্গলবারই রাহুলের প্রার্থীপদ চূড়ান্ত করে ঘোষণা করেছিল দল। বৃহস্পতিবার তাঁর বিধানসভায় মনোনয়ন জমা করার কথা।এই মুহূর্তে বিধানসভায় বিজেপির বিধায়কের সংখ্যা ৬৪। প্রথম পছন্দের ভোটে জিততে এবার ৪৯ জন বিধায়কের সমর্থন দরকার। ফলে রাহুলের রাজ্যসভায় যাওয়া কার্যত সময়ের অপেক্ষা।

১৬ মার্চ রাজ্যসভার ভোটে এরাজ্য থেকে ৫ জন সাংসদ রাজ্যসভায় যাবেন। এর মধ্যে ৪টি আসনে তৃণমূলের দখলে। বাম সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের আসনটিতে এবার বিজেপি তাদের প্রার্থী দিতে পারছে। রাজ্যসভায় প্রার্থী হওয়ার লড়াইয়ে এবার বিজেপির তালিকা খুব একটা ছোট ছিল না। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক থেকে শুরু করে প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, বিজেপির রাজ্যসভার এক প্রাক্তন সাংসদ, এক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পদ্মশ্রী পাওয়া এক সংগীত শিল্পীর সঙ্গেই ছিল রাহুলের নাম। শেষপর্যন্ত সিঁকে ছিঁড়ল রাহুলেরই।

ডিএ'র দাবিতে কর্মবিরতির ডাক

কলকাতা, ৪ মার্চ : বকেয়া ডিএ'র ২৫ শতাংশ মার্চের মধ্যে মিটিয়ে দিতে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিলেও এই নিয়ে এখনও নিরুত্তর রাজ্য সরকার। তাই এবার বকেয়া ডিএ'র দাবিতে ১৩ মার্চ 'বনধ মোবারক' কর্মসূচি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। ওই দিন সরকারি দপ্তর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওই মঞ্চের সদস্যরা বনধ পালন করবেন বলে বুধবার ঘোষণা করেছে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট রায় ঘোষণা করে। রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ'র ২৫ শতাংশ রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই মুহূর্তে কেন্দ্র-রাজ্যের ডিএ'র মধ্যে ৩০ শতাংশের ফারাক রয়েছে। যদিও এপ্রিল থেকে আরও ৪ শতাংশ ডিএ দেওয়া হবে বলে বাজেটে ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। তবে এই ডিএ ওই রায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে একটি কমিটিও গঠন করে দেন বিচারপতিরা। কিন্তু রাজ্য সরকার যেহেতু এখনও বকেয়া ডিএ নিয়ে ঘোষণা করেনি, তাই ১৩ মার্চ সংগঠনের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে।

দলের নতুন নামে স্বীকৃতি

কলকাতা, ৪ মার্চ : নাম বদলে নির্বাচন কমিশনের থেকে দলের স্বীকৃতি পেলেন তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত হুমায়ুন কবীর। বুধবারই তাঁর দলের নতুন নাম আমজনতা উন্নয়ন পার্টি-কে স্বীকৃতি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এদিকে, দলীয় প্রতীক চেয়ে কমিশনে আবেদন করেছেন আইএসএফ নেতা নৌশাদ সিদ্দিকী।

নতুন দল ঘোষণার দলকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেছিলেন হুমায়ুন। কিন্তু কমিশন দেখে, ইতিমধ্যেই ওই নামে আরেকটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল রয়েছে। তার জেরেই পুরোনো নামের আগে 'আম' শব্দ যোগ করে নতুন নামকরণ করা হয়। সূত্রের খবর, হুমায়ুনের এই নতুন নামকে স্বীকৃতি দিয়েছে কমিশন। এছাড়া সম্প্রতি হুমায়ুনকে কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াই প্লাস ক্যাটিগোরির নিরাপত্তা দিয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

রঙের উৎসবে জনসংযোগের প্রতিযোগিতা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৪ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের আগে রঙের উৎসব। তাই এবারের উৎসব অনেকটাই প্রচারের হাতিয়ার। পরপর দু'দিন দোল ও হোলির রঙে জনসংযোগের প্রতিযোগিতায় মাতল রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি। দলীয় নির্দেশ মেনে কে কত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোতে পারবেন, সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই দেখা গেল দু'দিন ধরে। মঙ্গল ও বুধবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে শান্তির বার্তা দেন। মঙ্গলবার পালটা ভবানীপুরে জনসংযোগে নেমে পড়েন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

গোপালের মূর্তি হাতে একেবারে মুখ্যমন্ত্রীর এলাকায় সাধুসন্তদের নিয়ে পরিক্রমা করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'নাস্তিকতা নিপাত যাক। সেকুলারিজম নিপাত যাক।' আর এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে তর্জা। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি এবার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী হতে পারেন বিরোধী দলনেতা? এই বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে তাঁর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই জোড়া এফআইআর দায়ের করেছে বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই।

তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, 'নিজের এলাকায় জায়গা হয় না বলেই ভবানীপুরে আসতে হয়। দোলের দিন যেখানে ঐক্য, সম্প্রীতির বার্তা দিচ্ছেন তৃণমূলনেত্রী, সেখানে এদিনও উগ্র হিন্দুত্বের তাস খেলছেন শুভেন্দু।' অন্যদিকে খড়দার বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে এদিন সকাল থেকেই বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জনসংযোগ করতে দেখা গেল। নিজের কেন্দ্রের পরিবর্তে বালিগঞ্জ এলাকায় দোল উৎসব পালন করার কারণ? তাঁর উত্তর, 'আমার নেত্রী বলেছেন বালিগঞ্জটা একটু দেখুন। তাই বালিগঞ্জ দেখতে এলাম।' তাঁর এই

হোলির দিনে হালকা মেজাজে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মন্তব্য থেকেই শুরু হয়েছে জল্পনা। রাজনৈতিক মহলের মত, ওই এলাকার বিধায়ক বাবুল সুপ্রিয়কে এবার তৃণমূল রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করায় তাঁর জায়গায় শোভনদেবের বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। শোভনদেব বলেন, 'দল আমাকে যখন যেখানে পাঠায় সেখানেই যাই। রাসবিহারী, আলিপুর, ভবানীপুর, খড়দা সব জায়গাতেই গিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী তালিকা ঘোষণা না করা পর্যন্ত কিছু বলব না।' যদিও দলীয় নেতৃত্বের একাংশের মত, দক্ষিণ কলকাতায় অধিকাংশ সময়ই শোভনদেববাবু দোল উৎসব পালন করেছেন। সুতরাং এই ঘটনা নতুন নয়।

নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ইতিমধ্যেই অবাঙালি কেন্দ্রগুলিতে জনসংযোগে নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্ব। সেই কথা মেনে এদিন মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুপ্তি পান্ডেকে দেখা গেল সাধারণ মানুষের সঙ্গে রং খেলতে। রীতি মেনে লেকটাউন-শ্রীভূমি ও সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কে মন্ত্রী সুজিত বসু, চেতলায় ফিরহাদ হাকিম এবং গড়িয়াহাটে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দোল উৎসবে মেতে ওঠেন। সকলের মুখেই ছিল এসআইআর বিরোধী বার্তা। পালটা লেবুতলা পার্কে দোলের উৎসব থেকে তৃণমূলকে হারানোর হুঁশিয়ারি দেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। আবার সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীও পরিবার ও পড়শিদের সঙ্গে দোল উৎসব পালন করে এদিন স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন, রাজনীতির রঙে পিছিয়ে থাকছে না বামেরাও। রঙের উৎসব দিয়েই বেজে উঠল ভোটের দামামা।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৮৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২০ ফাল্গুন ১৪৩২

মুখেই শান্তির বাণী

হিংসা বনাম শান্তির মধ্যে কখনও ভোটাভুটি হলে শান্তির জয় অনিবার্য। যিনি যেমনই আস্ফালন করুন, হিংসাকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেন না কেউ। মনে যাই থাকুক, মুখে শান্তির বাণী লেগেই থাকে। প্রায় সব মানুষ শান্তির কথা বলেন। তবে শান্তির পায়রা ওড়ানো আর কোনও বিষয়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে নিরাপদ দূরত্ব তৈরি এক জিনিস নয়।

আমেরিকা-ইজরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযানে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই সহ কয়েকজন মন্ত্রী-কর্মকর্তার পাশাপাশি একটি স্কুলের ১৬৫ জন নিরপরাধ শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে। চিরাচরিত যুদ্ধবাজ মানসিকতার আমেরিকা-ইজরায়েল ওই হামলা চালিয়েছে। তাদের মূল লক্ষ্য ইরানের তেলের ভাণ্ডার কবজা করা।

এর আগে প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের লাগাতার হামলায় অগুনতি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বহু শিশু অনাথ। আমেরিকা ইতিপূর্বে হিরোশিমা, নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলেছে। ভিয়েতনামে যুদ্ধ করেছে, ইরাক-আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালিয়েছে, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে।

আমেরিকায় ট্রাম্প প্রশাসন এবং ইজরায়েলের নেতানিয়াহু সরকারের এসব কুকীর্তির প্রতিবাদে ওইসব দেশেও প্রতিবাদ, বিক্ষোভ হয়েছে। বিশ্বের বহু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক মনে করেন, আমেরিকা ও ইজরায়েলের এই ইরানে অভিযান পুরোপুরি অন্যায়। ভারতীয়দের ধারণা প্রায় একইরকম। কিন্তু ভারত সরকার ইরানে সামরিক অভিযান নিয়ে টুঁ শব্দ করেনি।

যদিও আরব দেশগুলিতে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে ইরানের হামলার নিন্দায় বিবৃতি দিয়েছে নয়াদিল্লি। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে ভারতের পক্ষপাত নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। জোটনিরপেক্ষতার নীতি বরাবর ভারতের কূটনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। সেই অবস্থানের অনেকটা এখন বদলে গিয়েছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে সরকারের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের অবস্থানের গুরুত্ব হারাচ্ছে।

ইরানের সঙ্গে আমেরিকা-ইজরায়েলের শত্রুতা নতুন নয়। একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর হামলা চালিয়ে ওই দুটি দেশের যুদ্ধের বাতাবরণ তৈরি করা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। ট্রাম্প, নেতানিয়াহুর নীতিতে গোটা অঞ্চলের শান্তিভঙ্গ হয়েছে। অথচ ভারত সরকার একেবারে চুপ। এমন নয় যে ভারত অতীতেও এমন পরিস্থিতিতে নীরব ছিল।

বরং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংকটে দেশের স্বার্থ সামলে ঠিককে ঠিক এবং ভুলকে ভুল বলার একাধিক অতীত নজির রয়েছে ভারতের। পরিস্থিতি দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এখন সরাসরি আমেরিকার বিরুদ্ধে কথা বলতে নয়াদিল্লি দ্বিধাগ্রস্ত। অপারেশন সিঁদুরের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগ বাড়িয়ে সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা করলেও ভারত টুঁ শব্দ করেনি।

একইভাবে নেতানিয়াহুর অঙ্গুলিহেলনে গাজায় হত্যালীলার নিন্দায় সারা বিশ্বের সাধারণ মানুষ পথে নামলেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইজরায়েলে গিয়ে গাজা সংকট নিয়ে মুখ খোলেননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মনমোহন সিং সরকারের পরমাণু চুক্তির বিরুদ্ধে দেশে প্রবল সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু মনমোহন পিছিয়ে যাননি। আবার ইরাকে হামলা করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করতে ছাড়েননি।

কূটনৈতিক বন্ধুত্বের বাহানায় ন্যায়-অন্যায় গুলিয়ে ফেলা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। শান্তির পক্ষে থাকার অর্থ পিঠ বাঁচিয়ে চলা নয়। নিরপেক্ষ থাকার অর্থ ভালো-মন্দের জ্ঞান হারিয়ে ফেলা নয়। ভারত ইতিপূর্বে সমকালীন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশ্নে অতীতে কখনও নীতিপঙ্গুত্বের কলঙ্ক ভারতকে স্পর্শ করতে পারেনি।

সেই ছবিটা ক্রমশ বিবর্ণ হচ্ছে। ভারতের বিরোধী শিবির ইরানে মার্কিন হামলা এবং খামেনেইয়ের হত্যা নিয়ে সরব। ইরানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বহু পুরোনো সম্পর্কের খাতিরে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত নীরবতা ভেঙে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করা। ইরান সহ পশ্চিম এশিয়ার বহু দেশে প্রচুর ভারতীয় আটকে পড়েছেন। তাঁদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি যুদ্ধের বীভৎস ধ্বংসলীলা থেকে মানবধর্মকে রক্ষায় ভারতের সক্রিয়তা কাম্য।

অমৃতধারা

যখন আপনি ব্যস্ত থাকেন তখন সব কিছুই সহজ মনে হয় কিন্তু অলস হলে কিছুই সহজ বলে মনে হয় না। জীবনে ঝুঁকি নিন, যদি আপনি জেতেন তাহলে নেতৃত্ব করবেন আর যদি হারেন তাহলে অন্যদের পথ দেখাতে পারবেন। যা কিছু আপনাকে শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল করে তোলে সেটাকে বিষ ভেবে প্রত্যাখ্যান করুন। দুনিয়া আপনার সম্বন্ধে কি ভাবছে সেটা ভাবতে দিন। আপনি লক্ষ্যগুলিতে দৃঢ় থাকুন, দুনিয়া আপনার একদিন পায়ের সম্মুখে হবে। কখনও বড় পরিকল্পনার হিসাব করবেন না, ধীরে ধীরে আগে শুরু করুন,আপনার ভূমি নির্মাণ করুন তারপর ধীরে ধীরে এটিকে প্রসার করুন। ইচ্ছা, অজ্ঞতা এবং বৈষম্য-এই তিনটিই হল বন্ধনের ত্রিমূর্তি।

-স্বামী বিবেকানন্দ

ট্রাম্পকে ঠেকাতে ঘরে আগুন পাকিস্তানের

মধ্যপ্রাচ্যের দাবানলে জড়িয়ে পড়া এড়াতে নিখুঁত ছকে আফগানিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়েছে ইসলামাবাদ।

ধৃতিমান সরকার

জঙ্গলের বিধ্বংসী দাবানল নেভানোর জন্য অনেক সময় দমকলকর্মীরাই উলটে ছোট করে আগুন লাগিয়ে দেন! শুনতে অবাক লাগলেও একে বলা হয় 'ব্যাকবার্নিং'। জঙ্গল সংলগ্ন শহর বা জনবসতির দিকে যখন আগ্রাসী আগুন ধেয়ে আসে, তখন দমকলকর্মীরা লোকালয়ের ঠিক আগে থাকা শুকনো গাছপালা বা ঝোপঝাড়ে ছোট ছোট 'নিয়ন্ত্রিত' আগুন লাগিয়ে দেন। সেই ছোট আগুন ওই এলাকার সমস্ত শুকনো জ্বালানি পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। ফলে মূল দাবানল যখন সেখানে পৌঁছায়, তখন আর পোড়ার মতো কিছু না থাকায় আগুন আপনা থেকেই নিভে যায়। বড় আগুনকে ঠেকাতে ছোট আগুন লাগানোর এই কৌশল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু কার্যকরী।

দমকলের এই কৌশল নিয়ে হঠাৎ এত কথার কারণ একটাই। মধ্যপ্রাচ্য যখন আজ এক জ্বলন্ত নরকে পরিণত, তখন ঠিক এই 'ব্যাকবার্নিং' কৌশলটিই চরম ধূর্ততার সঙ্গে প্রয়োগ করেছে পাকিস্তানের হাইব্রিড সরকার। ট্রাম্পের লেলিয়ে দেওয়া বৃহত্তর দাবানলের আঁচ থেকে বাঁচতে তারা নিজেদের ঘরেই এক নিয়ন্ত্রিত আগুন লাগিয়েছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইজরায়েল যৌথভাবে ইরানে নজিরবিহীন হামলা চালিয়ে সেদেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা খামেনেইকে হত্যা করে এবং একাধিক সামরিক ঘাঁটি ধ্বংস করে। প্রত্যাঘাত হিসেবে ইরানও ইজরায়েল থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোতে ড্রোন ও মিসাইল বৃষ্টি শুরু করেছে।

সৌদি আরব, কাতার থেকে শুরু করে আরব আমিরশাহির মতো দেশেও আছড়ে পড়ছে ইরানের মিসাইল। অথচ পাকিস্তানের মাটিতে ইরানের একটিও মিসাইল না পড়লেও সেখানে মৃত্যু হয়েছে অন্তত দুই ডজন সাধারণ মানুষের! আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের কাছে ইরানে মার্কিন হামলা কেবল সময়ের অপেক্ষা ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই ডামাডোলের মধ্যে পাকিস্তানের মাটিতে হঠাৎ মৃত্যুর মিছিল কেন? এর উত্তর লুকিয়ে আছে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক আফগান নীতির মধ্যে।

একটু তলিয়ে দেখলেই সমীকরণটা স্পষ্ট হবে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি আফগানিস্তানের উপর পাকিস্তান যে ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়ে 'উন্মুক্ত যুদ্ধ' ঘোষণা করল, তার পিছনে কোনও তাৎক্ষণিক উসকানি ছিল না। ৬ ফেব্রুয়ারি ইসলামাবাদের একটি মসজিদে আত্মঘাতী হামলা হয়েছিল। ইসলামিক স্টেট সেই হামলার দায় স্বীকার করলেও, পাকিস্তান তড়িঘড়ি এর দায় চাপায় তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান-এর ঘাড়ে। এরপর ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান প্রথম দফা বিমান হামলা চালায় এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে। যে দেশটা কার্যত আইএমএফ-এর দাক্ষিণ্যে আর ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে বেঁচে আছে, তারা কেন হঠাৎ করে কোটি কোটি টাকা খরচ করে যুদ্ধের এই বিপুল বোঝা ঘাড়ে টেনে নিল? কারণ, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান এবং ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির হলেন আগুন দিয়ে আগুন নেভানোর খেলায় এক সিদ্ধহস্ত খেলোয়াড়। তিনি আগাম জানতেন, মধ্যপ্রাচ্যে এক বিশাল মাপের বিস্ফোরণ হতে চলেছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো চূড়ান্ত হিসেবি রাষ্ট্রনেতা যখন ইরানে হামলার ছক কষছিলেন, তখন তিনি নিশ্চিতভাবেই পাকিস্তানের কাছ থেকে লজিস্টিক সাপোর্ট বা সামরিক রসদ সরবরাহের পথ চাইতেন। সৌদি আরব বা জর্ডন যখন মার্কিন যুদ্ধবিমানকে তাদের আকাশসীমা ব্যবহারে বাধা দেয়, তখন আমেরিকার মিত্র দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র পাকিস্তানের সঙ্গেই ইরানের সরাসরি স্থলসীমান্ত থাকায় তাদের গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়। ট্রাম্পের পরিকল্পনা ছিল, প্রয়োজনে পাকিস্তানের এয়ারস্ট্রিপ ও 'নুর খান এয়ার বেস'-এর মতো সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করে ইরানের শাসকগোষ্ঠীকে পঙ্গু করে দেওয়া।

ঠিক এখানেই চরম শাঁখের করাতে পড়ে যায় পাকিস্তান। ট্রাম্পকে চটানো মানে নিজেদের কফিনে পেরেক পোঁতা। আবার পাকিস্তানের জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। ইরানে হামলায় পাকিস্তানের বিন্দুমাত্র মদত আছে— এটা প্রমাণিত হলে সারা পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ এবং প্রবল জনরোষ আছড়ে পড়ত। শুধু তাই নয়, যে পাকিস্তান আরব দুনিয়ার কাছে সারাজীবন ভিক্ষে চেয়ে নিজেদের 'ইসলামিক উম্মাহ'-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রচার করে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাদের মুখ একেবারে পুড়ে যেত। হামলার আগে বা পরে যে কোনও সময়েই আমেরিকার পাশে দাঁড়ালে পাকিস্তানের হাইব্রিড সরকারের পতন নিশ্চিত ছিল। তাই ট্রাম্পকে রুষ্ট না করে, আবার ইরানের উপর হামলায় যুক্ত না থাকার একটাই উপায় ছিল— সেই 'ব্যাকবার্নিং'। আসিম মুনির নিজের ঘরেই আগুন লাগালেন। তালিবানদের সাদামাটা বায়ুসেনার ড্রোন উড়ে এসে খোদ ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডি এমনকি নুর খান এয়ার বেসকে টার্গেট করল।

আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের কাছে ইরানে মার্কিন হামলা কেবল সময়ের অপেক্ষা ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই ডামাডোলের মধ্যে পাকিস্তানের মাটিতে হঠাৎ মৃত্যুর মিছিল কেন? এর উত্তর লুকিয়ে আছে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক আফগান নীতির মধ্যে। একটু তলিয়ে দেখলেই সমীকরণটা স্পষ্ট হবে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি আফগানিস্তানের উপর পাকিস্তান যে ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়ে 'উন্মুক্ত যুদ্ধ' ঘোষণা করল, তার পিছনে কোনও তাৎক্ষণিক উসকানি ছিল না।

এর সঙ্গেই যুক্ত হল করাচি ও লাহোরে মার্কিন কনসুলেটে বিক্ষোভকারীদের পরিকল্পিত হামলা। খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর পাকিস্তানে বিক্ষোভ হবে, এটা সবারই জানা ছিল। কিন্তু করাচিতে মার্কিন কনসুলেটের বাইরে পাকিস্তানের নিরাপত্তা সংস্থাগুলো ইচ্ছা করেই কোনও শক্ত নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেনি।

উগ্র বিক্ষোভকারীদের সুচারুভাবে মূল ভবনের দিকে এগোতে দেওয়া হয়, যার ফলে মার্কিন রক্ষীদের গুলিতে প্রাণ যায় ৩৫ জনের। এর পেছনের সমীকরণটা জলের মতো সোজা— ট্রাম্পকে একটা স্পষ্ট বার্তা দেওয়া। 'দেখুন বস, আমরা আপনাদের সাহায্য করতে চাই। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থাই দেখুন। মানুষ আমেরিকার রক্ত চাইছে। এই অবস্থায় আপনাদের সাহায্য করতে গেলে পরিস্থিতি পুরোপুরি হাতের বাইরে চলে যাবে।'

আফগান যুদ্ধের দামামা এবং দেশের ভেতরের এই পরিকল্পিত মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ আসিম মুনিরকে এক নিখুঁত অজুহাত এনে দিল। তিনি ট্রাম্পকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, পাকিস্তানের নিজের সীমান্তই জ্বলছে, দেশে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ চলছে, তাই ইরানের ইস্যুতে তাদের নাক গলানো কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, মুনির এই খেলায় ১০০ শতাংশ সফল। ট্রাম্প এই আফগান যুদ্ধে উলটে পাকিস্তানের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ট্রাম্প প্রকাশ্যেই বলেছেন, 'আমি মধ্যস্থতা করতে রাজি। তবে পাকিস্তানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দারুণ। ওদের প্রধানমন্ত্রী চমৎকার, ওদের জেনারেল (মুনির) তো দারুণ মানুষ... আমি ওদের দুজনকে খুব সম্মান করি। পাকিস্তান খুব ভালো কাজ করছে।'

কূটনীতির ময়দানে মুনির জিতে গিয়েছেন। তিনি জানেন, নিজের লাগানো এই 'নিয়ন্ত্রিত' আগুন ইসলামাবাদ ঠিক সামলে নেবে; কিন্তু ইরানের যুদ্ধে জড়ালে পাকিস্তান নির্ঘাত ছাই হয়ে যেত। গদি বাঁচাতে নিজের দেশের মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে যে পাকিস্তানের সেনা নেতৃত্বের একটুও হাত কাঁপে না, আফগান যুদ্ধ এবং লাশের পাহাড় দিয়ে আসিম মুনির সেটাই আরও একবার প্রমাণ করে দিলেন।

(লেখক দক্ষিণ এশিয়া বিশারদ)

আজ

১৯৩৯

সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৫৩

আজ কমিউনিস্ট নেতা জোসেফ স্তালিনের মৃত্যুদিন।

আলোচিত

ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট। অনুপ্রবেশকারী, ভুয়ো ও মৃত ভোটারের নাম বাদ যাওয়ায় তৃণমূলের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ওরা স্পষ্ট বুঝতে পারছে, ভরসার জায়গাটা দুর্বল হচ্ছে। তাই এত অস্থিরতা। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে মুখ্যমন্ত্রীর এখন ধর্না কর্মসূচি।

-শমীক ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

কানের দুল কিনছে বছর দশের এক খুদে। কিন্তু কার জন্য? জিজ্ঞেস করতে একগাল হেসে উত্তর, 'মায়ের জন্মদিন তাই।' দাম চাইতে সে স্কুলব্যাগ থেকে খুচরো বের করে গুনে গুনে ৪০ টাকা দেয়। অবাক দোকানদার।

ভাইরাল/২

আবিরে ঢেকে গিয়েছে শিবপার্বতীর চোখ! একজন সযত্নে মূর্তির চোখ মুছে দিচ্ছেন। কলকাতায় দোলের একটি শোভাযাত্রায় এই দৃশ্যটি ধরা পড়ে। ভাইরাল ভিডিওয় নেটিজেনদের বক্তব্য, একজন 'প্রকৃত' ভক্তই বোঝেন পাথরেরও 'প্রাণ' আছে।

জনমন

জনমত

জোড়পাকড়িতে বাস দাবি

ময়নাগুড়ি ব্লকের অন্যতম পুরোনো একটি জনপদ জোড়পাকড়ি। আশপাশের গ্রাম মিলিয়ে বহু লোকের বাস এখানে। ময়নাগুড়ি থেকে ভোটপট্টি- হেলাপাকড়ি হয়ে জোড়পাকড়ি বা ময়নাগুড়ি থেকে রাজারহাট-জোড়পাকড়ি হয়ে বাকালি যাওয়ার জন্য আগে এখানে অনেক বাস চলাচল করত। ফলে এই এলাকার মানুষ সহজেই এবং সস্তায় ময়নাগুড়ি বা জেলা সদর জলপাইগুড়ি যেতে পারতেন। কিন্তু বর্তমানে ওইসব রুটে যাত্রীর অভাবে বড় বাস আর চলে না। এতে সকলেরই বেশ অসুবিধা হয়। পরিবর্তে ২০-৩০ মিনিট অন্তর ম্যাজিক গাড়ি, অহরহ টোটো চলাচল করে। এসব গাড়িতে যাতায়াত করার জন্য জনগণকে বেশি ভাড়া গুনতে হয়। তাই পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে ওই রুটে যদি ফের বাসের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে জনগণের অনেকটা আর্থিক সুরাহা হয়। তাছাড়া ছোট ছোট যানবাহনে যেসব দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে সেটাও কম হবে বলে মনে হয়। এ বিষয়ে পরিবহণ দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সঞ্জয়কুমার মিশ্র
জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি।

টোটোর ডানদিকে লোহার ডান্ডা লাগালে ভালো হয়

এখন শিলিগুড়িতে সহজলভ্য এবং বহুল ব্যবহৃত পরিবহণ বলতে বুঝি টোটো। এই টোটো কিন্তু একদিকে বেশ দুর্ঘটনাপ্রবণ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহরে দেখেছি টোটোয় যাত্রী বসার ডানদিকে লোহার ডান্ডা স্থায়ীভাবে লাগানো থাকে, যাতে যাত্রী ডান পাশ দিয়ে ওঠানামা না করতে পারেন। এতে দুর্ঘটনা কম হয়। এমন ব্যবস্থা যদি আমাদের প্রিয় শহর শিলিগুড়িতে করা যায় তাহলে দুর্ঘটনা অনেকটাই হয়তো কম হবে। এতে অন্য যানচালকরাও স্বস্তিতে এবং নিশ্চিন্তে রাস্তায় চলাচল করতে পারবেন। এব্যাপারে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দীপঙ্কর রায়
তিনবাত্তি মোড়, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

বসন্তসেনা : অনুভব, ভাষা ও প্রতিরোধ

ভাষা ও প্রতীকের শাসনের বিপরীতে জীবনের অনুশীলন- বসন্তের উপমায় ক্ষমতা, বাজার ও সংস্কৃতির প্রশ্ন।

অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়

এআই।

ভাষা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জগতের শুধু একটি মাধ্যম নয়; তা ক্ষমতারও একটি কাঠামো। আধুনিক রাষ্ট্র এই সত্য খুব ভালোভাবেই বোঝে। তাই ভাষা আজ কেবল শব্দ বা বাক্যের সীমায় আটকে নেই। ভাষা মানে ডেটা, কোড, শ্রেণিবিন্যাসও। কে কী বলছে, কখন বলছে, কোথায় বলছে- এসবই এক ধরনের নজরদারির কাঠামোর মধ্যে পড়ে। আমরা যে বাস্তবকে দেখি, বুঝি বা প্রত্যাখ্যান করি, সেই প্রক্রিয়াও ভাষার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। ফলে ভাষা নিরপেক্ষ নয়; ভাষাই ঠিক করে কোন অনুভব দৃশ্যমান হবে আর কোনটি আড়ালে থেকে যাবে। এই কারণেই ভাষার কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুধু দর্শনের বিষয় নয়, তা রাজনীতিরও কেন্দ্রে পৌঁছে যায়।

ইতিহাসে এই প্রশ্নের দুই ভিন্ন পথ দেখা যায়। একদিকে পাশ্চাত্য লোগোসেন্ট্রিক ধারা- যেখানে চিহ্ন, প্রতীক ও ধারণা বাস্তবের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে প্রাচ্য ভার্বসেন্ট্রিক ধারা- যেখানে ক্রিয়া, অনুশীলন ও জীবনের প্রবাহ থেকেই অর্থের জন্ম হয়। এই বিভাজন নিছক তাত্ত্বিক নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাষ্ট্র, বাজার ও ক্ষমতার গঠন। লোগোসেন্ট্রিক ধারায় 'অ্যাপিয়ারেন্স' ও 'রিয়েলিটি'র মধ্যে একটি নিরাপদ দূরত্ব রাখা হয়। চিহ্ন সেখানে প্রতিনিধি মাত্র- সে বাস্তবকে প্রশ্ন করে না। ফলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ হয়। তারিখ, নাম, প্রতীক বা দিবস- সবই এই কাঠামোয় সহজে ব্যবস্থাপিত।

এই ব্যবস্থার রাজনৈতিক দিকও স্পষ্ট। যখন অনুভবকে প্রতীক বা নির্দিষ্ট দিনে সীমাবদ্ধ করা হয়, তখন তাকে গণনাযোগ্য ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য করা যায়। যেমন একটি নির্দিষ্ট তারিখকে প্রেমের প্রতিনিধি বানানো হলে অনুভবটি ক্যালেন্ডারের একটি ঘরে বন্দি হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় নানা প্রতীক, উৎসব বা বাণিজ্যিক অনুষঙ্গ। তখন প্রেম আর বিস্তৃত অভিজ্ঞতা নয়; তা হয়ে ওঠে একটি নিয়ন্ত্রিত সামাজিক আচরণ। এই প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র ও বাজার উভয়ের পক্ষেই মানুষের অনুভবকে ট্র্যাক করা বা শ্রেণিবদ্ধ করা সহজ হয়ে যায়।

এই পরিস্থিতির বিপরীতে প্রাচ্য ভাবনায় ভাষা জীবনের বাইরে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দেয় না; ভাষা নিজেই জীবনের সঙ্গে মিশে থাকে। এখানে ক্রিয়া কেবল বাক্যের অংশ নয়, ইতিহাসেরও চালিকাশক্তি। তাই অনুভবকে আলাদা করে প্রতীকে বন্দি করার প্রয়োজন পড়ে না। প্রেম কোনও নির্দিষ্ট দিন বা অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয়; সে ঋতুর মতোই আসে ও ছড়িয়ে পড়ে। বসন্ত যেমন ধীরে ধীরে আসে, প্রকৃতি ও মানুষের ভেতরে নতুন সঞ্চার ঘটায়, তেমনি অনুভবও জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহে প্রকাশ পায়। এই অনিয়ন্ত্রিত বিস্তারই তাকে সহজে নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখে।

উপমহাদেশের সংস্কৃতিতে তাই প্রেম ও প্রকৃতি প্রায়ই একসঙ্গে ধরা পড়ে। বর্ষার মেঘ, ঋতুর পরিবর্তন বা প্রকৃতির সঞ্চার মানুষের অনুভবের সঙ্গে মিলেমিশে যায়। এখানে জীবনকে আলাদা অংশে ভেঙে দেখা হয় না; বরং সামগ্রিক অভিজ্ঞতার মধ্যেই তার অর্থ তৈরি হয়। এই সামগ্রিক জীবনবোধ ভাঙনভিত্তিক রাজনীতির বিপরীতে এক ধরনের নীরব প্রতিরোধের ইঙ্গিত দেয়। বসন্ত তাই কেবল রোমান্টিক উপমা নয়; তা এমন এক জীবনবোধের প্রতীক, যা জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহকে গুরুত্ব দেয়। কোনও নির্দিষ্ট দিবস বা প্রতীকের বাইরে থেকেও এই অনুভব মানুষের অভিজ্ঞতায় বারবার ফিরে আসে- নিঃশব্দে, বিস্তৃতভাবে এবং নিজস্ব শক্তিতে।

(লেখক ঔপন্যাসিক ও গল্পকার)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৮৫

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। গাঁজা, সিদ্ধিগাছের জটা ৩। খুব তাড়াতাড়ি ৪। জমি ৫। বিস্ময় লজ্জা প্রশংসা বিদ্রূপ প্রভৃতিসূচক উক্তি ৭। এক কল্পিত জেদি মেয়ে, নাছোড়বান্দা ১০। গলার গয়নাবিশেষ, বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি পর্দা ১২। সদ্ভাব, মনের মিল ১৪। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, ভিক্ষু ১৫। গালবাদ্যের আওয়াজবিশেষ ১৬। বছর-এর আঞ্চলিক রূপ।

উপর-নীচ : ১। গঙ্গাতীরে মৃত্যু ২। ভারতীয় পল্লীসংগীতবিশেষ বা তার সুর ৩। সতেজ, প্রাণবন্ত ৬। সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম নক্ষত্র, ব্রহ্মার মানসপুত্র ৮। হাতপাখা ৯। বনের আবাস, বানপ্রস্থ ১১। চাঁদ ১৩। ঢোলজাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

সমাধান ■ ৪৩৮৪

পাশাপাশি : ২। আদালত ৩। বহতা ৫। আগড়বাগড় ৬। বিরাজ ৭। শলাকা ৯। আগমবাগীশ ১২। দণ্ডক ১৩। তিমিঙ্গিল

উপর-নীচ : ১। আজগুবি ২। তড়াগ ৩। বড়বা ৪। তাবড় ৫। আজ ৭। শশ ৮। কালাকাল ৯। আপদ ১০। মড়ক ১১। গীষ্পতি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

দেশে মজুত ৫০ দিনের জ্বালানি তেল

হরমুজ বন্ধে বিপাকে নয়াদিল্লি

- ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করায় বিশ্ববাজারে জ্বালানি সরবরাহ বিপর্যস্ত
- ভারতের ৫৫ শতাংশ তেল ও সিংহভাগ গ্যাস মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসায় পেট্রোল-ডিজেলের দাম আকাশছোঁয়ার আশঙ্কা
- তেলের দাম বাড়লে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়বে
- কাতার থেকে আমদানি থমকে যাওয়ায় ভারতে রান্নার গ্যাসের তীব্র সংকটের পূর্বাভাস
- দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার ০.৫০ শতাংশ কমার সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ এবার আঘাত হানতে চলেছে সাধারণ ভারতীয়দের পকেটে। আমেরিকা ও ইজরায়েলের সেনা অভিযানের জবাবে ইরান কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক জলপথ 'হরমুজ প্রণালী' কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে, যার সরাসরি মাশুল গুনতে হতে পারে ভারতের আমজনতাকে।

ওমান ও ইরানের মধ্যে মাত্র ৩৩ কিলোমিটার চওড়া এই জলপথটি বিশ্বের 'তেলের ধমনী' হিসেবে পরিচিত। প্রতিদিন বিশ্বের মোট জ্বালানি তেলের ২০ শতাংশ এবং কাতার থেকে আসা বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস এই পথেই পরিবহণ করা হয়। ইরান জলপথটি বন্ধ করে দেওয়ায় মাঝসমুদ্রে থমকে গিয়েছে সারি সারি তেলের ট্যাংকার। বিমা সংস্থাগুলি হাত গুটিয়ে নেওয়ায় এবং যুদ্ধের আশঙ্কায় জাহাজের ভাড়া এখন আকাশছোঁয়া।

ভারত তার মোট তেলের চাহিদার প্রায় ৫৫ শতাংশ আমদানি করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। হরমুজ প্রণালী বন্ধ হওয়ার অর্থ, দুবাই, কুয়েত বা কাতার থেকে আসা তেলের ট্যাংকারগুলি ভারতে পৌঁছোতে পারবে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম একধাক্কায় ব্যারেল প্রতি ১৫০ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। এর প্রভাবে এদেশে পেট্রোল-ডিজেলের দাম লাফিয়ে বাড়ার পাশাপাশি খাদ্যদ্রব্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা প্রবল। যদিও দেশে আপাতত জ্বালানি সংকটের সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছে কেন্দ্র। সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, বর্তমানে ভারতে ২৫ দিনের অপরিশোধিত জ্বালানি তেল এবং আরও ২৫ দিনের পেট্রোল ও ডিজেল, সব মিলিয়ে মোট ৫০ দিনের ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি মজুত রয়েছে। এই হিসেবের মধ্যে জরুরিভিত্তিক 'স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ' (এসপিআর)-এর সঞ্চয় ধরা হয়নি, যা যোগ করলে জ্বালানি মজুতের পরিমাণ আরও বেশি হবে।

এদিকে রান্নার গ্যাসে (এলপিজি) সংকটের মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। ভারতের এলএনজি আমদানির সিংহভাগ আসে কাতার থেকে। ভারতের বৃহত্তম গ্যাস আমদানিকারক সংস্থা 'পেট্রোনেট এলএনজি' ইতিমধ্যে সরবরাহ নিয়ে আশঙ্কার কথা জানিয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে গ্যাসের জোগান কমানোর ইঙ্গিত মিলেছে, যা দীর্ঘমেয়াদে গৃহস্থালির গ্যাসের জোগানেও টান ফেলতে পারে।

এই সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে ভারতের শেয়ার বাজারেও। বুধবার সকালে পেট্রোনেট এলএনজি-র শেয়ার প্রায় ১২ শতাংশ পড়ে গিয়েছে। রেটিং সংস্থা বিএমআই-এর মতে, ইরান যদি দীর্ঘ সময় এই জলপথ আটকে রাখে, তবে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার (জিডিপি) ০.৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। সূত্রের খবর, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক রাশিয়ার মতো বিকল্প দেশ থেকে তেল আনার চেষ্টা করছে, তবে যুদ্ধের আঁচে সাধারণ মানুষের পকেটে যে বড় টান পড়তে পারে, তা বলা যেতেই পারে।

ভারত মহাসাগরেও লাগল যুদ্ধের আঁচ

শ্রীলঙ্কা উপকূলে নিশ্চিহ্ন রণতরী, নিহত ৮০

কলম্বো ও ওয়াশিংটন, ৪ মার্চ : ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কা উপকূলের কাছে ইরানের একটি যুদ্ধজাহাজকে মার্কিন ডুবোজাহাজ থেকে টর্পেডো ছুড়ে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুধবার আমেরিকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ এই হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। 'আইআরআইএস ডেনা' নামে ওই ইরানি ফ্রিগেটটি সম্প্রতি ভারতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক নৌমহড়া থেকে ফেরার পথে এই ভয়াবহ হামলার শিকার হয়। শ্রীলঙ্কার সরকারি সূত্রে খবর, এই ঘটনায় অন্তত ৮০ জন ইরানি নৌসেনার মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ শতাধিক।

শ্রীলঙ্কার বিদেশমন্ত্রী ভিজিথা হেরাথ পার্লামেন্টে জানিয়েছেন, বুধবার ভোররাতে গল বন্দরের প্রায় ৪০ নটিক্যাল মাইল দূরে মৌজ-ক্লাস ফ্রিগেট 'আইআরআইএস ডেনা' থেকে বিপদসংকেত পাওয়া যায়। ১৮০ জন ক্রু সদস্যের জাহাজটি ডুবে যাওয়ার পর শ্রীলঙ্কার নৌ ও বিমানবাহিনী দ্রুত উদ্ধার অভিযানে নামে। দ্বীপদেশের নৌবাহিনীর মুখপাত্র কমান্ডার বুদ্ধিকা সম্পথ জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ৩২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। গল শহরের একটি সরকারি হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'মার্কিন ডুবোজাহাজ ভারত মহাসাগরে সেই ইরানি যুদ্ধজাহাজটিকে ডুবিয়ে দিয়েছে, যেটি আন্তর্জাতিক জলসীমায় নিজেকে নিরাপদ মনে করেছিল। জাহাজটিকে টর্পেডো দিয়ে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।' শ্রীলঙ্কার উপবিদেশমন্ত্রী স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, এই হামলায় অন্তত ৮০ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

ডুবে যাওয়া জাহাজ 'আইআরআইএস ডেনা' গত ১৮ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত 'মিলান ২০২৬' এবং 'ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ'-তে অংশ নিয়েছিল। দুই সপ্তাহ আগেই ভারতীয় নৌবাহিনীর ইস্টার্ন নেভাল কমান্ড জাহাজটিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। ভারত থেকে ফেরার পথেই এটি মার্কিন হামলার শিকার হল।

শুরুতে শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী ডুবোজাহাজ হামলার খবর অস্বীকার করলেও মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর স্বীকারোক্তির পর আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীলঙ্কার আকাশসীমায় কোনও বিদেশি যুদ্ধবিমান দেখা না গেলেও সমুদ্রের নীচ থেকে চালানো এই চোরাগোপ্তা হামলা ইরান-আমেরিকা যুদ্ধকে এক ভয়াবহ মোড়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। একদিকে ইরান যখন হরমুজ প্রণালী বন্ধের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে, অন্যদিকে ভারত মহাসাগরের এই হামলা দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতেও চরম অস্থিরতা তৈরি করল।

ভালোবাসার রং... *বুধবার নয়াদিল্লিতে হোলি উৎসবে রাহুল গান্ধি। ডানদিকে, চেন্নাইয়ে বাবার কাঁধে চেপে রং খেলতে ব্যস্ত খুদে।*

বাণিজ্যে ইতি?

ওয়াশিংটন, ৪ মার্চ : ইরানের ওপর হামলার জন্য স্পেনের সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করতে চেয়েছিল আমেরিকা। কিন্তু স্পেন সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেয়। এর জেরে ক্ষুব্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পেনের সঙ্গে সমস্ত বাণিজ্য বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এছাড়া ন্যাটো জোটে স্পেনের প্রতিরক্ষা ব্যয় নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তে দুই দেশের সম্পর্কে নতুন করে প্রবল উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

টা-টা পাকিস্তান

করাচি, ৪ মার্চ : ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর পাকিস্তানে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। করাচিতে মার্কিন কনস্যুলেটে হামলা চালায় বিক্ষোভকারীরা, যার জেরে অন্তত দশ জনের মৃত্যু হয়। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আমেরিকা তাদের করাচি ও লাহোর কনস্যুলেটের কর্মীদের দ্রুত পাকিস্তান ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে।

চার্চিল খোঁচা

ওয়াশিংটন, ৪ মার্চ : ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের আবহে সাইপ্রাসে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ পাঠানো নিয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মারের কড়া সমালোচনা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানের ওপর মার্কিন হামলার সময় ব্রিটেনের অসহযোগিতা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। ট্রাম্প কটাক্ষ করে বলেন যে স্টার্মারের ব্রিটেন আর উইনস্টন চার্চিলের যুগে আটকে নেই।

চিনা অস্ত্র ভোঁতা

তেহরান, ৪ মার্চ : ইরানে মার্কিন ও ইজরায়েলি যৌথ হামলার মুখে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে চিনের তৈরি 'এইচকিউ-৯বি' বায়ুপ্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। তেহরানের পরমাণু কেন্দ্রগুলি রক্ষার দায়িত্বে থাকা এই চিনা প্রযুক্তি একটিও মিসাইল আটকাতে পারেনি। এর আগে ভারতের 'অপারেশন সিন্দুর'-এর সময় পাকিস্তানেও এই একই চিনা রাডার সিস্টেম ব্যর্থ হয়েছিল।

তেহরানে সাইবার ফাঁদ, এআই'র শিকার খামেনেই

তেল আভিভ, ৪ মার্চ : যুদ্ধবিমান, মিসাইল বা গুপ্তচরবৃত্তির চেনা ছক— এসব এখন অতীত। শত্রুকে শেষ করতে এখন আর দুর্লঙ্ঘ্য সীমান্ত পেরোনোর দরকার নেই। আপনার হাতের স্মার্টফোন বা রাস্তার মোড়ে থাকা সাধারণ ট্রাফিক ক্যামেরাই হয়ে উঠতে পারে আপনার মৃত্যুদূত! শুনতে হলিউডের কোনও টানটান সায়েন্স-ফিকশন থ্রিলারের মতো লাগলেও, এটাই এখন আধুনিক বিশ্বের নিরেট বাস্তব। আর এই নির্মম বাস্তবের শিকার হয়েই প্রাণ খোয়াতে হল ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি খামেনেইকে।

ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা 'মোসাদ' এবং আমেরিকার 'সিআইএ' মিলে বছরের পর বছর ধরে ইরানের রাজধানী তেহরানের ট্রাফিক ক্যামেরা ও মোবাইল নেটওয়ার্ক নিজেদের কব্জায় রেখেছিল। তেহরানের রাস্তায় এমন কোনও সিগন্যাল বা সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল না, যার রিমোট কন্ট্রোল ইজরায়েলের হাতে ছিল না। খামেনেই কখন কোথায় যাচ্ছেন, কোন কনভয় ব্যবহার করছেন, তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের গতিবিধি কী— এই সমস্ত অতি-গোপনীয় তথ্য রিয়েল-টাইমে পৌঁছে যাচ্ছিল তেল আভিভ এবং ওয়াশিংটনে।

সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয় হল, খামেনেইকে রক্ষা করতে ইরান একাধিক ভুয়ো কনভয় বা 'ডিকয়' ব্যবহার করত। কিন্তু হাজার হাজার ক্যামেরার লক্ষ লক্ষ ঘণ্টার ফুটেজ নিমেষে বিশ্লেষণ করতে মোসাদ কাজে লাগিয়েছিল অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এআই-এর তীক্ষ্ণ নজর এড়িয়ে আসল কনভয় লুকিয়ে রাখা তেহরানের পক্ষে সম্ভব হয়নি। নিজেদের দেশের সুরক্ষিত ঘেরাটোপের ভেতরেই কার্যত ডিজিটাল বন্দি ছিলেন খামেনেই!

এই নিখুঁত সাইবার-নজরদারির ওপর ভিত্তি করেই খামেনেইয়ের ওপর মোক্ষম আঘাত হানে আমেরিকা ও ইজরায়েল। এই ঘটনা বিশ্ব রাজনীতির এবং আধুনিক যুদ্ধনীতির সমীকরণটাই একেবারে বদলে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে সাইলেন্ট ওয়েপন হয়ে দাঁড়িয়েছে 'ডেটা' আর 'অ্যালগরিদম'। ইরানের মতো একটি দেশের সর্বোচ্চ নেতার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় যদি হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে তাসের ঘরের মতো ভেঙে দেওয়া যায়, তবে সাধারণ মানুষের ডিজিটাল নিরাপত্তা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা হয়তো সীমান্তে বাজবে না, তবে অলক্ষ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে এক ভয়ংকর 'সাইলেন্ট ডিজিটাল ওয়ার'। এখন আর শত্রু বাইরে থাকে না, আপনার পকেটের মোবাইল ফোনেই ঘাপটি মেরে বসে আছে!

আজ ভোট নেপালে

কাঠমান্ডু, ৪ মার্চ : নয়া ইতিহাস রচনার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নেপাল। বৃহস্পতিবার ভারতের এই প্রতিবেশী দেশটির নেপালের হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের ২৭৫ আসনে ভোটগ্রহণ করা হবে। এর মধ্যে ১৬৫ আসনে ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট (এফপিটিপি) নিয়মে ভোট হবে। বাকি ১১০টি আসনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর নিরিখে ভোট হবে। নেপালের অফিশিয়েটিং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রামপ্রসাদ ভাণ্ডারী জানিয়েছেন, গণনা শুরুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এফপিটিপি নিয়মে অর্থাৎ সরাসরি ভোটগ্রহণের ফল ঘোষণা করার চেষ্টা করা হবে। এবারে ভোটের মূল ইস্যু রাষ্ট্রীয় সংস্কার বনাম স্থিতাবস্থা বজায় রাখার মধ্যে। গতবছর সেপ্টেম্বরে জেন জি বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছিল নেপাল। ক্ষমতাচ্যুত হন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। এবার অবশ্য শেষ হাসি কে হাসবে তা নিয়ে তর্ক চলছে। ওলি, প্রচণ্ডরা ভোটযুদ্ধে থাকলেও জেন জি-র কথা মাথায় রেখে নেপালি কংগ্রেস তাদের মুখ করেছে গগনকুমার থাপাকে। ভোট শুরু হবে সকাল সাতটায়। চলবে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত। ভোটে অশান্তি রুখতে কড়া নিরাপত্তা বন্দোবস্ত করেছে নেপালি সেনা।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত

ইসলামাবাদ, ৪ মার্চ : ভারত সহ একাধিক পড়শি দেশের বিরুদ্ধে ফের গুরুতর অভিযোগ করল পাকিস্তান। সেদেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ দাবি করেছেন, ভারত, আফগানিস্তান ও ইরান একত্রে মিলে পাকিস্তানকে একটি 'ভ্যাসাল স্টেট' বা আজ্ঞাবহ রাষ্ট্রে পরিণত করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। আসিফের মতে, জায়নবাদী চক্রান্তের অংশ হিসাবে ইরানের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে ইজরায়েলি প্রভাবকে পাকিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত টেনে আনার পরিকল্পনা চলছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের ২৫ কোটি মানুষকে 'চিরশত্রুদের' বিরুদ্ধে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি পাকিস্তানের পরমাণুশক্তির কথাও স্মরণ করিয়ে দেন।

একই সুরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি অভিযোগ করেছেন, এই মুহূর্তে ভারতও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'আরেকটি যুদ্ধের' প্রস্তুতি নিচ্ছে। ২০২৫ সালের 'অপারেশন সিঁদুর' এবং পহলগাম হামলা পরবর্তী দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনার আবহে তিনি আলোচনার মাধ্যমে আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন।

রাহুল, সোনিয়ার নিশানায় মোদি

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ : ইরানের ওপর আমেরিকা-ইজরায়েলের যৌথ হামলা এবং তার জবাবে তেহরানের পালটা হামলার ঘটনায় মোদি সরকারের নীরবতা নিয়ে সুর চড়ালেন সোনিয়া এবং রাহুল গান্ধি। লোকসভার বিরোধী দলনেতা সমাজমাধ্যমে সাফ জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উচিত অবিলম্বে মুখ খোলা। রাহুলের প্রশ্ন, 'উনি কি বিশ্বব্যবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করতে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের হত্যাকেও সমর্থন করেন? নীরবতা ভারতের মর্যাদাকে ম্লান করে দিয়েছে।'

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির মতে, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল এবং ইরানের মধ্যে শত্রুতা যেভাবে বাড়ছে, তাতে ওই সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলটিকে আরও ব্যাপক সংঘর্ষের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। প্রায় এক কোটি ভারতীয় সহ কোটি কোটি মানুষ অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়ে। নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগগুলি বাস্তব হলেও সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে এমন হামলাগুলি শুধুমাত্র এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করবে। ইরানের ওপর একতরফা হামলা এবং সেইসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের ওপর ইরানের হামলার নিন্দা জানাতেই হবে।'

কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার নিন্দা করেছেন সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধিও। একটি উত্তর সম্পাদকীয়তে তিনি বলেছেন, 'খামেনেই হত্যার ঘটনায় মোদি সরকারের নীরবতা নিরপেক্ষতা নয়, বরং দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে পিছিয়ে আসা।' সোনিয়ার বক্তব্য, 'অতীতে ভারতের স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে এসেছিল ইরান। আজ ইরানের ঘটনায় ভারত সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে মুখর নয়। তাহলে আগামী দিনে অন্য দেশগুলি নিজেদের আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে রক্ষার ক্ষেত্রে ভারতকে বিশ্বাস করবে কেন?'

এদিকে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি ইরানের নিহত নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের হত্যার প্রতিবাদে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি পুড়িয়ে প্রতিবাদ দেখান। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ইজরায়েল সফর চলাকালীন ইরানে হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে দাবি করেছে ভারতে নিযুক্ত সেদেশের রাষ্ট্রদূত রিভভান আজার। তিনি জানিয়েছেন, মোদি ইজরায়েল ছাড়ার দু-দিন পর ইরান আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

> **উনি কি বিশ্বব্যবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করতে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের হত্যাকেও সমর্থন করেন? নীরবতা ভারতের মর্যাদাকে ম্লান করে দিয়েছে।**
>
> **রাহুল গান্ধি**

রাজ্যসভার পথে নীতীশ কুমার!

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ৪ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে শেষমেশ কি সুপ্ত বাসনা পূর্ণ হতে চলেছে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের? তাঁর বরাবরের আক্ষেপ ছিল, লোকসভা, বিধানসভা, বিধান পরিষদে একাধিকবার নির্বাচিত হলেও তিনি কখনও রাজ্যসভায় যাননি। অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে গত নভেম্বরে দশম বারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসার পর নীতীশ কুমারের সুপ্ত বাসনাটি কালের গভীরে হারিয়েই যেতে বসেছিল। কিন্তু বুধবার একটি সূত্র জানিয়েছে, বিহারের রাজ্যপাট পাকাপাকিভাবে বিজেপির

উপমুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন ছেলে নিশান্ত

হাতে তুলে দিয়ে রাজ্যসভায় নতুন ইনিংস শুরু করতে চলেছেন নীতীশ কুমার। আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনে বৃহস্পতিবার মনোনয়ন দাখিল করতে পারেন জেডিইউ সভাপতি। তবে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত জেডিইউ ও বিজেপি উভয় দলই মুখে কুলুপ এঁটেছে।

তিনি দিল্লি পাড়ি দিলে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরি অথবা বিজয়কুমার সিনহার মধ্যে যে কোনও একজনকে বেছে নিতে পারেন বিজেপি শীর্ষনেতৃত্ব। সেক্ষেত্রে নীতীশ কুমারের ছেলে নিশান্ত কুমারকে বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী করা হতে পারে। দীর্ঘ ২১ বছর পর নীতীশের পুনরায় দিল্লি যাত্রা এবং বিহারের রাজনীতি থেকে আগাগোড়া দূরে থাকা নিশান্তের নাটকীয় আবির্ভাব জল্পনায় পাটনার পারদ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী।

১৬ মার্চ বিহারের পাঁচটি সহ সারাদেশের মোট ৩৭টি রাজ্যসভার আসনে নির্বাচন। বিহারের ওই পাঁচটি আসনের মধ্যে জেডিইউয়ের ২, আরজেডির ২ এবং আরএলএমের একটি রয়েছে।

বিজেপি ইতিমধ্যে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন এবং শিবেশ কুমারকে বিহারে প্রার্থী করেছে। তাঁরা দুজনেই বিধানসভার সদস্য। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ বৃহস্পতিবার। জেডিইউ এখনও তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেনি। পঞ্চম আসনে এনডিএ শরিক আরএলএম নেতা উপেন্দ্র কুশওয়াহাকে পুনরায় প্রার্থী করা হবে কি না তা স্পষ্ট নয়।

আরজেডি-কংগ্রেসের বিরোধী মহাজোট ওই আসনে প্রার্থী দিতে আগ্রহী। শোনা যাচ্ছে, লালুপ্রসাদ যাদব তাঁর ছেলে তেজস্বী যাদবকে প্রার্থী করতে আগ্রহী। যদি বিরোধীরা সত্যিই প্রার্থী দেয় তাহলে পঞ্চম আসনে ভোটাভুটি অনিবার্য। বিহার থেকে জেতার জন্য প্রার্থীরা ৪১ জন বিধায়কের সমর্থন পেতে পারেন। বিধানসভায় এনডিএ-র হাতে রয়েছে ২০২ জনের সমর্থন। অপরদিকে বিরোধীদের হাতে রয়েছে ৪১টি আসন।

বুধবার শ্রীনগরে নেতানিয়াহুর পোস্টারে আগুন মেহেবুবা মুফতির।

অ্যাপচালকের ব্যাংকে ৩০০ কোটি

আহমেদাবাদ, ৪ মার্চ : মাসিক আয় তাঁর মেরেকেটে ১০-১২ হাজার টাকা। অথচ সেই র‍্যাপিডোচালকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কয়েকশো কোটি টাকা! আহমেদাবাদে বিরাট বেআইনি ক্রিকেট বেটিং ও শেয়ার বাজার কারচুপির চক্র ফাঁস করল ইডি। তদন্তের মূলে রয়েছেন প্রদীপ ওডে নামে এক র‍্যাপিডোচালক। তাঁর অ্যাকাউন্টে ৩০০ কোটি টাকারও বেশি লেনদেন দেখে তাজ্জব ইডি আধিকারিকরা।

ইডির তদন্তে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। মাত্র ২৫ হাজার টাকার বিনিময়ে কিরণ পারমার নামে এক ব্যক্তিকে নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি ভাড়া দিয়েছিলেন প্রদীপ। প্রতিটি চেকে সই করার জন্য তিনি অতিরিক্ত ৪০০ টাকা করে পেতেন। প্রদীপের পরিচয়পত্র ব্যবহার করে 'প্রদীপ এন্টারপ্রাইজ' সহ তিনটি ভুয়ো সংস্থা তৈরি করা হয়েছিল, যাদের মাধ্যমে মোট ৫৫০ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন চালানো হয়। এই বিপুল অর্থ অনলাইনে ক্রিকেটে বাজি ধরা এবং শেয়ার বাজারে শেয়ারের দাম কৃত্রিমভাবে বাড়ানোর (সার্কুলার ট্রেডিং) কাজে ব্যবহৃত হত। এছাড়া হাওয়ালা ও ভুয়ো অনুদানের মাধ্যমেও টাকা পাচারের প্রমাণ মিলেছে।

নয়ছয় রুখতে বঙ্গ বিজেপিতে 'আর্থিক সাজারি'

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ : কাগজে-কলমে বরাদ্দ ২০ হাজার, কিন্তু বুথ সভাপতির হাতে পৌঁছচ্ছে মাত্র ৫ হাজার! মাঝপথেই উবে যাচ্ছে বাকি টাকা। বঙ্গ বিজেপির অন্দরে এই দীর্ঘদিনের 'তহবিল তছরুপ' রুখতে এবার সরাসরি সাজারি চালাল দিল্লি। আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে বাংলায় কার্যত 'আর্থিক ইমার্জেন্সি' জারি করলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হল— রাজ্যের কোনও নেতার হাতে আর নির্বাচনের টাকা দেওয়া হবে না।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) সুনীল বনসল যে মেজাজে ধরা দিলেন, তাতে কার্যত থরহরিকম্প দশা জেলা নেতাদের। সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের দুই সাংসদ খগেন মুর্মু ও কার্তিক পালের উপস্থিতিতেই বনসল সোজাসাপ্টা তোপ দাগেন। তাঁর সাফ কথা, 'বাংলার অনেক সাংসদ নিজেদের জমিদার আর বিধায়করা নিজেদের রাজা ভাবতে শুরু করেছেন।' প্রজারা সব তাঁর কাছেই আসবে—এই অহংকার যে সংগঠনের দফারফা করছে, তা-ও আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি।

এবারের নির্বাচনে কেন্দ্র থেকে আসা ফান্ডের চাবিকাঠি জেলা সভাপতি বা কোষাধ্যক্ষদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে দিল্লি। বনসালের যুক্তি অত্যন্ত কড়া—'বাংলার কোনও নেতাকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।' কেন জেলা সভাপতির হাতে টাকা থাকবে? এই প্রশ্ন তুলে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এবার থেকে টাকা যাবে সরাসরি বুথ স্তরে। মাঝপথে কোনও 'ফিল্টার' বা ভাগ-বাঁটোয়ারা চলবে না।

বুথের টাকায় কোপ

কাটমানি রুখতে এবার প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে বিজেপি। ব্যবস্থাটি অনেকটা এরকম-প্রত্যেক বুথ সভাপতির আধার কার্ড, ব্যাঙ্ক পাসবই এবং ফোন নম্বর ইতিমধ্যেই দিল্লিতে জমা পড়েছে। টাকা সরাসরি ঢুকবে বুথ ও শক্তিকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্তদের অ্যাকাউন্টে। টাকা পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লির কল সেন্টার থেকে ফোন যাবে বুথ সভাপতির কাছে। প্রশ্ন হবে একটাই—'টাকা পেয়েছেন? কত পেয়েছেন?'

আগে বুথ পিছু ২০ হাজার বরাদ্দ থাকলেও নিচুতলায় পৌঁছত মাত্র ৫ হাজার। বাকি ১৫ হাজার টাকা জেলা থেকে মণ্ডল স্তরেই উবে যেত।

পুরনো কাঠামো ভেঙে এবার বিভাগীয় কনভেনার ও জেলা ইনচার্জদের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। জেলা ইনচার্জরা সরাসরি মণ্ডল সভাপতিদের হাতে টাকা দেবেন এবং সই করা প্রাপ্তিস্বীকার পত্র সংগ্রহ করবেন। সেই রিপোর্ট মিললেই তবেই পরের কিস্তির টাকা ছাড়বে দিল্লি।

উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু হওয়া বনসলের এই 'ক্লাস' এখন গোটা রাজ্যেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এই কড়াকড়িতে নিচুতলার কর্মীরা খুশি হলেও, জেলা স্তরের 'দাদাদের' কপালে চিন্তার ভাঁজ। প্রশ্ন উঠছে, এই আর্থিক সাজারি কি ভোটের আগে সংগঠনের ফাটল ঢাকবে, নাকি অন্দরের ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দেবে?

লক্ষ্যভেদ

‘লক্ষ্যভেদ’-এর পাতায় আজ সূচনা হচ্ছে এক নতুন অধ্যায়ের—‘আমরা পারলে, তুমিও পারবে’। উত্তরবঙ্গের সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে যাঁরা আজ নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের শূন্য থেকে শিখরে ওঠার এই লড়াইয়ের গল্প আপনাদেরও স্বপ্নজয়ের সাহস জোগাবে। বিশ্বাস রাখুন, তাঁরা পারলে, আপনিও পারবেন।

শূন্য থেকে ক্লাউড কম্পিউটিং: স্রোতের বিপরীতে হেঁটে চলা

আমরা পারলে তুমিও পারবে

সন্দীপ দেবনাথ

আজ যখন আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের শহর সিয়াটেলে বসে ওরাকল-এর অফিসে বিশ্বের বৃহত্তম ক্লাউড পরিকাঠামো কিংবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-র মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করি, তখন মাঝেমধ্যেই নিজের অজান্তে মনটা ছুটে চলে যায় উত্তরবঙ্গের সীমান্ত-পার্শ্ববর্তী দিনহাটায়, যেখানে আমার বেড়ে ওঠা। আমার বর্তমান কাজ—বিশ্বের বড় বড় কর্পোরেট সংস্থা বা সরকারের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির জটিল ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা—শুনতে খুব গালভরা মনে হতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এক প্রান্তিক মফস্বল থেকে শুরু করে আজকের এই অবস্থানে পৌঁছানোর যাত্রাটা একেবারেই মসৃণ ছিল না।

আমাদের ছোটবেলায় আজকের মতো ইন্টারনেটের এত সহজলভ্য তথ্যভাণ্ডার ছিল না। রোল মডেল বা 'মেন্টর' বলতে ছিলেন স্কুলের শিক্ষক বা স্থানীয় দাদা-দিদিরা। তাদের অনেকেই স্কুল সার্ভিস কমিশন দিয়ে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতেন। তাই আমাদের মতো মফস্বলের ছেলেদের কাছেও ওটাই ছিল সবচেয়ে নিরাপদ এবং নিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতছানি। এর বাইরে যে একটা বিশাল জগৎ আছে, প্রযুক্তি নিয়ে যে আন্তর্জাতিক স্তরে কাজ করা যায়, সে বিষয়ে সঠিক গাইডেন্সের বড়ই অভাব ছিল। আমরা ছিলাম অনেকটা স্রোতের শ্যাওলার মতো, সবাই যেদিকে যাচ্ছে, আমরাও সেদিকেই ভাসতাম। আমার নিজেরও জয়েন্ট এন্ট্রান্সে প্রথমবার সাফল্য আসেনি, দ্বিতীয়বারেও র‍্যাঙ্ক ভালো ছিল না। কিন্তু আমি হতাশ হয়ে বসে থাকিনি। পলিটেকনিক এন্ট্রান্স দিয়ে নিজের রাস্তা তৈরি করার চেষ্টা করেছি। আমি বুঝেছিলাম, আমার লড়াইটা অন্যদের চেয়ে একটু বেশি কঠিন হবে।

ঝুঁকি নেওয়ার সাহস আর মানিয়ে নেওয়ার লড়াই

আমার জীবনের প্রথম বড় চ্যালেঞ্জটা আসে কলেজ শেষের পরপরই। ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতে চাকরি পেয়ে সোজা চলে যেতে হয় দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রাবাদে। ভাবুন তো, যে ছেলেটা তার আগে কোনোদিন নিজের রাজ্যের বাইরেই পা রাখেনি, সে হঠাৎ গিয়ে পড়ল সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভাষা ও সংস্কৃতির মাঝে। আমার প্রথম কাজ ছিল হার্ডওয়্যার রিপেয়ারিং—সিআরটি মনিটর, প্রিন্টার সারানো। কাজটা উপভোগ করতাম,

কিন্তু আসল সমস্যা ছিল অন্য জায়গায়। অফিসে আমিই ছিলাম একমাত্র বাঙালি। চারপাশে সবাই তেলেগু, তামিল বা মালায়ালিতে কথা বলছে। না বুঝি তাদের ভাষা, না অভ্যস্ত তাদের খাবারে। কাজের প্রয়োজনে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রত্যন্ত গ্রামে যেতে হতো, রাত কাটাতে হতো পঞ্চায়েত অফিসে। সেখানে ইংরেজি বা হিন্দি—কোনোটাই চলত না।

অনেকে হয়তো এই পরিস্থিতিতে হাল ছেড়ে বাড়ি ফিরে আসত। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমাকে এই প্রতিকূলতার সাথেই লড়াই করতে হবে। আমি বাসের গায়ে লেখা গন্তব্যস্থল আর সিনেমার পোস্টার দেখে দেখে তেলেগু বর্ণমালা চিনতে শিখি। সহকর্মীদের সাথে মিশে তাদের সংস্কৃতিকে আপন করে নেওয়ার চেষ্টা করি। এই যে নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা—এটা আমি সেই কঠিন দিনগুলোতেই শিখেছিলাম।

আমার কেরিয়ারের আসল 'টার্নিং পয়েন্ট' আসে যখন আমি বেঙ্গালুরুতে কাজ করছি। জানতে পারি, মুম্বাইতে আইবিএম-এর মতো বহুজাতিক সংস্থার ইন্টারভিউ চলছে। হাতে সময় নেই, পকেটে খুব বেশি টাকাও নেই। আমি এক রাতের বাস জার্নি করে মুম্বাই পৌঁছাই ইন্টারভিউ দিতে। সেদিন যদি ওই ঝুঁকিটা না নিতাম, যদি ভাবতাম "এত দূর গিয়ে কী হবে", তাহলে হয়তো আজ আমি কোনো ছোট কোম্পানির রিজিওনাল হেড হয়েই জীবন কাটিয়ে দিতাম। ওই একটি সিদ্ধান্ত আমার সামনে গ্লোবাল কর্পোরেট কালচার এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দরজা খুলে দিয়েছিল।

পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে যা কিছু জরুরি

আজ ১৫ বছর ধরে আমেরিকাতে কাজ করার অভিজ্ঞতায় একটা কথা আমি খুব জোর দিয়ে বলতে পারি—শুধু ক্লাসরুমের ফার্স্ট বয় হলেই জীবনে সফল হওয়া যায় না। আমার এই যাত্রাপথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়েও বেশি যা কাজে লেগেছে, তা হলো আমার 'সফট স্কিল'। সফট স্কিল মানে কিন্তু শুধু অনর্গল ইংরেজি বলা নয়। এর মানে হলো—দলের সবার সাথে মিলেমিশে কাজ করা, অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে শোনা, এবং নিজের ভুল হলে সমালোচনা সহ্য করার মানসিকতা তৈরি করা। আমি যখন নতুন ছিলাম, তখন আমার সিনিয়রদের কাজ খুব মন দিয়ে দেখতাম, প্রশ্ন করতাম, শিখতাম। এই শেখার আগ্রহটা কখনো মরতে দিইনি।

আজকের ছাত্রছাত্রীদের আমি এটাই বলব, প্রযুক্তি

প্রতিদিন পাল্টাচ্ছে। আজ আমি এআই নিয়ে কাজ করছি, কাল হয়তো অন্য কিছু আসবে। তাই নিজেকে 'আজীবন ছাত্র' মনে করতে হবে। নতুন প্রযুক্তি আসার সাথে সাথে নিজেকে আপডেট রাখতে হবে। কোম্পানিগুলো এখন আর শুধু ডিগ্রি দেখে না, তারা দেখে তুমি কতটা দ্রুত নতুন জিনিস শিখতে পারো এবং দলের সাথে কতটা সহজে মিশে যেতে পারো।

নিজের শিকড়কে বিশ্বাস করো, স্বপ্ন দ্যাখো

আমি জানি, উত্তরবঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গের যেকোনো মফস্বল শহরে বসে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রীই হীনম্মন্যতায় ভোগে। তারা ভাবে, "আমি তো বাংলা মিডিয়ামে পড়েছি, বড় শহরের ইংরেজি মিডিয়ামের ছেলেদের সাথে আমি কি পাল্লা দিতে পারব?” তাদের উদ্দেশে আমার একটাই কথা—আমি নিজে বাংলা মিডিয়ামে পড়েছি। আমার ইংরেজি বলা শুরু হয়েছে চাকরিতে ঢোকার পর। আমি যদি আজ বিশ্বের সেরা প্রযুক্তিবিদদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পারি, তবে তোমরাও পারবে। মাধ্যম নয়, তোমার চিন্তার স্পষ্টতাই আসল। আজকের ইন্টারনেটের যুগে সিয়াটেলে বসে আমি যে তথ্য পাচ্ছি, শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়িতে বসে তুমিও সেই একই তথ্য পাচ্ছ। আসল হলো সেই তথ্যকে তুমি কীভাবে কাজে লাগাচ্ছ। স্বপ্ন দেখাটা জরুরি, কিন্তু শুধু স্বপ্ন দেখে বসে থাকলে হবে না। তার জন্য সঠিক পরিকল্পনা করতে হবে, প্ল্যান 'এ' কাজ না করলে প্ল্যান 'বি' তৈরি রাখতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। আমার যাত্রা যদি তোমাদের কাউকে একটুও অনুপ্রাণিত করে, তবে জানব আমার এই ফিরে দেখা সার্থক। লড়াইটা চালিয়ে যাও, সাফল্য আসবেই।

স্কিল অফ দ্য উইক

অ্যাডাপ্ট্যাবিলিটি (AQ) – পরিবর্তনের ঝড়ে টিকে থাকার চাবিকাঠি

আমরা সবাই আইকিউ (IQ) বা বুদ্ধিমত্তার কথা জানি। ইদানীং ইকিউ (EQ) বা আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার গুরুত্বও বেড়েছে। কিন্তু ২০২৬-এর চাকরির বাজারে এখন রাজত্ব করছে ‘একিউ’ বা 'অ্যাডাপ্ট্যাবিলিটি কোশেন্ট' (Adaptability Quotient)। চার্লস ডারউইন সেই কবেই বলেছিলেন—‘সবচেয়ে শক্তিশালী বা বুদ্ধিমান প্রজাতি টিকে থাকে না, টিকে থাকে তারাই যারা পরিবর্তনের সঙ্গে সবচেয়ে দ্রুত খাপ খাওয়াতে পারে।’

অ্যাডাপ্ট্যাবিলিটি (AQ) কী

সহজ কথায়, পরিস্থিতি বদলানোর সাথে সাথে নিজের কাজের ধরন, চিন্তাভাবনা এবং দক্ষতা বদলানোর ক্ষমতাই হলো অ্যাডাপ্ট্যাবিলিটি। ধরুন, অফিসে হঠাৎ নতুন সফটওয়্যার এল। আপনি কি বিরক্ত হয়ে বলবেন, "ধুর! আগেরটাই ভালো ছিল", নাকি উৎসাহ নিয়ে বলবেন, "দেখি তো এটা দিয়ে কাজটা কত সহজে করা যায়?" দ্বিতীয়টিই হল হাই-AQ এর লক্ষণ।

কেন এটি এখন সবচেয়ে জরুরি?

এআই (AI) এবং অটোমেশনের যুগে কাজের ধরন প্রতি ৬ মাসে বদলে যাচ্ছে। নিয়োগকারীরা এখন এমন কর্মী খুঁজছেন না যিনি সব জানেন, বরং এমন কর্মী খুঁজছেন যিনি যেকোনো নতুন পরিস্থিতিতে দ্রুত শিখে নিতে পারেন।

কীভাবে বাড়াবেন নিজের AQ?

১. আনলার্ন (Unlearn) করতে শিখুন : পুরনো বা অচল জ্ঞান ভুলে গিয়ে নতুন পদ্ধতি শেখার মানসিকতা তৈরি করুন। ‘আমি তো এভাবেই কাজ করি’-এই জেদ ছাড়তে হবে। ২. কৌতূহলী হন : নতুন কোনো টুল বা অ্যাপ বাজারে এলে ভয় না পেয়ে সেটা ঘেঁটে দেখুন। পরিবর্তনের ঢেউয়ের সাথে লড়ার চেয়ে ঢেউয়ের ওপর চড়ে বসা (Surfing) বুদ্ধিমানের কাজ। ৩. প্ল্যান 'বি' তৈরি রাখুন : সবসময় মনে রাখবেন, যেকোনো সময় প্ল্যান বদলাতে হতে পারে। মানসিকভাবে ফ্লেক্সিবল বা নমনীয় থাকুন।

মনে রাখবেন, ভবিষ্যৎ তাদের জন্য নয় যারা পরিবর্তনকে ভয় পায়; ভবিষ্যৎ তাদেরই, যারা পরিবর্তনের সাথে নিজেদের আপগ্রেড করে নেয়।

প্রথাগত ডিগ্রির বাইরে : আইটিআই ও পলিটেকনিকের রমরমা

মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোনোর পর আমাদের সমাজে একটা অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে—হয় ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে, নয়তো সাধারণ বিএ, বিএসসি বা বিকম পড়ে সরকারি চাকরির লাইনে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে এই ধারণা কি সত্যিই আর খাটছে? বাস্তবের মাটি কিন্তু অন্য কথা বলছে। বর্তমান শিল্পক্ষেত্রে শুধু মোটা মোটা বই পড়া 'থিওরি' জানা লোকের চেয়ে হাতে-কলমে 'কাজ' জানা দক্ষ কারিগর বা টেকনিশিয়ানের কদর অনেক বেশি। আর এখানেই সাধারণ ডিগ্রিকে টেক্কা দিচ্ছে আইটিআই এবং পলিটেকনিক।

আজকের প্রতিবেদনে আমরা দেখব, কেন প্রথাগত ডিগ্রির ভিড়ে হারিয়ে না গিয়ে কারিগরি শিক্ষার পথ বেছে নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে।

১ **দ্রুত চাকরি :** বেকারত্বের সমাধান সাধারণ গ্র্যাজুয়েশন শেষ করতে তিন থেকে চার বছর সময় লাগে। এরপর আবার মাস্টার্স বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে আরও দুই-তিন বছর। সব মিলিয়ে ২৫-২৬ বছর বয়সে গিয়ে একটা চাকরির আশা করা যায়। কিন্তু আইটিআই (১ বা ২ বছর) বা পলিটেকনিক ডিপ্লোমা (৩ বছর) কোর্স শেষ করার পর খুব অল্প বয়সেই উপার্জনের রাস্তা খুলে যায়।

সরকারি সুযোগ : ভারতীয় রেল, প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা (DRDO), ইসরো, এবং বিভিন্ন পাবলিক সেক্টর ইউনিট যেমন ভেল, সেল, ও এনটিপিসি-তে প্রতি বছর হাজার হাজার টেকনিশিয়ান এবং জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হয়। এই পদগুলোর জন্য আইটিআই বা ডিপ্লোমা আবশ্যিক।

বেসরকারি ক্ষেত্র : টাটা মোটরস, মারুতি সুজুকি, এল অ্যান্ড টি-এর মতো বড় ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলো এখন বি.টেক ইঞ্জিনিয়ারদের চেয়ে ডিপ্লোমা হোল্ডারদের বেশি পছন্দ করে। কারণ, এরা ফ্লোর লেভেলে মেশিনের কাজটা ইঞ্জিনিয়ারদের চেয়ে ভালো বোঝে।

২ **ল্যাটারাল এন্ট্রি :** ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার শর্টকাট অনেকে ভাবেন, পলিটেকনিক পড়লে বোধহয় আর 'ইঞ্জিনিয়ার' হওয়া যাবে না, আজীবন টেকনিশিয়ান হয়েই থাকতে হবে। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বরং ডিপ্লোমা করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে ভিত্তি অনেক শক্ত হয়।

সরাসরি দ্বিতীয় বর্ষে : পলিটেকনিক পাস করার পর 'জিলেট' (JELET) বা সমতুল্য পরীক্ষার মাধ্যমে আপনি সরাসরি বি.টেক বা বি.ই কোর্সের দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হতে পারেন। একে বলা হয় 'ল্যাটারাল এন্ট্রি'।

ডবল লাভ: যারা উচ্চমাধ্যমিকের পর জয়েন্ট দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ঢোকে, তাদের অনেক সময় মেশিনের প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান কম থাকে। কিন্তু একজন ডিপ্লোমা পাস ছাত্র বা ছাত্রী মেশিনের নাড়িনক্ষত্র জেনেই বি.টেক শুরু করে। ফলে চাকরির ইন্টারভিউতে তারা অন্যদের চেয়ে কয়েক কদম এগিয়ে থাকে। অর্থাৎ, আপনি হাতেনাতে কাজও শিখলেন, আবার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিও পেলেন।

৩ **স্বনির্ভরতা :** নিজের বস নিজেই সবাই চাকরি পাবে না, এটাই রূঢ় বাস্তব। কিন্তু কারিগরি শিক্ষা থাকলে আপনাকে বেকার বসে থাকতে হবে না। আইটিআই-এর ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার, মোটর মেকানিক, রেফ্রিজারেশন ও এসি মেকানিক—এই ট্রেডগুলোর চাহিদা মফস্বলে প্রচুর।

সার্ভিস সেন্টার : এখন ঘরে ঘরে এসি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন। এগুলো সারানোর দক্ষ লোকের বড়ই অভাব। সামান্য পুঁজি নিয়ে নিজের সার্ভিস সেন্টার বা ওয়ার্কশপ খুলে মাসে সম্মানজনক আয় করা সম্ভব।

সরকারি লোন: আপনি যদি আইটিআই বা পলিটেকনিক পাস করে ব্যবসা করতে চান, তবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্কিম (যেমন—মুদ্রা লোন বা পিএমইজিপি)-এর মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, আপনি শুধু নিজের কর্মসংস্থানই করছেন না, আরও দু-তিনজনকে কাজ দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করছেন।

৪ **আধুনিক যুগের নতুন ট্রেড :** আইটিআই বা পলিটেকনিক মানেই যে শুধু হাতুড়ি-ছেনির কাজ, তা কিন্তু নয়। সময়ের সাথে সাথে এখানেও এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া।

কম্পিউটার ও আইটি : পলিটেকনিকে কম্পিউটার সায়েন্স বা আইটি নিয়ে পড়লে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোতে জুনিয়র ডেভেলপার বা হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ঢোকার সুযোগ থাকে।

সার্ভে ও সিভিল: রিয়েল এস্টেট এবং প্রোমোটিং ব্যবসার বাড়বাড়ন্তের ফলে সিভিল ড্রাফটম্যান বা সার্ভেয়ারদের চাহিদা এখন তুঙ্গে। জমি মাপা থেকে শুরু করে বিল্ডিংয়ের নকশা তৈরি—সবই এদের কাজ।

দিনশেষে, জীবনের লক্ষ্য যদি হয় দ্রুত পায়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানো এবং পরিবারের দায়িত্ব নেওয়া, তবে আইটিআই বা পলিটেকনিক এক দুর্দান্ত বিকল্প। গতানুগতিক স্রোতে গা না ভাসিয়ে, নিজের আগ্রহ এবং দক্ষতা অনুযায়ী সঠিক ট্রেড বেছে নিন। মনে রাখবেন, সমাজ কী ভাবল তার চেয়ে বড় কথা হলো—মাস শেষে আপনি স্বাবলম্বী হতে পারলেন কিনা। দক্ষ হাতের কদর কিন্তু সব যুগেই ছিল, আছে এবং থাকবে।

এক্সপার্ট কর্নার

অনিকেত রায়, জলপাইগুড়ি : আমি এবার মাধ্যমিক দিচ্ছি। আমার ইতিহাস আর ভূগোল পড়তে খুব ভালো লাগে, কিন্তু বাড়ির সবাই বলছে সায়েন্স নিতে। আর্টস নিয়ে পড়লে নাকি ভবিষ্যতে কোনো 'স্কোপ' নেই। আমি কী করব?

উত্তর: মনে রেখো, 'স্কোপ' কোনো বিষয়ের হয় না, 'স্কোপ' তৈরি হয় ছাত্রের মেধার ওপর। সায়েন্স নিয়ে পড়েও যদি ভালো রেজাল্ট না করতে পারো, তবে কোনো লাভ নেই। বরং আর্টস বা হিউম্যানিটিজ নিয়ে পড়েও দারুণ কেরিয়ার গড়া সম্ভব। তুমি সিভিল সার্ভিস (WBCS/IAS), আইন, মাস কম, আর্কিওলজি, বা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে পড়তে পারো। জোর করে সায়েন্স না নিয়ে, যে বিষয়গুলো পড়তে তোমার ভালো লাগে, সেগুলোতে যদি সেরাটা দাও—সাফল্য আসবেই। বাবা-মাকে বুঝিয়ে বলো, প্রয়োজনে স্কুলের কোনো প্রিয় শিক্ষকের সাহায্য নাও তাঁদের বোঝাতে।

সুস্মিতা সরকার, বুনিয়াদপুর : আমি ইতিহাসের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। আমি ভবিষ্যতে সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিতে চাই। এখন থেকেই কি কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়া উচিত, নাকি নিজে পড়ব?—

উত্তর: সুস্মিতা, প্রথম বর্ষ থেকেই যে তুমি লক্ষ্য স্থির করেছো, এটা খুব ভালো লক্ষণ। এখনই কোনো কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন নেই। কলেজের পড়ার পাশাপাশি তুমি এখন 'ফাউন্ডেশন' তৈরিতে জোর দাও। রোজ খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস করো (কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স-এর জন্য)। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের অঙ্ক এবং ইংরেজি ব্যাকরণগুলো আবার ঝালিয়ে নাও। জিকে-র জন্য একটা বেসিক বই দেখতে পারো। তৃতীয় বর্ষে ওঠার পর মক টেস্ট বা কোচিংয়ের কথা ভাববে।

শেখ ইমরান, ইসলামপুর : আমি কমার্স নিয়ে পড়েছি। কিন্তু আমার কোডিং বা সফটওয়্যার লাইনে খুব আগ্রহ। আমি কি আইটি সেক্টরে চাকরি পেতে পারি? —

উত্তর: বর্তমান আইটি সেক্টরে ডিগ্রির চেয়ে দক্ষতার কদর বেশি। তুমি কমার্সের ছাত্র হয়েও পাইথন (Python), জাভা বা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে পারো। BCA না করেও তুমি বিভিন্ন শর্ট-টার্ম কোর্স বা 'বুটক্যাম্প' করতে পারো। এছাড়া ডাটা অ্যানালিটিক্স বা ডিজিটাল মার্কেটিং-এ কমার্স বা আর্টসের ছাত্রছাত্রীরাও দারুণ কাজ করছে। তুমি অনলাইনে (Udemy বা Coursera-তে) বেসিক কোডিং শিখে দেখো তোমার কেমন লাগছে, তারপর প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তি হও

আপনার মনেও কি কেরিয়ার নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে? লিখে পাঠান আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে (৯০৬৪৮৪৯০৯৬) বা ইমেল করুন:

ubscareeroption@gmail.com

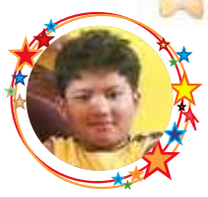

শিলিগুড়ি ডন বসকো স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র সৌরদীপ বিশ্বাস পড়াশোনার পাশাপাশি গান গাইতেও ভালোবাসে। তার এমন আগ্রহে খুশি স্কুলের শিক্ষকরাও।

দোল ছাপিয়ে রংপার্টি

বসন্ত উৎসব এবং হোলিকে ঘিরে দু'দিন আবির, ফুল, রংয়ে রাঙা হয়ে উঠল শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত। কোথাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কোথাও জমজমাট আড্ডা, কোথাও ভজন-কীর্তন, কোথাও হোলি পার্টিতে মাতোয়ারা আট থেকে আশি। আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস।

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : বুধবার সন্ধ্যায় দোল উৎসব শেষের আগে চারিপাশ থেকে যেন ভেসে এল সুর 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো এবার যাবার আগে'। সত্যিই দুটো দিন যেন রাঙিয়ে দিয়ে গেল সকলকে। নাচে-গানে শুরু হয়েছিল মঙ্গলবারের সকাল। 'ফাগুনের মোহনায়', 'ওরে গৃহবাসী' গানের সুরে এবং নাচের তালে বাঘা যতীন পার্ক, ডাবগ্রাম, গান্ধি ময়দান, বসুন্ধরায় সাংস্কৃতিক উৎসব ও বসন্ত উৎসবের সূচনা হয়। সাদা পাঞ্জাবি, শাড়িতে সেজে দোলের টানে সেখানে হাজির হন শহরের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। বিভিন্ন ওয়ার্ডেও অনুষ্ঠিত হয়েছিল দোল উৎসব। ছোট থেকে বড় একে অপরের গালে আবির লাগিয়ে মেতে ওঠে উৎসবের আনন্দে।

ডাবগ্রামে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের বসন্ত উৎসবে এসেছিলেন সুস্মিতা, রাজা, অনীক, মোহনারা। নিজেরা দোল খেলে তারপর অন্য বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে আবির লাগানোর পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। দোল খেলে জমিয়ে ফুচকা খেয়ে স্কুটারে চেপে বেরিয়ে পড়েন তাঁরা। মোহনা বললেন, 'দাদাভাই মাঠের সামনে একচোট আবির খেলা হয়ে গিয়েছে, তারপর এখানে এলাম। এবার বন্ধুদের বাড়িতে যাব।' সায়ক বললেন, 'অনেক জায়গায় দোল খেলে, নেচে হাঁফিয়ে গিয়েছি। এখানে একটু বসে জিরোতে এসেছি। বন্ধুরা আসছে, ওরা এলে আবার বেরোব। এক বন্ধুর বাড়ির ছাদে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন রয়েছে সেখানে যাব সবাই মিলে।'

শহরের অদূরে বসুন্ধরায় প্রতিবছরের মতো এবছরও ছিল শান্তিনিকেতনের মেজাজ। পলাশ, রবীন্দ্রসংগীত, বসন্ত, শাড়ি, পাঞ্জাবি, আবির সর্বোপরি সংস্কৃতি মিলেমিশে একাকার সেখানে। কানের পাশে পলাশ গুঁজে হাসিমুখে একখানা ছবি তুলতে ক্যামেরার সামনে ধরা দিলেন অনেকেই। প্রতিবছরই দোলে বসুন্ধরায় আসতেই হবে বর্ণালি, শাশ্বতীদের। এবছরও এসেছেন। আনন্দে মেতেছেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লাইভ স্কেচিং, বাউলসংগীতে বসুন্ধরা মঙ্গলবারে হয়ে উঠেছিল যেন এক টুকরো শান্তিনিকেতন।

দোল উপলক্ষ্যে সাজিয়ে তোলা হয় শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির। নামসংকীর্তনের আয়োজন করা হয়। মঙ্গলবারের পর বুধবারও নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল ইসকন মন্দিরে। প্রচুর ভক্তের সমাগম হয় সেখানে। বাবুপাড়ার খাটুশ্যাম মন্দিরেও দোলের উৎসবে নাচে-গানে মেতে উঠেছিলেন সকলে।

বসন্ত উৎসবের পাশাপাশি বুধবার বিভিন্ন ক্লাবে হোলি পার্টিও হয় জমজমাট। শুধু আবির বা রং নয়, বাগডোগরার একটি ক্লাবে 'ফুলো কি হোলি'-তেও মেতে উঠেছিলেন অনেকে। লাইভ ফুড, ঢোল, রেইন ডান্সে খোলা মাঠে উদ্দাম নাচ বলে দিচ্ছিল এই উৎসব শুধু বাইরেই নয়, বরং রাঙিয়ে দিয়েছে তাদের মনের ভেতরটাকেও।

তবে আড্ডা-অনুষ্ঠান শুধু বাইরেই নয়, জমিয়ে দিয়েছিল অনেকের অন্দরমহলও। দেশবন্ধুপাড়ায় অভিষেক-অনিন্দিতা রং খেলতে বাইরে বেরোতে পছন্দ করেন না। তাই বলে কি তাঁরা হোলির আনন্দ থেকে বাদ পড়বেন? কক্ষনোই নয়। তাই বাড়িতেই আয়োজন করেছিলেন হোলি পার্টির। বেশ কয়েকজন বন্ধু এসেছিলেন সেখানে। বাড়ির ছাদেই আবির খেলা, গল্প, আড্ডা। সফট ড্রিংকস, পকোড়া, বিরিয়ানিতে জমে গিয়েছিল খাওয়াদাওয়া। অনিন্দিতা বললেন, এইদিনে বাইরে বেরোতে একটু ভয় লাগে আর আমি ভিড় এড়িয়ে চলি তবে তাই বলে আনন্দ করব না তেমন নয়। প্রতিবছরই আমরা হাউস পার্টি করি বন্ধুদের ডেকে। ওরাও এটা খুব পছন্দ করে। দিনভর হইচই চলে। রংয়ের উৎসবে দু'দিনব্যাপী নানা আয়োজন, আনন্দে মেতে উঠেছিলেন সকলে। গান্ধি ময়দানে এসে হিন্দি গানের তালে কোমর দোলালেন পঞ্চাশোর্ধ্ব বিবেক সিং। বললেন, ছোটবেলায় হোলিটা অন্যরকম কাটত, এখন সেই উৎসব অনেকটা পালটে গিয়েছে। তবে দুটোই ভালো। আমি এখনও হোলিতে প্রচুর আনন্দ করি।

আবির ও রং খেলা। বুধবার শিলিগুড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

- শহরের অদূরে বসুন্ধরায় প্রতিবছরের মতো এবছরও ছিল শান্তিনিকেতনের মেজাজ
- শিলিগুড়ি ইসকন এবং বাবুপাড়ার খাটুশ্যাম মন্দিরে ছিল নামসংকীর্তনের আয়োজন
- কেউ দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েন পাড়ার রাস্তায়, কেউ বাড়িতেই করেন হোলি পার্টি

তরুণীকে ধাক্কা, গ্রেপ্তার ব্যবসায়ী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : সেবক রোডের তরুণকে গাড়ি পিষে দেওয়ার ঘটনার রেশ না কাটতেই এবার বাবুপাড়ার আলো চৌধুরী মোড়ে এক তরুণীকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় একটি গাড়ি। সোমবার রাতে বেসরকারি সংস্থার কর্মী অঙ্কিতা দাস যখন ভোলা মোড়ের বাড়ি ফিরছিলেন স্কুটারে, সেসময়ই দ্রুতগতিতে থাকা একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গাড়ির মালিক বাবুপাড়ার গোপালচন্দ্র দে-কে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তিনিই মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এদিকে, একের পর এক এমন ঘটনায় 'হিট অ্যান্ড রান' প্রতিরোধে একটি প্রশাসনিক বৈঠক ডাকার কথা বলছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।

দ্রুতগতির একটি গাড়ি স্কুটারে থাকা এক তরুণীকে ধাক্কা মারার পর অনেকটা টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর ওই তরুণীর আর্তনাদে ছুটে আসছেন স্থানীয় এবং পথচলতি কিছু মানুষ। এমন একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই (যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) আঁতকে উঠেছে শহর। পথ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অনেকেই। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে গাড়িটি শনাক্ত করার পাশাপাশি মালিককে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ভয়ে নাকি তিনি গাড়ি দাঁড় না করিয়ে পালিয়ে যান বলে পুলিশের কাছে দাবি করেছেন ৬০ বছরের গোপাল। যদিও নিছক দুর্ঘটনা, নাকি ঘটনার পেছনে রয়েছে অন্য কোনও কারণ, সে ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ওই তরুণীর ভাই অভয় দাস। তিনি বলেন, 'আমার দিদির শরীরের একাধিক জায়গায় চোট লেগেছে। দিদি বেঁচে গিয়েছে। তবে ঘটনাকে যেন ছোট করে না দেখে গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে পুলিশ প্রশাসন।'

কয়েকদিনের ব্যবধানে কার্যত একই ধরনের ঘটনায় আশঙ্কিত মেয়র গৌতম দেব। বুধবার তিনি আহত তরুণী অঙ্কিতাকে দেখতে তিনবাত্তির নার্সিংহোমে যান। সমাজমাধ্যমে নিজের পেজে একটি পোস্টও করেছেন মেয়র। তিনি বলেন, 'ঘটনায় যুক্ত মদ্যপ গাড়িচালককে ইতিমধ্যেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বিষয়টা নিয়ে পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। খুব শীঘ্রই হিট অ্যান্ড রান সংক্রান্ত ঘটনাগুলি প্রতিরোধে একটি প্রশাসনিক বৈঠক ডাকা হবে।' পরপর দুটি ঘটনায় অস্বস্তিতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। তবে সচেতনতার কথা বলছেন পুলিশকর্তারা। ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'সব রাস্তায় আমাদের পক্ষে ট্রাফিক পুলিশ দেওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষকেও তো এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।'

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার পর গাড়িটি এনজেপি থানার সামনে রেখে ফুলবাড়িতে নিজের কারখানায় চলে যান গোপাল। সেখানেই সারারাত কাটিয়ে মঙ্গলবার বাবুপাড়ার বাড়িতে ফেরেন। এদিকে, ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হওয়া, গাড়িটি দীর্ঘসময় মালিকহীন অবস্থায় পড়ে থাকায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পুলিশ মহলেও কৌতূহল দেখা দেয়। এরপরই গাড়ির নম্বর প্লেটের সূত্র ধরে বাবুপাড়ার বাড়ি থেকে গোপালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অন্যদিকে, অভিযোগ দায়ের করতে এনজেপি থানা এবং শিলিগুড়ি থানায় ছুটতে হয়েছে বলে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন ওই তরুণীর ভাই। তিনি বলছেন, 'রাস্তাটি শিলিগুড়ি ও এনজেপি, দুই থানার আওতাতেই পড়ে। মঙ্গলবার সকালে অভিযোগ দায়ের করতে গিয়ে প্রথমে দুই থানাই একে অপরের জায়গায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে বলেছিল। শেষে শিলিগুড়ি থানা অভিযোগপত্র নেয়।' বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং।

- আলো চৌধুরী মোড়ে স্কুটারে থাকা তরুণীকে ধাক্কা মেরে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যান চালক
- এনজেপি থানার সামনে গাড়ি রেখে ফুলবাড়ির কারখানায় আশ্রয় অভিযুক্ত ব্যবসায়ীর
- গাড়ির নম্বর প্লেটের সূত্র ধরে ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার পুলিশের, পাঁচদিনের জেল হেপাজত

প্রচার পদ্ধতিতে বদল চাই, মানছেন অশোক

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : একুশের বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছিলেন প্রবীণ সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য। এবার অবশ্য তিনি প্রত্যক্ষভাবে ভোটের ময়দানে নেই। তবে দলের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েই গিয়েছে। ফলে নির্বাচনি আবহে বাড়িতে বসে থাকার অবকাশ নেই। এই পরিস্থিতিতে এবার ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে প্রচারে ঝাঁপাতে শুরু করেছেন অশোক ভট্টাচার্য। তবে বাঁধাধরা নিয়মে তিনি প্রচারপর্ব সারতে চাইছেন না। তাঁর মতে, নির্বাচনি প্রচারপর্বে বদল আনা প্রয়োজন। তাঁর কথায়, 'শুধু বক্তৃতা নয়, মানুষের কথা শুনতে হবে। তারপর জবাব দেওয়া।' ইতিমধ্যেই অশোক ভট্টাচার্য ঘরোয়া বৈঠকে জোর দিতে শুরু করেছেন।

এখনও নির্বাচনি নির্ঘণ্ট প্রকাশ হয়নি। এমনকি দলের তরফেও প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করা হয়নি। তবে অশোক ভট্টাচার্য বসে থাকতে নারাজ। দলের শক্তি পুনরুদ্ধারে ইতিমধ্যে তিনি আসরে নেমে পড়েছেন। তাঁর নজরে রয়েছে শিলিগুড়ি ও মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসন। এই দুটি আসনে প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে যাতে দলীয় প্রার্থীরা জয় ছিনিয়ে আনতে পারেন, সেজন্য সাধারণ মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যেতে শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'সময় দিয়ে মানুষের কথা শুনতে হবে। কারণ, মানুষ এখন একই ধরনের কথা শুনতে চাইছেন না। তাঁদের মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভ রয়েছে। আমরা সেসব জানতে চাই। এক্ষেত্রে বক্তা নয়, আমাদের কমিউনিকেটর হতে হবে।'

ভোটপর্ব শেষে কে শেষ হাসি হাসবে, তা এখনই স্পষ্ট নয়। তবে সিপিএম নেতৃত্ব বিনা যুদ্ধে একচুলও জমি ছাড়তে নারাজ। আর তাই এখন থেকেই প্রচারের পালে হাওয়া তোলার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। খোদ অশোক ভট্টাচার্য নিয়মিত দলীয় কার্যালয়ে যাতায়াত করছেন। বিভিন্ন কর্মসূচিতেও তাঁকে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে। তবে এখানেই থেমে না থেকে তিনি সরাসরি প্রচারের ময়দানে ঝাঁপিয়েছেন। ইতিমধ্যে নিজের ওয়ার্ডে একাধিক বাড়িতে ঘরোয়া বৈঠক সেরেছেন। শুধু শহরেই নয়, নকশালবাড়িতেও একাধিক ঘরোয়া বৈঠকে যোগ দিয়ে সাধারণ মানুষের কথা নিজের ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের প্রচার পদ্ধতিতে বদল আনা প্রয়োজন। সময় দিয়ে মানুষের কথা শুনতে হবে। নিজেদের খামতি কী কী রয়েছে, তা লিপিবদ্ধ করে সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন করে পথ চলা শুরু করতে হবে। ইতিমধ্যে আমি সেই কাজ শুরু করে দিয়েছি। ঘরোয়া বৈঠকের পর আমরা বড় বড় সভা করার পথে হাঁটব। এবারের নির্বাচনে আমাদের ফল ভালো হবেই।'

এ বিষয়ে সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলছেন, 'সকলকে নিয়েই আমরা নির্বাচনি প্রচারে ঝাঁপাচ্ছি। ছোট ছোট বৈঠকেই আমরা বেশি করে জোর দিচ্ছি। অশোক ভট্টাচার্য সহ জীবেশ সরকারও নির্বাচনি প্রচারের ময়দানে থাকছেন।'

> **সময় দিয়ে মানুষের কথা শুনতে হবে। নিজেদের খামতি কী কী রয়েছে, তা লিপিবদ্ধ করে সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন করে পথ চলা শুরু করতে হবে।**
>
> -অশোক ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি সারদাপল্লি নাগরিক কল্যাণ সমিতির বসন্ত উৎসবের মুহূর্ত।

বৈঠকে মলয়

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের আগে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল লিগ্যাল সেলের সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করলেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। বুধবার শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিধানসভা নির্বাচনের পাশাপাশি রাজ্যের বার কাউন্সিলের নির্বাচন নিয়েও আলোচনা হয়। আগামী ৯ ও ১০ মার্চ রাজ্য বার কাউন্সিলের নির্বাচন রয়েছে। যেখানে উত্তরবঙ্গ থেকে তৃণমূলের তিনজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বৈঠক নিয়ে দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের লিগ্যাল সেলের কনভেনার সুস্মিতা বসু মৈত্র বলেন, 'বিধানসভা নির্বাচনের আগে কীভাবে সংগঠনের কাজ করতে হবে তা নিয়ে মন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন।'

তার চুরির অভিযোগে ধৃত

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : এসির তার চুরির ঘটনায় এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত বিশ্বনাথ মণ্ডলের বাড়ি শাস্ত্রীনগর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২১ ফেব্রুয়ারি সেবক রোডের একটি কমপ্লেক্স থেকে দশটি এসির তার চুরি হয়। ওইদিনই ওই কমপ্লেক্সের পক্ষ থেকে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে পুলিশ জানতে পারে, ইসকন রোড এলাকায় এক তরুণ এসির তামার তার নিয়ে ঘুরছেন। এরপরই পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের কাছ থেকে নয়টি এসির তামার তার উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধৃতকে বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

গ্রেপ্তার এক

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মুকেশ বিশ্বকর্মা। তিনি সিকিমের বাসিন্দা। বুধবার রাতে গোপন সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর আসে, এক ব্যক্তি সন্দেহজনকভাবে জংশনের এসএনটি বাস টার্মিনাসের কাছে ঘোরাঘুরি করছেন। পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই তরুণকে আটক করে। তল্লাশি চালাতেই তাঁর কোমর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায়। ওই তরুণ ঝাড়খণ্ড থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে শহরে পাচার করতে এসেছিলেন। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

মিউজিক অ্যালবাম

শিলিগুড়ি ৪ মার্চ : ছোটবেলা থেকে কলকাতায় পারিবারিক সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা শ্রীমাল্য সেন বরাবরই সংগীতের প্রতি আসক্ত ছিলেন। ব্যবসার কাজে উত্তরবঙ্গে পাড়ি। সেখান থেকে ডুয়ার্সের পর্যটন শিল্প ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ অবদান রাখেন। কাজের ফাঁকে ভুলে যাননি সংগীতচর্চা। ইতিমধ্যে তাঁর একাধিক গান ইউটিউবে জনপ্রিয় হয়েছে। অনুগামীদের অনুরোধে তাই ৬টি গান নিয়ে তাঁর নতুন মিউজিক অ্যালবাম 'ইয়াঁদো কা মেলা' আনুষ্ঠানিক প্রকাশিত হল দোলের দিন বিকেলে। এই মিউজিক ভিডিওটি ইমোশন পিকচার্স-এর সহযোগিতায় ও অনিরুদ্ধ পোদ্দারের পরিচালনায় শুট হয় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে। পুরো অ্যালবামটির সিনেমাটোগ্রাফির দায়িত্বে ছিল প্রীতম রঞ্জন দে।

প্রথমবার কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়েছেন। তবে ওয়ার্ড পরিচালনায় স্বামীর পরামর্শ মেনে চলেন বিজেপির নিবেদিতা সাহা।

নত্র

স্বামী নির্ভরতা কাটেনি কাউন্সিলারের

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৪ মার্চ : 'ডাবল ইঞ্জিন সরকার', বিজেপির এই স্লোগানটারই যেন বাস্তবের মাটিতে রূপায়ণ করছেন ইসলামপুর পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার এবং তাঁর স্বামী। প্রথমবারের জন্য কাউন্সিলার পদে নির্বাচিত নিবেদিতা সাহা ওয়ার্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বামী শুভ্রকান্তি সাহা ওরফে বেণুর ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। তবে তিনি যে স্বামীর ওপর অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভরশীল, তা অস্বীকার করেননি নিবেদিতা। তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি, 'আমার স্বামী আমাকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সাহায্য করেন।'

কাউন্সিলার হিসাবে নিবেদিতার জনসংযোগ ভালো বলে দাবি এলাকার অনেক বাসিন্দার। যদিও কাউন্সিলারের কাজের প্রশংসা করলেও অজানা আতঙ্কে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না অনেকেই। ওয়ার্ডের প্রবীণ এক ব্যক্তি বলছিলেন, 'আসলে ওয়ার্ড পলিটিক্স বলে তো একটি বিষয় আছে। আর এই পলিটিকাল ব্যালেন্স ঠিক রাখতেই কাউন্সিলারের স্বামীর সক্রিয়তা বেশ নজরকাড়া।' ওই ব্যক্তির আরও সংযোজন, 'আমাদের কাউন্সিলারের দক্ষতা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ভীষণ বিনয়ী। কিন্তু স্বামীর সাহায্য ছাড়া একা হাতে ওয়ার্ড নিয়ন্ত্রণে এখনও উনি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি।'

নিবেদিতা সাহা

এই প্রসঙ্গে বিজেপির ইসলামপুর নগর মণ্ডল সভাপতি চিত্রজিৎ রায়ের যুক্তি, 'শহরে আমাদের দলের মহিলা কাউন্সিলাররা প্রথমবার নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা সকলেই যথেষ্ট সক্রিয়। কাজ শিখছেনও দ্রুততার সঙ্গে। বিশেষ করে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অন্যদের তুলনায় অনেক সক্রিয়। আশা করি, দ্রুত তাঁদের অন্যের প্রতি নির্ভরতা কেটে যাবে।'

তবে পাড়ার পুজো হোক বা কারও বাড়ির অনুষ্ঠান হোক, নিবেদিতার সক্রিয়তা সেখানে নজরে পড়ে। তবু নিবেদিতার কথায়, 'দেখুন, আমি তো নতুন। ফলে কাজ শিখছি। সকলের সাহায্যই আমি নিয়ে থাকি। কারণ শেখার তো শেষ নেই। আমার স্বামীও আমাকে বিশেষ ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। কিন্তু আমার অজান্তে ওয়ার্ডে কিছু যেন না হয়, তা দেখতে ওকেও বলা আছে। কারণ আমার নিজের আভিজাত্য ও অধিকার বিসর্জন দিতে আমি রাজি নই।'

স্বামীর সাহায্য নিয়ে ওয়ার্ডে কি তাহলে ডাবল ইঞ্জিন সরকার চলছে? হেসে নিবেদিতার জবাব, 'খানিকটা হলেও চলছে বলতে পারেন।' আর নিবেদিতার স্বামী বেণু বলছেন, 'স্ত্রীকে আইনি পরামর্শ দিই। বিশেষ ক্ষেত্রে সামনে থেকে সাহায্য করি, তা অস্বীকার করব না। তবে দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, অন্য মহিলা কাউন্সিলারদের তুলনায় আমার স্ত্রী ওয়ার্ডের কাজে অনেক বেশি সক্রিয়।'

পৃথিবীর পাঠশালা

যে দ্বীপে কেবল বিড়ালের রাজত্ব

জাপানের আওশিমা দ্বীপে গেলে মানুষের চেয়ে বিড়ালের দেখাই বেশি মিলবে। একসময় এই দ্বীপের জেলেরা ইঁদুরের উপদ্রব থেকে মাছের জাল বাঁচাতে কয়েকটি বিড়াল নিয়ে এসেছিল। আজ সেই বিড়ালের বংশবৃদ্ধি হতে হতে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, দ্বীপে মানুষের চেয়ে বিড়ালের সংখ্যা প্রায় ছয় গুণ বেশি। বর্তমানে সেখানে মাত্র কয়েকজন বয়স্ক মানুষ বাস করেন, আর পুরো দ্বীপ দাপিয়ে বেড়ায় শতশত বিড়াল। পরিত্যক্ত বাড়িঘর থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট, সমুদ্রের পাড়- সব জায়গায় কেবল বিড়ালের মেলা। পর্যটকরা প্রতিদিন নৌকায় করে এই দ্বীপে আসেন বিড়ালকে খাবার খাওয়াতে আর তাদের সঙ্গে সময় কাটাতে। প্রাণীপ্রেমীদের কাছে এই ক্যাট আইল্যান্ড যেন এক স্বপ্নের জগৎ।

রেকর্ড গড়া বিশ্বের দীর্ঘতম প্রতিধ্বনি

খালি ঘরে বা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে শব্দ করলে প্রতিধ্বনি শোনা যায়, যা কয়েক সেকেন্ড পর মিলিয়ে যায়। কিন্তু স্কটল্যান্ডের ইনচিনডাউন অয়েল ট্যাংকে একবার শব্দ করলে সেই প্রতিধ্বনি একটানা ১১২ সেকেন্ড ধরে চলতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা মাটির নীচে এই বিশাল তেলের ট্যাংকগুলো বানিয়েছিল। ট্যাংকগুলো লম্বায় প্রায় দুটি ফুটবল মাঠের সমান এবং সম্পূর্ণ ফাঁকা। এর ভেতরের গঠন এমন যে, সামান্য শব্দ করলেও তা দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বাজতে থাকে। ২০১৪ সালে এক বিজ্ঞানী সেখানে বন্দুকের গুলি ছুড়ে এই রেকর্ড মেপে গিনেস বুকে নাম তুলেছিলেন। প্রায় দু'মিনিট ধরে একটানা নিজের গলার আওয়াজ শোনার অভিজ্ঞতা যে কতটা রোমাঞ্চকর, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গাছ কাটলে বেরোয় রক্ত

গাছ কাটলে সাধারণত সাদা বা স্বচ্ছ কষ বের হয়। কিন্তু ইয়েমেনের সোকোট্রা দ্বীপে এমন এক আজব গাছ আছে, যার ছাল কাটলে মানুষের রক্তের মতো টকটকে লাল রস বেরিয়ে আসে। এই গাছের নাম ড্রাগনস ব্লাড ট্রি। এর আকারও বেশ অদ্ভুত, অনেকটা বিশাল ছাতার মতো। প্রাচীনকালের মানুষ বিশ্বাস করত, এটি সত্যিই কোনও ড্রাগনের রক্ত এবং এর জাদুকরী ক্ষমতা আছে। তারা এই লাল কষ দিয়ে ওষুধ, রং এবং কসমেটিকস তৈরি করত। অত্যন্ত রুক্ষ পরিবেশেও এই গাছ শতশত বছর ধরে বেঁচে থাকতে পারে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এই গাছের দেখা মেলে না। প্রকৃতির এই আশ্চর্য সৃষ্টি দেখতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এই দুর্গম দ্বীপে ছুটে আসেন।

নিজের অপারেশন নিজেই

১৯৬১ সাল। অ্যান্টার্কটিকার হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় এক রাশিয়ান গবেষণাকেন্দ্রে একদল অভিযাত্রী আটকে আছেন। বাইরে প্রবল তুষারঝড়। এর মধ্যেই দলের একমাত্র ডাক্তার লিওনিড রোগোজভ বুঝতে পারলেন তাঁর অ্যাপেন্ডিক্স ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। অবিলম্বে অপারেশন না করলে মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু আশপাশে কয়েক হাজার কিলোমিটারের মধ্যে কোনও হাসপাতাল বা অন্য কোনও ডাক্তার নেই। বাঁচার একটাই উপায়, নিজের পেট নিজেকেই কাটতে হবে। সহকর্মীদের সাহায্যে একটি আয়না ধরে, কোনও অজ্ঞান করার ওষুধ ছাড়াই তিনি নিজের পেটে ছুরি চালান। অসহ্য যন্ত্রণায় মাঝেমধ্যেই জ্ঞান হারাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু অদম্য জেদের বশে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে তিনি অপারেশন শেষ করেন এবং নিজের হাতে সেলাইও করেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে কাজে যোগ দেন। মনের জোর থাকলে যে মৃত্যুকেও এভাবে টেক্কা দেওয়া যায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটি তার অন্যতম সেরা উদাহরণ।

চাপের চোরাস্রোত

তিনের পাতার পর

হচ্ছে ভারত-ইংল্যান্ড। ২০২২-এ অ্যাডিলেডে জিতেছিল ইংল্যান্ড, আর ২০২৪-এ গায়ানায় জিতেছিল ভারত। মজার ব্যাপার হল, শেষ দুই মেগা লড়াইয়ে যে দল জিতেছিল, তারাই শেষ পর্যন্ত ট্রফি ঘরে তুলেছিল। এবার পালা ওয়াংখেড়ের।

বুধবার দুপুরে এবং সন্ধ্যায় দুই দলের অনুশীলন দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, চাপের চোরাস্রোত কতটা গভীরে। স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই ওয়াংখেড়েই এবারের বিশ্বকাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ৭৭ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল ভারত। সেদিন সূর্যকুমারের অবিশ্বাস্য ব্যাটিং না থাকলে বড় অঘটন ঘটতেই পারত। আবার হ্যারি ব্রুকের দল এবারের বিশ্বকাপে নিজেদের একমাত্র ম্যাচটি হেরেছে এই ওয়াংখেড়েতেই, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। কাকতালীয়ভাবে, কালকের সেমিফাইনালটি ঠিক সেই একই পিচে হতে চলেছে!

ওয়াংখেড়ে বরাবরই ভারতীয় ক্রিকেটের এক মায়াবী মঞ্চ। ২০১১-র একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালের সেই অবিস্মরণীয় রাত এই মাঠেই রচিত হয়েছিল, যেখানে বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীর খেলেছিলেন এক মহাকাব্যিক ইনিংস। সেই রাতের স্মৃতি কি তিনি সূর্য-সঞ্জু স্যামসনদের মনে করিয়ে দিয়েছেন? কে জানে! বুধবার দুপুরে নেটে বরুণ চক্রবর্তীকে নিয়ে গম্ভীরদের যে লম্বা ক্লাস চলল, তাতে মনে হচ্ছিল এই 'রহস্য স্পিনারই' কালকের ট্রাম্প কার্ড। কিন্তু টুর্নামেন্টে ১৩টি ক্যাচ মিস এবং অভিষেক শর্মার টানা ব্যর্থতার কোনও 'বিশল্যকরণী'কি ভারতীয় থিংকট্যাংকের কাছে আছে?

অন্যদিকে, সন্ধ্যার অনুশীলনে জসপ্রীত বুমরাহ, বরুণ আর অক্ষরদের সামলাতে বিশেষ প্রস্তুতি সারলেন জ্যাকব বেথেলরা। অফ ফর্মে থাকা ফিল সল্ট আর জস বাটলার জুটিকেও দেখা গেল সিরিয়াস ব্যাটিং চর্চায়। ঘাসে ভরা পিচ আর ইংরেজদের এই মরিয়া প্রস্তুতি কি আরব সাগরের তীরে কোনও 'বিলিতি ক্রিকেট ঝড়ের' আগাম ইঙ্গিত দিচ্ছে? উত্তর মিলবে বৃহস্পতিবার রাতের মায়াবী ফ্লাডলাইটের আলোতেই। একটা সামান্য ভুল মানেই কিন্তু সব স্বপ্ন চুরমার!

টাকার দামে রেকর্ড পতন

প্রথম পাতার পর

এই বিপুল খরচ মেটাতে গিয়ে দেশীয় মুদ্রার ওপর ব্যাপক চাপ তৈরি হয়েছে।

টাকার দামে পতনের পাশাপাশি ভারতীয় শেয়ার বাজারে চরম রক্তক্ষরণ দেখা গিয়েছে বুধবার। সেনসেক্স প্রায় ১,১২২ পয়েন্ট পড়ে ৭৯,১১৬-এ নেমে যায়। নিফটিতে ধস ৩৮৫ পয়েন্টের বেশি। মাত্র দুটি ট্রেডিং সেশনে বিএসই তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির বাজার মূলধন প্রায় ৯.৭ লক্ষ কোটি টাকা কমেছে। বিনিয়োগকারীদের পকেট থেকে এই বিপুল অর্থ উধাও হওয়ার কারণ বিদেশি লগ্নিকারীদের ভারত থেকে পুঁজি সরিয়ে নেওয়া।

বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ ভিকে বিজয়কুমার বলেন, 'ভারতের জন্য চিন্তার কারণ হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি। তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে আমদানি খরচ বাড়বে, যা সরাসরি সাধারণ মানুষের পকেটে টান দেবে এবং দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে ধীর করবে।' অর্থনীতিবিদদের মতে, রিজার্ভ ব্যাংক বাজার পরিস্থিতি সামাল দিতে ডলার বিক্রি করার পথে হাঁটলেও যুদ্ধের অস্থিরতা না কমলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া কঠিন। পশ্চিম এশিয়ার এই সংকট দীর্ঘস্থায়ী হলে মুদ্রাস্ফীতি চরমে পৌঁছানো এবং টাকার দাম আরও পড়ার অশনিসংকেত দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।

সিকিমে বরফের মধ্যে পর্যটকদের হোলি খেলা। বুধবার। ছবি : সুশান্ত পাল

আচমকা ট্রেন থামিয়ে কর্মবিরতি চালকের

শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার

কিশনগঞ্জ, ৪ মার্চ : আচমকাই ট্রেন থামিয়ে কর্মবিরতি শুরু করলেন চালক। আর তার জেরে কিশনগঞ্জের ঠাকুরগঞ্জ রেলস্টেশনে ৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে ছিল ৭৫৭১৯ নম্বর মালদা-শিলিগুড়িগামী ডেমু ট্রেনটি। এতে প্রবল দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা।

এদিন চালকের কর্মবিরতির জেরে কিশনগঞ্জের ঠাকুরগঞ্জ স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। সে সময়ে ওই ট্রেনের চালক ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, '৯ ঘণ্টা ডিউটি হয়ে গিয়েছে। আমি মেশিন নই। আর ট্রেন চালাতে পারব না।' তবে স্টেশন মাস্টার ও রেলের অন্য আধিকারিকদের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন ওই চালক। ফলে ট্রেনের চাকা সচল হয়নি। শেষপর্যন্ত সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ শিলিগুড়ি জংশন থেকে এক চালককে এনে ফের ট্রেনটি চালানো হয়। যদিও এই নিয়ে স্টেশনের আধিকারিকরা কোনও মন্তব্য করেননি। সৌরভ কুমার নামে এক চালক সহ একটি বিশেষ পাইলট টিম এই সমস্যার সমাধানের জন্য ঠাকুরগঞ্জ আসে। এরপরই ট্রেনটি শিলিগুড়ি জংশনে নিয়ে যান।

বুধবার সকাল ৬টা ৪৮ মিনিটে মালদা থেকে ট্রেনটি ছাড়ে। শিলিগুড়ি জংশনে পৌঁছানোর কথা ছিল দুপুর ১টা ৫৫ নাগাদ। তবে দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর ডেমু শিলিগুড়ি জংশনে সন্ধ্যা ৭টা ৭ মিনিটে পৌঁছায়।

গোর্খা তৃষ্ণার মেঘ কার্সিয়াংয়ে

তিনের পাতার পর

শক্তিগুলো এককাট্টা হয়, তখন লড়াইটা আর সহজ থাকে না। কার্সিয়াংয়ের রাজনৈতিক মানচিত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের নিজের জমি খুব একটা উর্বর নয়, সেটা পাহাড়ের ধুলোবালিও জানে। পাহাড়ে ঘাসফুলের ভরসা মূলত অনীত থাপার সাংগঠনিক শক্তি। বর্তমান সমীকরণ অনুযায়ী, কার্সিয়াং আসনে অনীত থাপার প্রার্থীকেই সমর্থন জোগাবে তৃণমূল। এই জোটের মূল লক্ষ্য হল পাহাড়ের উন্নয়নে সমতলের সরকারের সক্রিয় অংশগ্রহণকে হাতিয়ার করা। তবে সেই সক্রিয় করার কাজটা মোটেও মসৃণ নয়। যতই ফলাও করে উন্নয়নের কথা প্রচার করা হোক, গোর্খাল্যান্ড-এর প্রশ্নে পাহাড় এখনও একজোট।

কার্সিয়াং রেলস্টেশন লাগোয়া ক্যাফেতে বসে তা বেশ ভালোভাবেই টের পাওয়া গেল। প্রাক্তন শিক্ষক নরেন গুরুং রাখঢাক না রেখেই বললেন, 'হামিলাই গোর্খাল্যান্ড ছাইনছো। গোর্খাল্যান্ড ভয়ে পছি বিকাশ আফিলে হুঞ্চ' (আমরা গোর্খাল্যান্ড চাই। গোর্খাল্যান্ড হলে এমনিতেই উন্নয়ন হবে)। পাহাড়ের রাজনীতির সবচেয়ে বড় মোড়ক হল গোর্খাল্যান্ড। প্রকাশ্যে যে দল যা-ই বলুক না কেন, কার্সিয়াংয়ের প্রতিটি ভোটারের হৃৎস্পন্দনে আলাদা রাজ্যের দাবি আজও সমানভাবে স্পন্দিত। দুধিয়া-মিরিকের রাস্তার পাশেই সবজি বিক্রি করেন পেমা ভুটিয়া। ঝুড়ি থেকে ফুলকপি নামিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'ভোট এলেই সবাই পাট্টা আর মজুরির কথা বলে। অনীত দাদা কিছু কাজ করছেন। কিন্তু গোর্খাল্যান্ডের প্রশ্নে বিজেপির ওপর আমাদের একটা বাড়তি ভরসা আছে।' শেষ নির্বাচনেও গোর্খাল্যান্ডের হাওয়া তুলেই ভোট বৈতরণি পার করেছিল বিজেপি। ভোটের মুখে তেমন কোনও ইস্যু তুলে বাজার গরম করতে পারলে উন্নয়নের অনেক ছবি কিন্তু নিমেষেই কালো মেঘে ঢাকা পড়ে যেতে পারে।

অনীত ও বিজেপির সমীকরণের বাইরে অজয় এডওয়ার্ড বিকল্প ভাবনার জোগান দিতে শুরু করেছেন। তাঁর ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট দার্জিলিংয়ে যতটা হাওয়া তুলেছে, কার্সিয়াংয়ে তার প্রভাব অতটা নেই। তবে অজয়কে একেবারে বাতিলের খাতায় ফেলতে নারাজ অনেকেই। কার্সিয়াং বা মিরিকের শিক্ষিত তরুণদের একটা বড় অংশ অজয়কে পছন্দ করতে শুরু করেছে, তা চিন্তা বাড়াচ্ছে অনীতদের। তবে ভোট কৌশলীরা মনে করছেন, অজয় যত ভোট কাটবে, ততই বিজেপির সুবিধা হবে। তবে বিষ্ণুপ্রসাদের দলবদল নিয়ে খুব একটা আলোচনা কিন্তু কার্সিয়াংয়ে নেই। বিধায়ক হিসাবে তাঁর পারফরমেন্সে খুশি নয় আমজনতা। বহু এলাকায় সাধারণ মানুষ বিধায়ককে চেনেনই না। ফলে দলবদলু বিষ্ণুপ্রসাদের নির্বাচনি ময়দানে দাগ কাটার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

কুয়াশা যখন ডাওহিলের পাইন বনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে, তখন উন্নয়নের হিসেবনিকেশ আর রাজনৈতিক দলবদল - সবই যেন এক ধূসর গোলকধাঁধায় হারিয়ে যায়। অনীত থাপার 'বিকাশ' আর বিজেপির 'আশ্বাস'-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের সেই কয়েক দশকের পুরোনো গোর্খা আবেগ আজও এক তৃষ্ণার্ত মেঘের মতো কার্সিয়াংয়ের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে। ২০২৬-এর নির্বাচনি বসন্ত কার্সিয়াংয়ের রুক্ষ রাজনীতিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করবে, নাকি সেই পুরোনো আশার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে, তার উত্তর লুকিয়ে আছে পাহাড়ের নীরব ভোটারদের মনে।

গুলিতে জখম ৬, মারে মৃত্যু

মানিকচক, ৪ মার্চ : হোলির সন্ধ্যায় মানিকচকের মথুরাপুরে চলল গুলি। তাতে জনা দশেক জখম হয়েছেন। আর সময় দাশগুপ্ত বলে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে গুলি চালাবার অভিযোগ, তাঁর বাবা সমীর দাশগুপ্তকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে ক্ষিপ্ত জনতা।

সময়ের সঙ্গে রজকপাড়ার কয়েকজন তরুণের বচসা বাধে। একফাঁকে সেখান থেকে পালিয়ে যান সময়। সেই তরুণরা তাঁর বাড়ির সামনে পৌঁছায়। গোলমাল দেখে বেরিয়ে আসেন প্রাক্তন সিপিএম নেতা তথা র‍্যাশন ডিলার সমীর। তাঁকে মারতে থাকেন তরুণরা। তখন সমীর এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়েন বলে অভিযোগ।

সামশেরগঞ্জে বোমা উদ্ধার

জঙ্গিপুর ও সামশেরগঞ্জ, ৪ মার্চ: বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে রংয়ের উৎসবের মাঝেই মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশ থেকে উদ্ধার হল ১০টি দেশি বোমা। বুধবার প্রথমে স্থানীয়রা জালাদিপুর পিলকি এলাকার ওই স্থানে একটি বালতিতে থাকা বোমাগুলি দেখতে পান। খবর পেয়ে সামশেরগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশবাহিনী এসে জায়গাটি ঘিরে ফেলে। খবর দেওয়া হয় বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডকে। তারা এসে বোমাগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে।

মৃত ৩ তরুণ

তিনের পাতার পর

ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বলেন, 'যেভাবে তিন তরুণের মৃত্যু হয়েছে তা অত্যন্ত শোকের। ত্রিকোণ প্রেম যেমন ঘটনার জন্য দায়ী। পাশাপাশি মাদকের ব্যবহার দুর্ঘটনার আরও একটি কারণ। এলাকায় নেশার কারবার মারাত্মক আকার নিয়েছে। এই ঘটনার পর আমরাও উদ্বিগ্ন।'

আকাশে বিধ্বংসী মিসাইল
দুবাইয়ে আতঙ্কে প্রেম ও ধ্রুব

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ৪ মার্চ : 'ঝাঁ চকচকে শহরটা আচমকা বদলে গেল। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একের পর এক বিধ্বংসী মিসাইল। যুদ্ধের সাইরেন বাজলেই মুহূর্তের মধ্যে চেনা স্বপ্নের শহরে ভয় করছে। মরু শহরে আজ যুদ্ধের ছায়া।' দুবাই থেকে এমনই অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছিলেন প্রেম সবাশি। উত্তরবঙ্গের শান্ত, নিরিবিলি চা বাগানের শ্রমিক মহল্লা ছেড়ে বিশ্বের অন্যতম আধুনিক শহর দুবাইয়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন ৩০ বছরের তরুণ প্রেম। কিন্তু গত কয়েকদিনের অবস্থা যেন সব বদলে দিয়েছে। ঝাঁ চকচকে এই শহরে যুদ্ধের আবহে প্রেমের যা অভিজ্ঞতা হল, তা কল্পনারও অতীত।

ডুয়ার্সের এক প্রত্যন্ত চা বাগান পাথরঝোরা এলাকা থেকে চার বছর আগে কর্মসূত্রে দুবাইয়ের জবেল আলি ডাউন টাউনে গিয়েছিলেন প্রেম। সেখানেই একটি বিলাসবহুল হোটেলে শেফ-এর কাজ করেন তিনি। মরু শহরের জৌলুস তাঁকে মুগ্ধ করে রেখেছিল এতদিন। তবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে জীবনের সমীকরণ। আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথভাবে ইরান আক্রমণ ও তার পালটা জবাবে এখন উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য। আর তার আঁচ সরাসরি এসে পড়ছে দুবাইয়ের আকাশে। এমন পরিস্থিতিতে সেখান থেকে ফোনে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন বাগানের মঙ্গল লাইনের শ্রমিক পরিবারের ছোট ছেলে প্রেম।

তাঁর কথায়, 'যেখানে রোজগার করে শান্তির খোঁজে এসেছিলাম, সেখানে এখন আকাশের দিকে তাকালে আতঙ্ক হচ্ছে। একের পর এক মিসাইল উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। ডুয়ার্সের শান্ত পরিবেশে বড় হওয়া আমার মতো মানুষের কাছে এটা এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। সাইরেনের আওয়াজ পাওয়া মাত্রই আমাদের দৌড়াতে হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ে বা কর্মস্থলের বেসমেন্টে।' প্রায় একই অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন সুভাষপল্লির ধ্রুব ছেত্রীও। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনিও দুবাইয়ে থাকেন। ওদলাবাড়ির বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী রিম্পা ও স্কুল পড়ুয়া দুই সন্তান।

ধ্রুব বলেন, 'আমাদের চেনা দুবাই এখন থমথমে।' বাইরে থেকে দেখলে দুবাইয়ের গ্ল্যামার একই আছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ধ্রুবের পর্যবেক্ষণ বলছে অন্য কথা।

পাথরঝোরা চা বাগানের প্রেম সবাশি।

তাঁর বয়ানে উঠে এল এক অবরুদ্ধ শহরের ছবি। তিনি আরও বলেন, 'দুবাইয়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা কাজ করছে। রাস্তায় যানবাহন চলাচল আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে। খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘরের বাইরে পা রাখছেন না। সাইরেন বাজলে বহুতলগুলির বেসমেন্টই এখন বাসিন্দাদের একমাত্র ভরসা।'

চা বাগানের শ্রমিক মহল্লার কুঁড়েঘর বা সুভাষপল্লির গ্রামের বাড়ি থেকে দুবাইয়ের আধুনিক জীবন, দীর্ঘ পথচলায় প্রেম ও ধ্রুব অনেক কিছুই অর্জন করেছেন।

পুলিশের নজর সত্ত্বেও বেপরোয়া

তিনের পাতার পর

মঙ্গলবার রাতে এলাকায় হোলিকে কেন্দ্র করে সাউন্ড বক্স বাজানোর আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানেই দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। এক পক্ষ বাইরে থেকে লোকজন নিয়ে এলে পরিস্থিতি একেবারেই হাতের বাইরে চলে যায়। ভাঙা হয় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা পিকআপ ভ্যানও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশের একটি বড় টিমও ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশকেই বাধা দেয় কয়েকজন। এরপর বজরংকুমার শা, ছোটু সাহানি, অভি সাহানি ও টুনটুন রায়কে গ্রেপ্তার করে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে টুনটুন মহারাজ কলোনির বাসিন্দা। বাকি তিনজনই প্রকাশনগর এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। মারামারিতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

ডাবগ্রাম মাঠেও দুই পক্ষের হাতাহাতিতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রকাশ্যেই দুই পক্ষের হাতাহাতি চললেও নিয়ন্ত্রণ করার মতো ছিল না কেউই। বুধবার সকাল থেকেই পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর কনভয় নিয়ে এবং ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলেও অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় হুজ্জতি চলেছে কার্যত অবাধে। বিভিন্ন ট্রাফিক পয়েন্টে ব্রেথালাইজার নিয়ে পরীক্ষা করার পাশাপাশি হেলমেট না পরে বাইক চালানোর জন্য সতর্ক করা হলেও ডাবগ্রাম মাঠ থেকে শুরু করে শহরের মহানন্দাপাড়া এলাকায় চলেছে মডিফায়েড সাইলেন্সার লাগানো বাইকের দৌরাত্ম্য। ডাবগ্রাম মাঠে ঘুরতে আসা মানসী হালদার বলেন, 'ভেবেছিলাম একটু মাঠে ঘুরতে আসব। কিন্তু বাইকের দাপটে আর বসে থাকা যাচ্ছে না।'

দুজনে... কোচবিহারে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

রক্তের হোলি

প্রথম পাতার পর

মোজতবার সামনে এখন দুটি পথ খোলা। হয় বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিতে সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া, যা দেশের অর্থনীতিকে আরও পঙ্গু করবে, অথবা কৌশলগতভাবে পিছু হটে শান্তি আলোচনার পথে হাঁটা।

১৯৬৯ সালে জন্ম নেওয়া শিয়া ধর্মগুরু মোজতবা কোনও সরকারি পদে না থাকলেও এতদিন পর্দার আড়াল থেকে বাবার দপ্তর এবং বাসিজ আধাসামরিক বাহিনীর মূল নিয়ন্ত্রক ছিলেন। ২০০৯ সালের বিক্ষোভ দমনে নির্মম ভূমিকার জন্য তিনি ব্যাপকভাবে সমালোচিতও বটে। অর্থনৈতিক ধস, লাগাতার মার্কিন-ইজরায়েলি হামলা এবং জনগণের প্রবল ক্ষোভ ইত্যাদি মিলিয়ে আক্ষরিক অর্থে এক ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে শুরু হতে চলেছে মোজতবার শাসন।

ক্রিমিন্যাল পিছনে বসে

তিনের পাতার পর

বাঁচানোর কেউ নেই। এটা আড়িয়াদহের ত্রাস জায়ান্ট বা জয়ন্ত সিংয়ের খাসতালুক। এমন বহু ঘটনা ঘটেই থাকে এই তল্লাটে। নিজেদের মাথা বাঁচাতে কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামান না। কারণ জায়ান্টের মাথায় বড় নেতার হাত। তাই পুলিশ জায়ান্টকে খুঁজে পায় না। পুরসভা দেখতেই পায় না, জায়ান্ট পুকুর বুজিয়ে বেআইনি চারতলা প্রাসাদ হাঁকিয়েছেন। আদালত যেটা ভাঙার আদেশ দিলেও থমকে যায় পুরসভা।

প্রশাসনের মুখের উপর বিদ্রুপের মতো দাঁড়িয়ে থাকে সাদা চারতলা বাহারি বাড়ি। লোকে দূর থেকে পেন্নাম ঠোকে। এখানেও এমএলএ সাহেব জায়ান্টকে চেনেন না। নামই নাকি শোনেননি!

কিংবা সেই দৃশ্যটা- ওজনদার নেতা পুলিশ অফিসারকে শাসাচ্ছেন, মেরে হাত-পা ভেঙে দেব। সুঁটিয়ে লাল করে দেব। পুলিশকে বোম মারো। একেবারে বলিউডের ডন। কী আশ্চর্য, পুলিশ কিছুই করছে না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে। এই দৃশ্যের পুনরাভিনয় হয়ে চলে কোচবিহার থেকে সুন্দরবন। ভাঙড়ের এক নেতা ঠান্ডা গলায় শাসান, ঢিল ছুড়লে রসগোল্লা ছুড়ব না। আস্তে আস্তে নেতা আর মস্তানের ফারাকটা আবছা হয়ে আসে।

নেতার চেলারা তোলাবাজি করে। না দিলে ছুরির কোপ বা বন্দুকের গুলি। এ দৃশ্য পুলিশ দেখতে পায় না। ভীতসন্ত্রস্ত আমরা, ছাপোষারা দেখি। রোজ এমন কত দৃশ্যের জন্ম হয় এখানে ওখানে। সর্বত্র।

দলগাঁও চা বাগান। দৃশ্যটা এখন ঝাপসা, তবু অনেকের স্মৃতিতে টাটকা। উত্তেজিত শ্রমিকরা সিটু নেতার বাড়ি ঘিরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। পুড়ে মারা গিয়েছেন উনিশজন। চা শ্রমিকদের পয়সা মেরে লুটের রাজত্ব তৈরি করেছিলেন সেই নেতা। ভুখা শ্রমিকদের আক্রোশে ছাই হয়ে গিয়েছিল নেতাগিরি। পুলিশ আর দলের বাঘা বাঘা নেতারা সবই জানতেন। কিছুই করেনি।

নেতাইয়ের শাসক নেতার বাড়ি থেকে গুলি চলল। লুটিয়ে পড়লেন সাতজন। দৃশ্যটা পুরোনো হলেও বেশ টাটকা। জমানার বদল হলেও দৃশ্যটা বিশেষ বদলেছে কি? বরং আজও দৃশ্যের জন্ম হয়ে চলে। নতুন নতুন কায়দায়। বিহারের জেল থেকে পুরো খনি এলাকা কন্ট্রোল করত এক বড় মাফিয়া ডন। হোটেল মালিক থেকে নেতা-খুনের পিছনে তার হাত। সে দৃশ্যে ডন আড়ালে থাকলেও তার দাপট ছিল সবার চোখের সামনে। কেউ টুঁ শব্দটি করেননি।

নানা সাইজের নেতার হাত মাথায় নিয়ে ক্রমাগত দৃশ্যের জন্ম দিয়ে চলে তারা। অবাধে। পুলিশ কিছুই জানে না! হাঁসখালিতে নাবালিকা ধর্ষণ খুনে সাজা হয় শাসক নেতার ছেলের। সন্দেশখালির শাজাহানের কথা সর্বজনবিদিত। ইন্টেলেকচুয়ালরা রাজনীতির অপরাধকরণ নিয়ে ভারী ভারী নিবন্ধ লেখেন। কিছু ঘটলে কাগজে-টিভিতে দু'দিন হল্লা হয়। তবু দৃশ্যের জন্ম হতেই থাকে।

মালদায় নিজের কারখানার সামনে গুলিতে ঝাঁঝরা হলেন শাসকদলের পাঁচবারের কাউন্সিলার। পুলিশের গাফিলতি ছিল, জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই গাফিলতি মেরামত হল কতটা? কে জানে! আমরা শুধু দৃশ্যের জন্ম দেখে যাই।

কী ভেবে কে জানে জীবনানন্দ লিখেছিলেন, 'আমরা যাইনি মরে আজও- তবু কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয়।' দৃশ্য মরে যায়, ঝাপসা হয়। হারিয়ে যায় না। আমরা শুধু দেখি, দেখে যাই।

'মৃত চিঠি'-র অমর অতৃপ্তি

তিনের পাতার পর

ম্যালের পুরোনো বইয়ের দোকানে গিয়ে ব্রিটিশ আমলের চিঠির খোঁজ করছিলেন। না পেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। ওইসব চিঠি দিয়ে কী হবে? প্রশ্ন শুনে ভ্রূ কুঁচকে অনিরুদ্ধর পালটা প্রশ্ন, 'কয়েক দশক আগের একটুকরো ম্লান কাগজের ওপর যে পরিমাণ অস্তিত্বের টান আর হৃদয়ের উত্তাপ ছিল, আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার কয়েক হাজার মেসেজেও তার ধূলিকণা পরিমাণ অবশিষ্ট আছে কি?' তিনি বলতে থাকেন, 'ওই চিঠিগুলো সময়ের দলিল। সরকারিভাবেই সেগুলোর সংরক্ষণ জরুরি ছিল। হয়নি। আমি উদ্ধারের চেষ্টা করছি।' অনিরুদ্ধর কাছ থেকেই খোঁজ মিলল রাজেশ তামাংয়ের। চিঠি দেখার সম্ভাবনা আছে শুনে পিছু নিলাম গবেষকের।

গান্ধি রোডের প্রায় শেষ মাথায় পাহাড়ের ঢালে ছোট্ট কাঠের বাড়িতে বাস রাজেশ তামাংয়ের। আশি ছুঁইছুঁই বৃদ্ধ এখন আর সেভাবে হাঁটতে চলতে পারেন না। বয়েসের ভারে স্মৃতিতে খানিক মরচেও পড়েছে। তবে ইতিহাস ঘেঁটে অনেক কথাই বললেন। সেনাকর্মীদের পোশাক সরবরাহের কাজ করতেন রাজেশ। সেই সূত্রেই এক সেনার কিছু পুরোনো আসবাব কিনেছিলেন। সেগুলোর মধ্যেই ব্রিটিশ সেনাদের খানদশেক চিঠি পান তিনি। বিছানায় শুয়ে জানালেন, পিন কোডহীন সেইসব চিঠির বিবর্ণ খামের কোনওটির গায়ে লাল কালিতে লেখাছিল 'নট ফাউন্ড', কোনওটির 'রিটার্ন টু সেন্ডার'। চিঠিগুলো আসলে যে এক একটি ছিন্ন হওয়া সম্পর্কের নির্মম দলিল তা রাজেশ বুঝেছিলেন। তাই বেশ কিছুদিন সেগুলো যত্ন করে নিজের কাছেই রেখেছিলেন। সেই চিঠি এখন কোথায়? প্রশ্ন শুনে খানিক চুপ করে থাকেন বৃদ্ধ। তারপর নেপালি, হিন্দি মিশিয়ে বললেন, 'ওগুলো ঘরে রাখার পর থেকেই অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে থাকল বাড়িতে। সবাই বলল যাঁদের চিঠি তাঁরা নাকি ভূত হয়ে সেগুলো নেওয়ার জন্য ঘোরাঘুরি করে। তাই ভয়ে সাহেবের আসবাব বিক্রি করে দিই। আর চিঠিগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম।'

১৯৪৭ সালের সেই রক্তাক্ত অগাস্টের পর দার্জিলিংয়ের পাহাড় এক অন্যরকম আর্তনাদ শুনেছিল। দেশভাগের কাঁটাতারে বিদ্ধ হয়ে ওপার বাংলা থেকে যারা ছিন্নমূল পাখির মতো এই পাহাড়ে নতুন নীড় খুঁজেছিলেন, তাঁদের অশ্রুবিন্দুগুলো আজও পাইন গাছের পাতায় শিশির হয়ে জমে থাকে। সেই সময়কার চিঠির বয়ান হয়তো ছিল আরও হাহাকারময়। সমতলের কোনও এক ভিড় ঠাসা ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে হারিয়ে যাওয়া আদরের সন্তানের খোঁজে আসা কোনও জনকের ব্যাকুল চিঠি, কিংবা ঢাকার জীর্ণ গলিতে ফেলে আসা পৈত্রিক ভিটের শেষ মায়ায় লেখা কোনও এক বৃদ্ধার অন্তিম আকুতি— সবই হয়তো দার্জিলিং বা কার্সিয়াং পাহাড়ের কোনও অন্ধকার কুঠুরিতে চিরস্থায়ী সমাধি লাভ করেছে। ঠিকানা বদলে গিয়েছে, রক্তমাংসের মানুষগুলো সীমান্তের ওপারে ধূসর ইতিহাসে বিলীন হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু তাদের সেই তপ্ত হাতের লেখা আজও এক অলৌকিক মায়ায় পাহাড়ের আর্দ্রতাকে আঁকড়ে ধরে টিকে আছে।

একবার পোস্ট অফিসে খোঁজ নেবেন? সে চেষ্টাও বাকি রাখেননি বলেই জানান অনিরুদ্ধ। অদ্ভুত বিষয় হল, ডেড ম্যানস লেটার্স নিয়ে স্থানীয় ডাক কর্তারা কোনও কথাই বলতে নারাজ। 'অফ দ্য রেকর্ড' ডাক বিভাগের রাজ্যের এক শীর্ষস্থানীয় কর্তা অবশ্য জানিয়েছেন, কলকাতার ডালহৌসিতে তাদের 'ডেড লেটার অফিস'-এ ব্রিটিশ আমলের দার্জিলিং পাহাড়ের চিঠি থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কথা শুনে বোঝা গেল, কোনও রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানায় চিঠিগুলোর স্থান হয়নি। উইপোকার দল হয়তো এতদিনে ওই অশ্রুসিক্ত দলিলগুলোকে নিঃশব্দে গ্রাস করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যতদিন পাহাড়ে মেঘেদের আনাগোনা থাকবে, যতদিন হিলকার্ট রোডে জনশ্রুতি থাকবে, ততদিন ওই মৃত চিঠিরা এক অশরীরী অস্তিত্ব নিয়ে পাহাড়ে বেঁচে থাকবে।

নিঝুম রাতে যখন ঘুম স্টেশনের ট্রেনের বাঁশি পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়, তখন মনে হয় সেই মৃত চিঠিরা যেন হঠাৎ প্রাণ পেয়েছে। তাদের বন্ধ খামের ভেতরে গুমরে মরছে কোনও প্রেমিকের শেষ স্বীকারোক্তি, কোনও অপরাধীর অশ্রুসজল ক্ষমাভিক্ষা কিংবা কোনও এক অনাথের অন্তিম স্বগতোক্তি- যা কোনওদিন সঠিক হাতে পৌঁছায়নি বলে হয়তো বদলে গিয়েছিল অনেক জীবনের পরিণতি। পাহাড়ের প্রাচীন বাসিন্দারা আজও বিশ্বাস করেন, কুয়াশা যখন খুব নিবিড় হয়, তখন খাদের ধার দিয়ে কোনও এক অদৃশ্য ডাকপিয়নের সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ পাওয়া যায়। সে যেন আজও সেই চিরতরে হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোর সন্ধানে কুয়াশার চাদর সরিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক নিঃশব্দ হাহাকার নিয়ে।

দারিদ্র্য জয় করে ফিনিশার শিবম

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মুম্বই, ৪ মার্চ : দেশের জার্সি গায়ে ছেলে মাঠ কাঁপাবে- বাবার এই স্বপ্ন আজ আক্ষরিক অর্থেই বাস্তব। চলতি টি২০ বিশ্বকাপে সূর্যকুমার যাদবের দলের অন্যতম 'আনসাং হিরো' শিবম দুবে। তাঁর 'ফিনিশার' ভূমিকাই টিম ইন্ডিয়াকে বারবার ভরসা জোগাচ্ছে। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মেগা সেমিফাইনালেও সবার নজর থাকবে এই শিবমের দিকে। নজর থাকবে তাঁর বাবা রাজেশ দুবের দিকেও। ছেলেকে ক্রিকেটার বানানোর অদম্য জেদে নিজের দুধের ব্যবসা শিকেয় তুলে দিনের পর দিন মুম্বইয়ের বিভিন্ন ময়দানে পড়ে থাকতেন তিনি। চরম আর্থিক অনটনে একটা সময় আত্মহত্যার কথাও ভেবেছিলেন! বুধবার মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার (এমসিএ) যুগ্ম সচিব তথা শিবমের জীবনের প্রথম কোচ নীলেশ ভোঁসলে শোনাচ্ছিলেন সেই রোমহর্ষক লড়াইয়ের গল্প।

আন্ধেরির হংসরাজ মোরারজি পাবলিক স্কুলে বছর তেরোর শিবমকে দেখে প্রথমে মনেই হয়নি যে, এই ছেলেটা ভবিষ্যতে দেশের হয়ে খেলবে। গোলগাল, 'গাবলু' চেহারার শিবমের ফিটনেস বলতে কিছুই ছিল না। কারণ, চূড়ান্ত খাদ্যরসিক ছিলেন তিনি। তবে ছোটবেলা থেকেই অবলীলায় বল মাঠের বাইরে পাঠানোর একটা জন্মগত স্কিল ছিল তাঁর। নীলেশের কথায়, 'খাদ্যরসিক শিবমের ক্রিকেটে প্রবল উৎসাহ থাকলেও, ফিটনেসই ছিল আসল সমস্যা। তবে সেই গুবলু শিবমের সঙ্গে বর্তমান ফিনিশারকে মেলানোই যাবে না! ও নিজেকে আমূল পালটে ফেলেছে।'

চলতি বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়েই নিজের সেরাটা উজাড় করে দিয়েছেন শিবম। ব্যাটে (২৭, ৬৬, ৪২, অপরাজিত ৮) হোক বা বলে (৫ উইকেট)-সব বিভাগেই তিনি সফল। বছরখানেক আগে পিঠের মারাত্মক চোটের কবলে পড়ে যখন ক্রিকেট ছেড়েই দেওয়ার উপক্রম, তখন মাটি কামড়ে পড়েছিলেন তিনি। নিয়েছিলেন ফিটনেস বদলে ফেলার কঠোর শপথ। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে জ্বলে উঠতে মরিয়া শিবম। আবেগতাড়িত কোচ নীলেশের কথায়, 'যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই ওয়াংখেড়েতেই ও রান পায়নি। তবে সেমিফাইনালে এক অন্য শিবমকে দেখবেন। গত রাতে ফোনে ও আমাকে কথা দিয়েছে, বৃহস্পতিবার ওয়াংখেড়েতে ভারতকে ফাইনালে তুলবেই।' এখন দেখার, কথা রাখতে ঘরের মাঠে কাল কতটা 'আগুন' ঝরাতে পারেন শিবম!

> খাদ্যরসিক শিবমের ক্রিকেটে প্রবল উৎসাহ থাকলেও, ফিটনেসই ছিল আসল সমস্যা। তবে এখন সেই গুবলু শিবমের সঙ্গে বর্তমান ফিনিশারকে মেলানোই যাবে না! ও নিজেকে আমূল পালটে ফেলেছে।
>
> -নীলেশ ভোঁসলে
> শিবম দুবের প্রথম কোচ

ট্রফি ও মেডেল নিয়ে ছোট্ট শিবম দুবে (বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে)।

মর্নির ক্লাসে ছন্দের খোঁজে বরুণ

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মুম্বই, ৪ মার্চ : পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ? নাকি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছ?

বরুণ চক্রবর্তীকে দেখলে এমন কথা মনে হতে বাধ্য। টি২০ বিশ্বকাপ শুরুর আগে তিনি ছিলেন দলের 'এক্স-ফ্যাক্টর'। আর এখন সেই বরুণই কি টিম ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় 'দুর্বলতা'? সুপার এইটে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বরুণকে রীতিমতো দিশেহারা লাগার পর এই প্রশ্নটাই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে। ছন্দ হারানো এই মিস্ট্রি স্পিনারকে ফর্মে ফেরাতে তাই আসরে নেমেছেন বোলিং কোচ মর্নি মরকেল এবং হেডকোচ গৌতম গম্ভীর।

মঙ্গলবার সন্ধের পর বুধবার দুপুরে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের প্রচ্ছিক অনুশীলনেও দেখা গেল সেই একই ছবি। মাত্র চারজন ক্রিকেটার এদিন অনুশীলনে এসেছিলেন। সেখানে টানা এক ঘণ্টা নেটে ঘাম ঝরালেন দৃশ্যতই ক্লান্ত বরুণ। জহুরির চোখে তাঁকে মেপে সারাক্ষণ পরামর্শ দিয়ে গেলেন বোলিং কোচ মরকেল। চলতি বিশ্বকাপে বরুণের ঝুলিতে এখনও পর্যন্ত ১২টি উইকেট থাকলেও, তার মধ্যে ছয়টিই এসেছে নামিবিয়া বা নেদারল্যান্ডসের মতো অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলের বিরুদ্ধে। মেগা ম্যাচে তাঁর লাইন-লেংথ রীতিমতো দিকভ্রষ্ট। ক্রিকেটমহলে জোর চর্চা, বিপক্ষ ব্যাটাররা হয়তো বরুণের 'রহস্য' ধরে ফেলেছেন! বৃহস্পতিবার হ্যারি ব্রুকের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে নামার আগে এটাই ভারতীয় শিবিরের অন্যতম মাথাব্যথা।

তবে দীর্ঘ নেট সেশনের পর বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে রহস্য স্পিনারের পাশেই শক্ত ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন বোলিং কোচ মরকেল। যাবতীয় জল্পনা উড়িয়ে তাঁর সাফ কথা, 'এটা নেহাতই রুটিন প্র্যাকটিস। বরুণ একটা উইকেট রেখে নেটে বল করতে পছন্দ করে। বোলিংয়ে স্বচ্ছতা বাড়াতেই আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, এর মধ্যে আলাদা কিছু খুঁজবেন না।' বরুণের রহস্য ফাঁস হওয়ার তত্ত্বও মানতে নারাজ তিনি। মর্নির দাবি, 'হয়তো ও একটু চাপে রয়েছে, তবে বরুণ এখনও আমাদের বোলিং আক্রমণের অন্যতম শক্তি এবং সেরা ম্যাচ-উইনার। প্রতি ডেলিভারিতে উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা ওর আছে।'

উইকেটের সন্ধানে পথ হারানো বরুণ, ওয়াংখেড়ের মেগা মহারণে মরকেলের এই ভোকাল টনিকে ভর করে ফের দলের 'ত্রাণকর্তা' হয়ে উঠতে পারেন কি না, এখন নজর সেদিকেই।

সেমিফাইনালের জন্য বরুণ চক্রবর্তীকে তৈরি করছেন মর্নি মরকেল। ছবি : প্রতিবেদক

> এটা নেহাতই রুটিন প্র্যাকটিস। বরুণ একটা উইকেট রেখে নেটে বল করতে পছন্দ করে। বোলিংয়ে স্বচ্ছতা বাড়াতেই আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, এর মধ্যে আলাদা কিছু খুঁজবেন না।
>
> -মর্নি মরকেল

সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে ফুরফুরে মেজাজে জসপ্রীত বুমরাহ। মুম্বইয়ে বুধবার। ছবি : পিটিআই

পাওয়ার প্লে-তে বুমরাহ-ম্যাজিক চান গাভাসকার

মুম্বই, ৪ মার্চ : ক্রিকেটপাগল মুম্বইকরদের মুখে এখন একটাই নাম ঘুরপাক খাচ্ছে- জসপ্রীত বুমরাহ! বৃহস্পতিবার টি২০ বিশ্বকাপের মেগা মহারণে হ্যারি ব্রুকের ইংল্যান্ডকে আটকাতে টিম ইন্ডিয়ার তুরুপের তাস যে এই 'বুমবুম', তা একবাক্যে মেনে নিচ্ছেন তাবড় ক্রিকেট বোদ্ধারা। স্বয়ং গ্লেন ম্যাকগ্রাথের মতো অজি পেস-কিংবদন্তি রীতিমতো মুগ্ধ ভারতের এই পেস-অস্ত্রের নিখুঁত ইয়র্কার আর চাপের মুখে ঠান্ডা মাথার বোলিং দেখে। তবে মুম্বইয়ের ঘরের ছেলে, কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকারের টোটকা একটু অন্যরকম। সানিভাইয়ের স্পষ্ট মত, ইংরেজদের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড ভাঙতে পাওয়ার প্লে-তেই বুমরাহকে দিয়ে অন্তত দুটো ওভার করানো উচিত সূর্যকুমার যাদবের। কারণ, শুরুতে উইকেট তুলতে না পারলে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের পাটা পিচ আর ছোট বাউন্ডারিতে ফিল সল্ট, জস বাটলার বা উইল জ্যাকসরা কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারেন, তা সবারই জানা।

গাভাসকার ভারতকে ফাইনালে দেখার বিষয়ে প্রবল আশাবাদী হলেও, প্রতিপক্ষকে হালকাভাবে নেওয়ার ঘোর বিরোধী। তিনি বারবার সতর্ক করে দিচ্ছেন ইংল্যান্ড দলের আইপিএল অভিজ্ঞতা নিয়ে। বিশেষ করে জ্যাকসের মতো বিধ্বংসী ব্যাটারদের কথা বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন তিনি, যাঁরা ভারতের পিচ এবং এই ওয়াংখেড়ের চরিত্র হাতের তালুর মতো চেনেন। আইপিএলে খেলার সুবাদে ভারতের মাটিতে কীভাবে বোলারদের চাপে ফেলতে হয়, সেই ছক জ্যাকস বা বাটলারদের খুব ভালো করেই জানা। সুতরাং, লড়াইটা শুধু ভারত বনাম ইংল্যান্ডের নয়, লড়াইটা ইংরেজদের আইপিএল-অভিজ্ঞতা বনাম বুমরাহ-ম্যাজিকেরও।

লড়াই করে হার ভারতের মেয়েদের

ভারত-১ (সানফিদা)
ভিয়েতনাম-২ (ভান সু-২)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ মার্চ : সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের উদাসীনতা। প্রতিকূল পরিস্থিতি। তারপরেও এএফসি উইমেন্স এশিয়ান কাপের গ্রুপপর্বের প্রথম ম্যাচে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে লড়াই করেও হার ২-১ ফলে ভারতের মেয়েদের।

দীর্ঘদিন পর এএফসি উইমেন্স এশিয়ান কাপ খেলতে নেমেছিলেন সুইটি দেবীরা। প্রতিপক্ষ ছিল ফিফা র‍্যাংকিংয়ে ৩৬ নম্বরে থাকা শক্তিশালী ভিয়েতনাম। ফুটবলের বড় মঞ্চে নামার আগেই মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটে ভারতের। সৌজন্যে ফেডারেশনের চরম উদাসীনতা।

প্রতিযোগিতার ৪৮ ঘণ্টা আগে ভারতীয় দলকে ভুল জার্সি পাঠানো হয়েছিল। দলের ৮০ শতাংশ ফুটবলারের জার্সির মাপ মেলেনি। স্থানীয় বাজার থেকে জার্সির বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল ভারতীয় দলকে। ফলে এশিয়ান কাপে নামার আগেই ফুটবলারদের মনঃসংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তারপরেও যে লড়াকু ফুটবল উপহার দিলেন সংগীতারা, তা প্রশংসনীয়।

ধারে-ভারে এগিয়ে থাকা ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ম্যাচে প্রথম গোলমুখী শটটাই ছিল ভারতীয়দের। তবে ম্যাচ যতই এগিয়েছে ততই ভারতের ওপর চেপে বসেছে ভিয়েতনাম। পালটা ভারতীয় ডিফেন্ডাররাও লড়াই করে গিয়েছে। ম্যাচের ৩০ মিনিটে ভান সু-র গোলে এগিয়ে যায় ভিয়েতনাম। ৪১ মিনিটে সৌম্যা গুগুলথ সুযোগ নষ্ট না করলে তখনই গোল শোধ করতে পারত ভারত।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফিরতে সৌম্যা ও ডংমেই গ্রেসকে বসিয়ে সানফিদা ও রিম্পা হালদারকে নামান ভারতের কোচ অ্যামেলিয়া ভালভার্দে। এরপরেই গোল শোধ করে ভারত। ৫২ মিনিটে ভারতের হয়ে গোল করেন সানফিদা। এরপর আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে ভিয়েতনাম। পাল্টোই চানু একাধিকবার দলের নিশ্চিত পতন রোধ করেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। সংযোজিত সময়ে ভিয়েতনামের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন ভান সু।

এই ম্যাচে হারলেও আশা শেষ হচ্ছে না ভারতের। তবে কাজটা বেশ কঠিন। ৭ তারিখ ভারত দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে জাপানের বিরুদ্ধে।

হেডিং অনুশীলনে ইস্টবেঙ্গলের সাউল ক্রেসপো। দর্শক জিকসন সিং, অ্যান্টন সোজবার্গরা।

সময়সূচি নিয়ে ক্ষোভ ব্রুজোঁর

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৪ মার্চ : জামশেদপুর এফসি ম্যাচে হারের পর বৃহস্পতিবার এফসি গোয়ার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল। এই ম্যাচও যে সহজ নয়, তা বুঝতে পেরেই ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ আরও একবার 'পবিত্র রমজান মাস'-এর প্রসঙ্গ তুলে আনলেন।

বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার দলের খারাপ পারফরমেন্সের অন্যতম কারণ হিসেবে রমজানে মাসে বিকাল পাঁচটায় ম্যাচ দেওয়াকে দায়ী করছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার দলের একাধিক ফুটবলার রমজান মাসে রোজা রাখছে। এইসময় বিকাল পাঁচটায় ম্যাচ দেওয়া হচ্ছে। প্রায় ১২ ঘণ্টা না খেয়ে এই আবহাওয়াতে খেলা খুব কঠিন। আমরা ম্যাচের সময় পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে ফেডারেশনকে ই-মেল করেছিলাম। কিন্তু ক্রিকেট বিশ্বকাপের জন্য ম্যাচের সময় পরিবর্তন সম্ভব নয়।'

যদিও কোচের সঙ্গে এই বিষয়ে একমত নন দলের মিডিও মহম্মদ বসিম রশিদ। বরং তিনি সম্পূর্ণ উলটো পথে হেঁটে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, এভাবেই তিনি খেলতে অভ্যস্ত। ইস্টবেঙ্গল মিডিও বলেছেন, 'আমি আট বছর বয়স থেকে রোজা রাখছি। এটা আমি কোনওদিন বন্ধ করব না। রোজা রাখা অবস্থায় ম্যাচ খেলা খুব কঠিন। ফুটবলারদের মানসিকভাবে শক্ত থাকতে হয়। তবে রোজা রাখি কিংবা না রাখি, দলের জন্য নিজেদের সেরাটা দিতে হবে। এটাই সবচেয়ে বড় কথা।'

কোচ অস্কার অবশ্য খেলার সময় শুধু নয়, রেফারিং ও চোট-আঘাতকেও দলের খারাপ পারফরমেন্সের কারণ হিসেবে দাবি করেছেন। আসলে তিনি ভালো করেই জানেন, এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে হারলে চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে আরও ছিটকে যেতে হবে। তাই আগাম সাফাই দিয়ে রাখলেন তিনি।

গত ডিসেম্বরে এই এফসি গোয়ার কাছে হেরেই সুপার কাপ জেতার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের। তার ওপর আইএসএলের প্রথম তিন ম্যাচে ৭ পয়েন্ট পেয়েছে মানোলো মার্কুয়েজের দল। স্প্যানিশ মিডিও ডেজান ড্রাজিক নিয়মিত গোল করছেন। এছাড়াও ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ, উদান্তা সিং, ঈশান পান্ডিতার মতো ফুটবলার রয়েছে আক্রমণভাগে। ফলে এফসি গোয়ার আক্রমণ সামলানোই বড় চ্যালেঞ্জ বিদেশিহীন ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের।

জামশেদপুরের বিরুদ্ধে লাল-হলুদ রক্ষণ একেবারেই সুবিধা করতে পারেনি। ফলে গোয়ার বিরুদ্ধে রক্ষণে পরিবর্তন করতে চলেছেন কোচ অস্কার। লালচুংনুঙ্গাকে রাইট ব্যাক থেকে সরিয়ে লেফট ব্যাকে আনার ভাবনা রয়েছে তাঁর। সেইসঙ্গে জয় গুপ্তাকে বসিয়ে রাইট ব্যাকে মহম্মদ রাকিপকে ফেরাতে চলেছেন তিনি। দুই স্টপারে আনোয়ার আলি-জিকসন সিং জুটিই খেলবেন। গোয়ার আক্রমণ আটকাতে অস্কারের দাওয়াই ফিজিকাল ফুটবল।

মাঝমাঠে রশিদের সঙ্গে মিগুয়েল ফিগুয়েরা জুটি বাঁধবেন। দুই উইংয়ে বিপিন সিং ও এডমুন্ড লালরিনডিকা নিশ্চিত। আপফ্রন্টে ইউসেফ এজেজ্জারিকে রেখে নাওরেম মহেশ সিংকে লিংকম্যান হিসেবে ব্যবহার করার ভাবনা ইস্টবেঙ্গল কোচের। সেক্ষেত্রে দলের বাইরে যাচ্ছেন অ্যান্টন সোজবার্গ। অধিনায়ক সাউল ক্রেসপো এখনও পুরো ফিট নন। তবে দ্বিতীয়ার্ধে কিছু সময় খেলতে পারেন তিনি।

আপাতত বৃহস্পতিবার গোয়াকে হারিয়ে ফের ছন্দে ফিরতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল।

আইএসএলে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম এফসি গোয়া

সময় : বিকাল ৫টা
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস ও ফ্যানকোড অ্যাপ

অভিষেককে পরামর্শ শাস্ত্রী, কুম্বলের

মুম্বই, ৪ মার্চ : শুরুতেই শূন্যের হ্যাটট্রিক। মাঝে অসুস্থতা। সুপার এইটের প্রথম ম্যাচেও বড় রান পাননি। মাঝে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে অর্ধশতরান করলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ফের ব্যর্থ। টি২০ বিশ্বকাপে একেবারেই চেনা ছন্দে নেই অভিষেক শর্মা।

> টিম ম্যানেজমেন্টকে দেখতে হবে মানসিকভাবে অভিষেক ঠিক আছে কি না। ওর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে হবে। নেটেও ওর ওপর নজর রাখা প্রয়োজন। একান্তই কোনও সমস্যা থাকলে ঈশান কিষানকে ওপেন করতে পাঠাতে হবে।
>
> -রবি শাস্ত্রী

টিম ইন্ডিয়ার দুই প্রাক্তন কোচ অনিল কুম্বলে ও রবি শাস্ত্রীর পর্যবেক্ষণ, অভিষেকের আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি রয়েছে। পারফরমেন্সে তারই প্রভাব পড়ছে। কুম্বলে বলেছেন, 'ওর মাথাটা ঘেঁটে আছে। সঙ্গে আত্মবিশ্বাসেও ঘাটতি রয়েছে। বাকিরা ওর ওপর থেকে চাপ কমানোর চেষ্টা করছে। এবার হয়তো ও নিজেও অবদান রাখার চেষ্টা করবে।'

এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে শাস্ত্রীর পরামর্শ, 'টিম ম্যানেজমেন্টকে দেখতে হবে মানসিকভাবে অভিষেক ঠিক জায়গায় আছে কি না। ওর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে হবে। নেটেও ওর ওপর নজর রাখা প্রয়োজন। একান্তই কোনও সমস্যা থাকলে ঈশান কিষানকে ওপেন করতে পাঠাতে হবে।' তবুও অভিষেককে বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী নন রবি শাস্ত্রী। বলেছেন, 'অভিষেক শেষ যেবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলেছে তখনও দারুণ খেলেছিল। তাই একটা জায়গা থাকলেও আমি ওকেই খেলাতাম। ওর ব্যাটে রান আছে।' শাস্ত্রীজির আশা ওয়াংখেড়েতেই জ্বলে উঠবেন অভিষেক।

সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে ঈশান কিষানের সঙ্গে অভিষেক।

সেমিতে আম্পায়ার গ্যাফানি-পালেকর

মুম্বই, ৪ মার্চ : ২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি ভারত ও ইংল্যান্ড। মুম্বইয়ের এই হাইভোল্টেজ ম্যাচের জন্য ম্যাচ অফিশিয়ালদের নাম ঘোষণা করল আইসিসি। মাঠে অন-ফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন ক্রিস গ্যাফানি এবং আল্লাউদ্দিন পালেকর। থার্ড আম্পায়ার থাকবেন আদ্রিয়ান হোল্ডস্টক এবং ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে থাকছেন অ্যান্ডি পাইক্রফট। ফাইনালে ওঠার এই মেগা মহারণের দিকেই এখন তাকিয়ে গোটা ক্রিকেট বিশ্ব।

চোট পেলেন রোনাল্ডো

রিয়াধ, ৪ মার্চ : হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। শনিবার আল ফাইয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে চোট পান সিআর সেভেন। তাঁর ক্লাব আল নাসেরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যে রিহ্যাব শুরু করে দিয়েছেন রোনাল্ডো। তবে তাঁর চোট কতটা গুরুতর কিংবা মাঠে ফিরতে কতদিন সময় লাগবে, এই বিষয়ে কিছুই বলেনি আল নাসের।

রিয়ালের হার

মাদ্রিদ, ৪ মার্চ : স্প্যানিশ লা লিগায় বড়সড়ো ধাক্কা খেল রিয়াল মাদ্রিদ। ঘরের মাঠে গেটাফের কাছে ০-১ গোলে হেরে গেল তারা। প্রথমার্ধে মার্টিন সাত্রিয়ানোর করা একমাত্র গোলেই কপাল পোড়ে রিয়ালের। এই হারের ফলে লিগ শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে ৪ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়ল আলভারো আরবেলোয়ার দল। রিয়ালের এই অপ্রত্যাশিত হার খেতাবি লড়াইয়ে তাদের বেশ চাপে ফেলে দিল।

ওডিশা ম্যাচে অনিশ্চিত রবসন

হতাশা ঝেড়ে সুযোগের অপেক্ষায় অ্যালড্রেড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ মার্চ : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট দলে সমমানের ছয় বিদেশি। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়ার লড়াইও জোরদার।

গত মরশুমে সিংহভাগ সময়টাই রিজার্ভ বেঞ্চে কেটেছে দিমিত্রিস পেত্রাতোসের। সের্জিও লোবেরা দায়িত্ব নিতেই বদলেছে ছবিটা। গত মরশুমে অধিকাংশ ম্যাচেই রক্ষণে বিদেশি জুটির ওপর ভরসা রেখেছিলেন হোসে ফ্রান্সেসকো মোলিনা। তবে এবার প্রথম দুই ম্যাচে আলবার্তো রডরিগেজের সঙ্গে শুরু করেন মেহতাব সিং। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে আবার প্রথম একাদশে জায়গা পান টম অ্যালড্রেড। এবার হয়তো অনেকটা সময় বেঞ্চেই কাটাতে হবে টমকে।

ওডিশা এফসি ম্যাচের আগে চেষ্টা করেও সেই হতাশা ঢেকে রাখতে পারলেন না বাগানের স্কটিশ ডিফেন্ডার। পেত্রাতোসের মতো কোচের সঙ্গে মনোমালিন্য না হলেও ম্যাচে আরও সময় চাইছেন তিনি। লোবেরার পাশে বসেই অ্যালড্রেড বললেন, 'প্রতিদিন কঠোর অনুশীলন করছি। শেষ তিন ম্যাচে যেটুকু সুযোগ পেয়েছি তার মধ্যেই ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পেরেছি বলেই আমার মনে হয়। প্রত্যেকের মতো আমিও আরও বেশি সময় খেলতে চাই। যেদিন কোনও খেলোয়াড় সুযোগ না পেয়ে হতাশ হবে না, সেদিনই তার উচিত খেলা ছেড়ে দেওয়া।' সুযোগ পাওয়া নিয়ে দলের মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার ইতিবাচক দিকটাও তুলে ধরেন তিনি। টমের কথায়, 'আমাদের দলে যা ফুটবলার আছে তাতে অনায়াসে সমমানের দুটো দল তৈরি করা যায়।'

ওডিশা ম্যাচে সম্ভবত রবসন রোবিনহোকে ছাড়াই মাঠে নামবে মোহনবাগান। তাঁর চোট নিয়ে ধোঁয়াশা রাখলেন লোবেরা। এদিন তিনি অনুশীলনও করেননি। তারপরও আক্রমণে তিন বিদেশি খেলোনার পরিকল্পনা লোবেরার। দিমি, জেমি ম্যাকলারেনের সঙ্গে শুরু করবেন জেসন কামিন্স। এদিকে, শুক্রবারের ম্যাচে সমর্থকদের ১৫ হাজার টিকিট বিনামূল্যে বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। গত মরশুমে আইএসএল ফাইনালে বাগান সমর্থকদের ছোড়া আতসবাজি লাগে বেঙ্গালুরু এফসি-র কর্ণধার পার্থ জিন্দালের গায়ে। যার জেরে ওডিশা এফসি ম্যাচে গ্যালারির ৫০ শতাংশ খালি রাখার শাস্তি দিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন।

প্রথম একাদশে ডাক পেতে নিজেকে তৈরি রাখছেন টম অ্যালড্রেড।

বাদ পড়ছেন বাবর

লাহোর, ৪ মার্চ : টি২০ বিশ্বকাপের মঞ্চে ব্যর্থ পাকিস্তান। কয়েক মাসের ব্যবধানে ভারতের কাছে পরপর চারবার হার। এই পরিস্থিতিতে দলের খোলনলচে বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। আর এই সিদ্ধান্তে শুরুতেই কোপ পড়ছে বাবর আজমের ওপর। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আসন্ন একদিনের সিরিজের দলে রাখা হয়নি বাবরকে। অর্থাৎ ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের আগেই তাঁর বিকল্প তৈরি করে ফেলতে চাইছে পিসিবি। সূত্রের খবর, টি২০-তেও তাঁকে ছাড়াই ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে।

বিরাট-রোহিত ম্যাজিক

মুম্বই, ৪ মার্চ : ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে আরও বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ করে দিচ্ছে বিসিসিআই। নিউজিল্যান্ড বোর্ডের প্রস্তাব মেনে আসন্ন সফরে ভারতের টি২০ ম্যাচের সংখ্যা কমিয়ে ওডিআই ম্যাচ তিনটির বদলে পাঁচটি করা হচ্ছে। শুধু বিশ্বকাপের প্রস্তুতিই নয়, এই দুই মহাতারকাকে বেশি খেলিয়ে বাণিজ্যিকভাবেও লাভবান হতে চাইছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।

গুকেশের পতন

প্রাগ, ৪ মার্চ : প্রাগ ইন্টারন্যাশনাল চেস ফেস্টিভালে চরম ধাক্কা খেলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ। সময়ের প্রবল চাপে ৪০তম চালে মারাত্মক ভুল করে বসেন তিনি, যার জেরে হার মানতে হয় স্বদেশীয় দাবাড়ু অরবিন্দ চিদম্বরমের কাছে। এই হারের ফলে ১৯ রেটিং পয়েন্ট খুইয়ে লাইভ চেস র‍্যাংকিংয়ে একধাক্কায় ২০ নম্বরে নেমে গেলেন গুকেশ। টুর্নামেন্টের পয়েন্ট টেবিলেও আপাতত একেবারে তলানিতে এই গ্র্যান্ড মাস্টার।

ওয়াংখেড়ের ‘ভূত’ তাড়িয়ে বদলার ম্যাচ

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মুম্বই, ৪ মার্চ : আরব সাগরের হাওয়া বুধবার যেন বড্ড ভারী। মেরিন ড্রাইভ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের সামনে এসে দাঁড়ালে কান পাতলেই শোনা যায় এক পুরোনো দীর্ঘশ্বাস! বৃহস্পতিবার এই মাঠেই টি২০ বিশ্বকাপের মেগা সেমিফাইনালে হ্যারি ব্রুকের ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হচ্ছে ভারত। খাতায়-কলমে এটা বিশ্বকাপের শেষ চারের লড়াই হতে পারে, কিন্তু মুম্বইয়ের ক্রিকেটপাগল জনতার কাছে এটা ৩৯ বছর পুরোনো এক দগদগে ক্ষত সারানোর সুযোগ! ১৯৮৭ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে এই ওয়াংখেড়েতেই রবি শাস্ত্রী, মণিন্দর সিংদের স্পিনের বিরুদ্ধে গ্রাহাম গুচের লাগাতার সুইপ আর রিভার্স সুইপের মাস্টার ক্লাস ভারতের হৃদয় ভেঙেছিল।

তবে সাদা বলের ক্রিকেটে এই মাঠের সঙ্গে ব্রিটিশদের সম্পর্কটা আদ্যোপান্ত রোলারকোস্টারের মতো। ওয়াংখেড়ের লাল মাটির ট্রু বাউন্স আর ছোট বাউন্ডারি যেমন ইংরেজ ব্যাটারদের স্বর্গরাজ্য, তেমনই বোলারদের কাছে আক্ষরিক অর্থেই বধ্যভূমি। ইংল্যান্ডের ‘হাই-রিস্ক, হাই-রিওয়ার্ড’ ক্রিকেটের সঙ্গে এই মাঠের চরিত্র দারুণ মিলে যায়। ২০১৬ সালের টি২০ বিশ্বকাপেই যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার ২২৯ রানের পাহাড় টপকে অবিশ্বাস্য জয় ছিনিয়ে এনেছিল জো রুটের ইংল্যান্ড। আবার ওই একই টুর্নামেন্টে ক্রিস গেইলের ৪৮ বলে সেঞ্চুরির কাছে ব্রিটিশ বোলারদের অসহায় আত্মসমর্পণও দেখেছিল এই ওয়াংখেড়ে। ২০২৩ ওয়ান ডে বিশ্বকাপেও প্রোটিয়াদের কাছে ৩৯৯ রান হজম করে ২২৯ রানে হারের চরম লজ্জাও আছে ইংরেজদের। এমনকি চলতি বিশ্বকাপেও এই মাঠেই পুঁচকে নেপালের বিরুদ্ধে ঘাম ছুটে গিয়েছিল ইংল্যান্ডের, আর গ্রুপ পর্বে ক্যারিবিয়ানদের কাছে হারতেও হয়েছে।

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

দ্বিতীয় সেমিফাইনাল

ভারত বনাম ইংল্যান্ড

সন্ধ্যা ৭টা, মুম্বই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

উলটোদিকে ভারতের কাছেও এই মাঠ চরম আবেগ আর বৈপরীত্যের। ২০১১ বিশ্বকাপের ফাইনালে মহেন্দ্র সিং ধোনির সেই আইকনিক ছক্কা কিংবা ২০২৩ ওয়ান ডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মহম্মদ সামির সাত উইকেটের আগুন- ইতিহাসের এই সোনালি পাতাগুলো ওয়াংখেড়েতেই লেখা। আবার টি২০ ফরম্যাটে ২০১৬ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে এই মাঠেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার। লেন্ডল সিমন্স আর আন্দ্রে রাসেলের সেই পেশিশক্তির আস্ফালনে সেদিন রীতিমতো শ্মশানের নীরবতা নেমে এসেছিল গ্যালারিতে। ক্যারিবিয়ানরা দেখিয়ে দিয়েছিল, পাটা উইকেটে সামান্য ভুলেও কতটা প্রাণঘাতী হতে পারে বিপক্ষ।

মুম্বইয়ের দর্শক বরাবরই প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ, কিন্তু তাঁরা ভীষণ ক্রিকেট-বোদ্ধাও বটে। ভালো ক্রিকেটের কদর তাঁরা যেমন জানেন, তেমনই নিজেদের দলের সামান্যতম ভুলত্রুটিও রেয়াত করেন না। বৃহস্পতিবারের সেমিফাইনালে গ্যালারির এই প্রবল চাপ আর প্রত্যাশার পারদ সামলানোই সূর্যকুমার যাদবদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে।

ওয়াংখেড়ের পিচে পেস এবং বাউন্সের সুবিধা বরাবরই থাকে। তার ওপর সন্ধের পর শিশির পড়লে বোলারদের, বিশেষ করে স্পিনারদের বল গ্রিপ করতে কালঘাম ছুটবে। আর ইংল্যান্ডের আসল দুর্বলতা ঠিক এখানেই। পিচ পাটা হয়ে গেলে তাদের পেস-নির্ভর বোলিং লাইন আপ হামেশাই খেই হারিয়ে ফেলে। কিন্তু অন্যদিকে হ্যারি ব্রুক, জ্যাকব বেথেল, ফিল সল্টদের মতো ভয়ংকর পাওয়ার-হিটাররা এই উইকেটে যে কোনও বোলিং আক্রমণকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। তাঁদের বিরুদ্ধে জসপ্রীত বুমরাহ, অক্ষর প্যাটেলদের আসল পরীক্ষা। সব মিলিয়ে আরব সাগরের তীরে এখন শুধুই বারুদের গন্ধ। এখন দেখার, ওয়াংখেড়ের মায়াবী ফ্লাডলাইটের আলোয় সূর্যকুমারের দল ১৯৮৭ আর ২০১৬-র পুরোনো ভূত চিরতরে তাড়াতে পারে, নাকি ইংল্যান্ডের আগ্রাসনে ফের কোনও নতুন যন্ত্রণার জন্ম হয়!

সেমিফাইনালে নামার আগে বুধবার সন্ধ্যায় মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিয়ে এলেন অভিষেক শর্মা, অক্ষর প্যাটেল, ঈশান কিষানরা।

‘চোকার্স’ তকমাতেই আটকে গেলেন মার্করামরা

অ্যালেন সুনামিতে ফাইনালে কিউয়িরা

দক্ষিণ আফ্রিকা-১৬৯/৮
নিউজিল্যান্ড-১৭৩/১ (১২.৫ ওভারে)

সঞ্জীব কুমার দত্ত

কলকাতা, ৪ মার্চ : চোকার্স তকমা এবারও ঘুচল না। তিন বছর আগে ইডেন গার্ডেন্সেই অস্ট্রেলিয়ার কাছে ওডিআই বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে হেরে স্বপ্ন চুরমার হয়েছিল আইডেন মার্করামদের। ফের নন্দনকানন। আবারও এক সেমিফাইনালের চাপ নিতে না পেরে বেলাইন দক্ষিণ আফ্রিকা। ব্যাটে-বলে প্রতিপক্ষকে দুরমুশ করে ২০২১-এর পর কুড়ি-কুড়ি বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছে গেল নিউজিল্যান্ড।

কিউয়ি দাপটের ভিত গড়ে দেন অচেনা কোল ম্যাককোঞ্চি। চলতি বিশ্বযুদ্ধে আগের তিন ম্যাচে বল করলেও উইকেটের স্বাদ পাননি। আজ ম্যাচের দ্বিতীয় ওভারে ঝোলায় কুইন্টন ডি কক, রায়ান রিকেলটন! মিচেল স্যান্টনারদের যে মাস্টারস্ট্রোকে ব্যাকফুটে চলে যাওয়া প্রোটিয়া ব্রিগেড আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি।

স্পিন-পেসে তৈরি সাঁড়াশি চাপে নিউজিল্যান্ড কার্যত গুঁড়িয়ে দেয় দক্ষিণ আফ্রিকার বিস্ফোরক, শক্তিশালী ব্যাটিংকে। ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (২৭ বলে ৩৪), ট্রিস্টান স্টাবস (২৯), মার্কো জানসেনরা (৩০ বলে ৫৫) কিছুটা চেষ্টা চালালেও ১৬৯/৮-এ থমকে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। মার্করাম ব্রিগেডের যে স্কোর ধোপে টেকেনি টিম সেইফার্ট ও ফিন অ্যালেনের সামনে। ওপেনিং জুটিতে সেঞ্চুরি পার্টনারশিপে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেন দুইজনে। শেষপর্যন্ত ১ উইকেট খুইয়ে, ১২.৫ ওভারেই ফাইনালের টিকিট মিচেল স্যান্টনারদের মুঠোয়।

শুরুর দিকে সেইফার্টের ক্যাচ ফেলাটুকু সরিয়ে রাখলে বিন্দুমাত্র আঁচড় কাটতে পারেননি কাগিসো রাবাদা, জানসেন, কেশব মহারাজরা। সেইফার্ট (৫৮) আউট হলেও অ্যালেন ফিরলেন টি২০ বিশ্বকাপে দ্রুততম ৩৩ বলে শতরান করে। ১৩তম ওভারে জানসেন যখন বল করতে আসেন অ্যালেন ৭৬ রানে দাঁড়িয়ে। প্রথম পাঁচ বলে ২৪ রান! দলের জয় ও নিজের সেঞ্চুরি সেরে নেন অ্যালেন।

১০টি চার ও ৮টি ছক্কা, যে অ্যালেন ঝড়ের অজুহাত হিসেবে শুধু শিশিরকে দায়ী করা যাচ্ছে না। রাবাদাদের অনিয়ন্ত্রিত বোলিংকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেও অ্যালেন-বিস্ফোরণের সামনে বোলারদের বোধহয় কিছু করার ছিল না। নিটফল ৯ উইকেটে বাজিমাত। অপেক্ষা এবার ৮ তারিখ ফাইনালের। ভারত নাকি ইংল্যান্ড? নিউজিল্যান্ডের প্রথম টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পথে কারা কাঁটা হবে, উত্তরের জন্য বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অপেক্ষা।

দোল, হোলির রেশ ধরে এদিন ইডেন ডুব দিয়েছিল ক্রিকেটীয় রংয়ে। ‘সিটি অফ জয়ের’ ক্রিকেটপ্রেমের মশাল জ্বালিয়ে ছুটির দিনে হাজির হাজার চল্লিশেক দর্শক। ঢাকঢোলে বরণ যুযুধান দুই পক্ষকে। গ্যালারিতেও যাঁর ছোঁয়া। শন পোলকের ইডেন বেল বাজানো দিয়ে ম্যাচের শুরু। যদিও ব্যাট-বলের সংঘাতে কার্যত খুঁজে পাওয়া যায়নি পোলকের দেশকে। শুরুটা ম্যাককোঞ্চি, রাচিন রবীন্দ্র, ম্যাট হেনরির বোলিংয়ে। শেষে অ্যালেন ঝড়ে পয়সা উশুলের খুশি নিয়ে বাড়ি ফেরা ইডেন জনতার।

টার্নিং পয়েন্ট ম্যাচের দ্বিতীয় ওভারে ম্যাককোঞ্চির (মাইকেল ব্রেসওয়েল চোট না পেলে যার খেলারই কথা নয়) অফব্রেকে কুইন্টন ডি কক (১০), রায়ান রিকেলটনের (০) আউটে। দ্বিতীয় ওভারে ১২/২। বাকি সময়ে প্রোটিয়া ব্যাটিংয়ের হারাকিরির কোলাজ। ১০ ওভার পেরোতে না পেরোতেই অর্ধেক ব্যাটার ডাগআউটে। ম্যাককোঞ্চি উইকেটের ফিতে কাটার পর নিয়মিত ব্যবধানে ধাক্কা দেন হেনরি (৩৪/২), রাচিন রবীন্দ্র (২৯/২)। শুরুতে মার্করামের ক্যাচ (তখন ২ রানে খেলছে) ফেলে সমর্থকদের হতাশ করেছিলেন। বল হাতে শেষপর্যন্ত যা পুষিয়ে দেন রাচিন। মার্করামের (১৮) পর ডেভিড মিলার (৬), প্রতিপক্ষ শিবিরের সেরা দুই ব্যাটার রাচিনের ঝোলায়।

তুলনায় ডিওয়াল্ড ব্রেভিসের ইনিংসে চেষ্টা ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে নিজের ফ্র্যাঞ্চাইজির হেডস্যর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্লাসে গতকাল ইডেনে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়েছিলেন। যখন মনে হচ্ছিল ব্রেভিস-স্পর্শে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলার দেশ, তখনই মিসটাইম টসে আশা-ভঙ্গ। ৭৭/৫ থেকে লড়াই বলতে স্টাবস, জানসেনের ৭৩ রানের পার্টনারশিপ।

বল ঠিকমতো ব্যাটে আসছিল না। শুরুতে কিছুটা থিতু হওয়ার পর ফিনিশিং টাচের চেষ্টা স্টাবস, জানসেনের। যার সুবাদে ১৬৯/৮ স্কোরে পৌঁছে যাওয়া। যদিও অ্যালেনের ৩৩ বলে টি২০ বিশ্বকাপের দ্রুততম শতরানের রেকর্ডের সামনে যা কম পড়ে যায়। রাবাদা-লুঙ্গি এনগিডি-জানসেনদের ছুটি করে দিয়ে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নপূরণের শেষ ধাপে ব্ল্যাক ক্যাপসরা।

শতরানের পর ফিন অ্যালেন। ছবি : ডি মণ্ডল

স্পিন-জুজু উড়িয়ে ব্রুকের ‘পারফেক্ট গেম’-এর হুংকার

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মুম্বই, ৪ মার্চ : কখনও সমীহের নরম সুর, তো পরক্ষণেই শরীরী ভাষায় আত্মবিশ্বাসের গরম আঁচ! বুধবার সন্ধেয় আরব সাগরের তীরে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের প্রেস কনফারেন্স রুমে ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক যেন একাই একটা ‘মাইন্ড গেম’-এর আসর বসিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবারের সেমিফাইনালের আগে একদিকে তিনি যেমন রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের উত্তরসূরিদের ‘ফেভারিট’ বলে সমীহ করলেন, তেমনই মনে করিয়ে দিলেন যে, টি২০ ক্রিকেটে ফেভারিট তকমা দিয়ে ম্যাচ জেতা যায় না।

সন্ধে ছয়টা নাগাদ ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন ব্রুক। তাঁর বডি-ল্যাঙ্গুয়েজ দেখেই মনে হচ্ছিল, এই ছেলেটা একেবারে ভিন্ন ধাতুতে গড়া। আত্মবিশ্বাসই যাঁর সবচেয়ে বড় ইউএসপি। ব্রুকের সাফ কথা, ‘ভারতের মাটিতে ওদের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলাটা স্বপ্নপূরণের মতোই। ভারত অবশ্যই এই টুর্নামেন্টের ফেভারিট। কিন্তু টি২০ ক্রিকেটে আগে থেকে কিছুই বলা যায় না। আর আমাদের সেরা ক্রিকেটটা খেলা এখনও বাকি রয়েছে।’

এবারের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের সফরটা নেহাত মন্দ নয়। টুর্নামেন্টের শুরুতেই পুঁচকে নেপালের বিরুদ্ধে ঘাম ছুটে গেলেও, পরে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তারা। তবে এই ওয়াংখেড়েতেই গ্রুপ পর্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হোঁচট খেয়েছিল ব্রুকরা। বৃহস্পতিবার সেই মাঠেই, সেই একই পিচে সেমিফাইনালে নামছে তারা। বুধবারের অনুশীলনে জোফ্রা আর্চার, উইল জ্যাকসদের আগ্রাসী বডি-ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে মনে হচ্ছিল, ২০২২ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের সেই একপেশে জয়ের পুনরাবৃত্তির স্বপ্নই দেখছে ইংরেজ শিবির।

ওয়াংখেড়ের সেন্টার পিচে ঘাস রয়েছে, কিন্তু সেই প্রসঙ্গ সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেলেন ব্রুক। হেড কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের সঙ্গে আলোচনা করেই যে প্রথম একাদশ বাছবেন, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। জ্যাকস আগেই বলেছিলেন, ‘পারফেক্ট গেম’ নিয়ে তাঁরা ভাবছেন না। এদিন ব্রুকের গলায়ও শোনা গেল সেই একই সুর, ‘বিশ্বকাপ জিততে হলে প্রতিটি ম্যাচেই নিখুঁত বা পারফেক্ট ক্রিকেট খেলতে হবে, এমন তত্ত্বে আমি বিশ্বাস করি না। আমরা যে ম্যাচগুলো জিতেছি, তার সব কয়টিতেই যে নিখুঁত খেলেছি, তা নয়। তবে আমার বিশ্বাস, আমরা সেই পারফেক্ট ক্রিকেটের খুব কাছেই রয়েছি।’

উপমহাদেশের মাটিতে স্পিনের বিরুদ্ধে ইংরেজ ব্যাটারদের চিরকালীন দুর্বলতার কথা মাথায় রেখেই বারবার প্রশ্ন উঠছিল বরুণ চক্রবর্তী ও অক্ষর প্যাটেলদের নিয়ে। ঘাস থাকা লাল মাটির উইকেটে কি স্পিন-জুজু ভোগাবে ইংল্যান্ডকে? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্রই ব্রুকের সটান জবাব, ‘বরুণ দুর্দান্ত বোলার। কিন্তু উপমহাদেশে স্পিন আক্রমণ সামলে ম্যাচ জিততে আমরা জানি। কিছুদিন আগেই শ্রীলঙ্কায় গিয়ে টানা ছয়টা ম্যাচ জিতেছি আমরা। টার্নিং পিচে কীভাবে খেলতে হয়, সেই কৌশল এখন আমাদের খুব ভালো করেই জানা আছে।’

বৃহস্পতিবার ওয়াংখেড়ের ফ্লাডলাইটের মায়াবী আলোয় জস বাটলার বা ফিল সল্টরা ভারতকে দুঃস্বপ্নের রাত উপহার দেবেন কি না, তা সময়ই বলবে। কিন্তু সেমিফাইনালের ঠিক আগের সন্ধেয় অধিনায়ক ব্রুক যেভাবে নরমে-গরমে ভারতকে মনস্তাত্ত্বিক চাপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন, তা সূর্যকুমার যাদবদের জন্য যে মোটেও স্বস্তিদায়ক নয়, তা বলাই বাহুল্য।

সেমিফাইনালে জসপ্রীত বুমরাহদের পরীক্ষা নিতে অনুশীলনে চলেছেন হ্যারি ব্রুক।

ইস্তফা আলিম দারের

লাহোর, ৪ মার্চ : টি২০ বিশ্বকাপে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পর পাকিস্তান ক্রিকেটে ডামাডোল অব্যাহত। এবার জাতীয় নির্বাচক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন প্রাক্তন এলিট আম্পায়ার আলিম দার। জানা গিয়েছে, দলে বাবর আজম ও শাদাব খানের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে একেবারেই খুশি ছিলেন না তিনি। পাশাপাশি দল নির্বাচনে হেড কোচ মাইক হেসনকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া নিয়েও প্রবল ক্ষুব্ধ ছিলেন আলিম।

ফাইনালে নজর ফিনের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ মার্চ : ইডেন গার্ডেন্সের অনেকটা আগে মেয়ো রোড ও রেড রোড সংযোগস্থলে ট্রাফিক সিগন্যালে বাস থেকে দুই যাত্রী নামিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করতেই খ্যাঁক করে উঠলেন ড্রাইভার, ‘ওহ, আজও বুঝি খেলা আছে!’

বোঝা গেল, গত এক মাস ধরে এই রকম অনুরোধ তিনি প্রচুর পেয়েছেন এবং যা তাঁর মোটেও পছন্দ হয়নি। তবে তিনি পছন্দ করুন বা নাই করুন, মন খারাপ কলকাতার, মন খারাপ ইডেনের। হয়তো একটা ম্যাচের জন্যই হার্দিক পান্ডিয়া-সূর্যকুমার যাদবরা এসেছিলেন কিন্তু গত এক মাস ধরে ক্রিকেটের প্রাণ তো বয়ে বেরিয়েছে ইডেন। আর তাই এদিনটা বাঙালির কাছে যেন, ‘খেলা শেষ হল, শেষ হয় নাই বেলা’র মতো। নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে যেন দর্শক এলেন বৃহস্পতিবার টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখার আগে শেষবারের মতো ক্রিকেটে গা-সেঁকে নিতে। মঙ্গলবারের দোলের পর এদিন হোলি উৎসবের ছুটিতে পুরোপুরি ভরা ইডেন না বলা গেলেও সান্ধ্য বিনোদনের জন্য লোকজন এলেন খেলা ভালোবেসেই। আবার ‘আইপিএলের সময়ে দেখা হবে বন্ধু’ বলে ইডেনকে আপাতত বিদায় জানাতেও হয়তো বা।

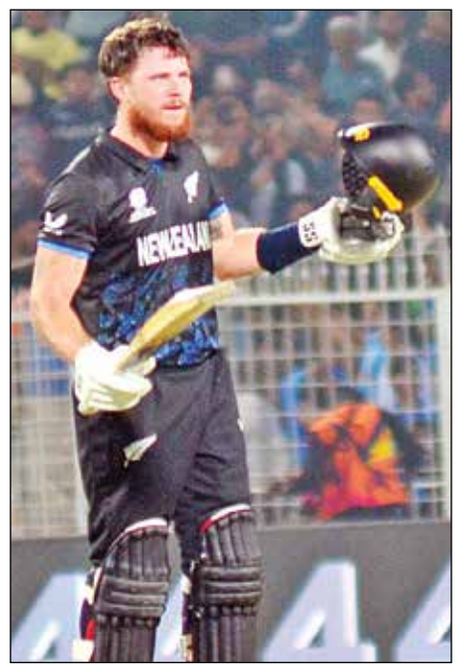

অপেক্ষা শুরু আইপিএলের

এদেশের ফুটবল মহলে একটা চালু প্রবাদ আছে, ‘কলকাতা হল ফুটবলের মক্কা।’ অবাক কাণ্ড হল, ক্রিকেট প্রীতি নিয়ে এমন কোনও চালু কথা নেই। অথচ ইডেনে ক্রিকেট হচ্ছে, সে যে দলেরই হোক না কেন, গ্যালারিতে লোক নেই এমন তো হয় না! যেমন এদিন, ইডেনের দিকে আসার পথে ভারতের জার্সি বিক্রির দাপটের মাঝেও তিন ‘ডেভিড মিলার’কে দিব্যি হেঁটে হেঁটে স্টেডিয়ামে আসতে দেখা গেল। দ্রুত ২ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর আইডেন মার্করাম-ডিওয়াল্ড ব্রেভিস জুটির দাপট বাড়ানোর চেষ্টাতেও মেজাজ খুশ গ্যালারির। তবে দ্রুত গ্যালারির ভোল বদল হল কিউয়িদের দাপটে। পরে ফিন অ্যালেন অবশ্য বাড়াবাড়ি উচ্ছ্বাস দেখালেন না ওই দানবীয় ইনিংসের পরেও, ‘দলের জন্য যা করার সেটাই চেষ্টা করেছি মাত্র। ভালো শুরু করে ওদের চাপে ফেলাটা জরুরি ছিল। আমার কাজটা সহজ হয়ে যায় টিমি (টিম সেইফার্ট) দারুণ শুরু করায়। আমি তখন ওকেই বেশি স্ট্রাইক দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। আসলে বিশ্বকাপের আগে সিরিজটা কাজে লেগেছে। আপাতত এই ম্যাচের থেকে যা যা পজিটিভ সেই সবই মাথায় রাখছি। আর ফাইনালের আগে বাড়াবাড়ি উচ্ছ্বাস-উৎসব পালন না করে বরং রবিবারের দিকেই মনঃসংযোগ করছি।’ ফিনকে কৃতিত্ব দিয়ে মার্করামও বললেন, ‘ওদের বোলিং খুব ভালো হয়েছে। ১৯০ অবধি টেনে নিয়ে যেতে পারলে হয়তো ম্যাচে থাকা যেত।’

এদিনের পর বন্ধ হলেও ইডেনের আলো আবার জ্বলতে শুরু করবে এই মাসের শেষ থেকেই।

টি২০ বিশ্বকাপের সঙ্গে ইডেন গার্ডেন্সে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ছবি : ডি মণ্ডল
ডেভিড মিলারের জার্সি পরে বুধবার ম্যাচ দেখতে চলেছেন সমর্থকরা।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পুরুলিয়া-এর এক বাসিন্দা

05.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 35H 29648 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হয়ে গেলে ভাগ্যের ভালো দিকটা আমরা উপভোগ করতে পারি। ডিয়ার লটারি প্রতিটি সাধারণ মানুষকে ভাগ্য পরীক্ষা করতে সাহায্য করে এবং এর জন্য খরচ হবে মাত্র কয়েকটি দশ টাকা। এক কোটি টাকা জেতার পর আমি সত্যিই আনন্দ উপভোগ করছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া - এর একজন বাসিন্দা অজিত বাউরি - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

মিত্র সম্মিলনীর ডাবলস ক্যারমে সফলদের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

চ্যাম্পিয়ন মলয়-দিব্যেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : মিত্র সম্মিলনীর আন্তঃ সদস্য ডাবলস ক্যারমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মলয় বসু-দিব্যেন্দু চক্রবর্তী। মঙ্গলবার ফাইনালে তাঁরা ২৯-২০ পয়েন্টে হারিয়েছেন প্রদীপ দে-প্রদীপ সরকারকে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য, সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য, আন্তঃ ক্রীড়া সচিব অমলেন্দু রাহা, নাট্য সচিব অংশুমান ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বিএসসি-কে হারাল ঘর সংসার

আলিপুরদুয়ার, ৪ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার ঘর সংসার ৫ উইকেটে হারিয়েছে বিএসসি ইস্টবেঙ্গলকে। টাউন ক্লাবের মাঠে বিএসসি টসে জিতে ২৭.৫ ওভারে ১৯৫ রানে সব উইকেট হারায়। বিজু দেবনাথ ৮০ রান করেন। ম্যাচের সেরা বৈভব লাহিড়ীর শিকার ৩১ রানে ৬ উইকেট। জবাবে ঘর সংসার ১৭.১ ওভারে ৫ উইকেটে ১৯৮ রান তুলে নেয়। হিমাংশু সিং ৮১ রানে অপরাজিত থাকেন। কিরণ পাশিপল্লি ৩৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

৬ উইকেটের বল হাতে ম্যাচের সেরা বৈভব লাহিড়ী। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আমাদের বিশেষজ্ঞদের সাথে সাক্ষাৎ করুন - অ্যাপোলো চেন্নাই লিভার ক্লিনিক @ শিলিগুড়ি

Apollo HOSPITALS CHENNAI

অবস্থা / উপসর্গ :

- যকৃতের সমস্যা
- আলকোহলের হেতু যকৃতে রোগ
- যকৃতে ক্যানসার
- ফ্যাটি লিভারের সমস্যা
- হেপাটাইটিস বি এবং সি
- জন্ডিস
- লিভার সিরোসিস
- যকৃতের প্রতিস্থাপন
- রক্ত বমি
- পেটের স্ফীতি

ডাঃ এলাঙ্কুমারন কে
এমবিবিএস, এমএস, এমআরসিএস, ডিএনবি, এমসিএইচ (এআইআইএমএস)
পিডিএফ সিনিয়ার পরামর্শদাতা
যকৃতের প্রতিস্থাপন এবং হেপাটোবিলিয়ারি সার্জারি
মুখ্য - যকৃত সংক্রান্ত রোগ এবং তার প্রতিস্থাপন
অ্যাপোলো হসপিটালস, চেন্নাই

শুক্রবার, ৬ই মার্চ ২০২৬ | দুপুর১:০০-বিকেল৫:০০

এপিটোম সুপার স্পেশালিটি কেয়ার
দ্যা পেসিফিক বিল্ডিং, চতুর্থ তলা,
লেক্সিকন মোড়, মাটিগাড়া হরসুন্দর উচ্চতর বিদ্যালয়ের নিকট
এনএইচ ৩১, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০১০

সাক্ষাতের জন্য যোগাযোগ করুন : 98362 88665 73307 67605